হিরণ্যগর্ভ
একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
১লা বৈশাখ, ১৪২৫

Hiranyagarbha
Volume 11, No. 1
हिरण्यगर्भ
एकादश वर्ष, प्रथम संख्या
तारिख-१५ एप्रिल,२०१८

১লা বৈশাখ, ১৪২৫ 15th April, 2018

সূচীপত্র a Contents

বাংলা বিভাগ ঃ—	অত্যাশ্চর্য্য প্রভু বিজয়কৃষ্ণ	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	05
	জীবনাভাস	শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়	07
	সত্যবতী	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	08
	যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা	শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়	09
	জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	10
	কলি যুগে ভক্তি দেবী শ্রেষ্ঠ	শ্রীগৌর গোপাল ঘোষ	11
	শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী	বৃহৎ কিশোরী ভাগবত	12
	শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	14
	কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম	শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত	15
	চন্দ্রকান্তা নদী-মাহাত্ম্য কথা	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	16
	গুরুগীতা	যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	17
	শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা	স্বামী সংবেদানন্দজী	17
	রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত	শ্রীমতী বীণা চৌধুরী	19
	যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে	শ্রীশ্রীমা সর্বাণী	22
	গীতা ভাবনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	23
	আমিত্বের সর্বব্যাপীত্ব	শ্রীদেবকুমার সেনগুপ্ত	24
	নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা	অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	25
हिन्दी विभाग ঃ—	अत्याश्चर्य प्रभु विजयकृष्णं	श्रीमती ज्योति पारेख	27
	योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा	श्रीचंद्र पारेख	29
	सत्यवती	श्रीमती ज्योति पारेख	30
	श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली	श्रीविमलानन्द	31
	ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर	श्रीविमलानन्द	33
	श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा	श्रीमती ज्योति पारेख	34
	योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक	श्रीविमलानन्द	36
	कलियुग में भक्ति देवी श्रेष्ठ	श्रीमती ज्योति पारेख	37
	श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन	श्रीमती ज्योति पारेख	38
	उन्मेष	श्रीमती सुशीला सेठिया	39
	चन्द्रकान्ता नदी-माहात्म्य कथा	श्रीमती ज्योति पारेख	41
	गुरुगीता	श्रीश्रीमाँ सर्वाणी	41
English Section ঃ—	Sri Bijoykrishna Goswami Prabhu	Prof. Partha Pratim Chakrabarti	43
	The Philosophy of Truth	Dr. Barun Dutta	47
	Gems from the Garland of Letters	Sri Arnab Sarkar	48
	Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo	Dr. Barun Dutta	50
	Biography of Manicklal Dutta	Dr. Barun Dutta	51
	Unmesh	Dr. Durgesh Chakrabarty	53

ISBN No. 978-81-935091-5-9 Cover : Sri Bijoykrishna Goswami Prabhu

Printed and Published by Dr. Barun Dutta on behalf of Mata Sharbani Trust, Plaza Housing, Vill : Jagannathpur (Shibrampur), P.O. : Ashuti, Pin : 700141, 24 Parganas (South), West Bengal, India. Tel : (033) 2488-1826, website : www.akhandamahapeeth.org, Email : akhanda.mahapeeth@gmail.com. Printed at : Rama Art Press, 6/30, Dum Dum Road, Kolkata-700 030, Tel : 2557-4419

Editor : Shri Arnab Sarkar • Associate Editors : Smt. Keya Chakraborty and Shri Mohit Shukla

সম্পাদকীয় / Editorial

শাল পলাশের রক্তিম বর্ণাঢ্যতা-শোভিত বসন্তের কোকিল-কূজিত-কুঞ্জে লেগেছে আসন্ন বৈশাখের তপ্ত নিঃশ্বাস। চৈত্রশেষের অলস দুপুরে এলোমেলো উদাসী হাওয়ায় বৃক্ষচ্যুত পত্রাবলী স্মরণ করিয়ে দেয় জীবনের খাতা থেকে খসে পড়া আরেকটি বছর বিলীন হল কালগর্ভে।

অন্যায়-অবিচারের ঘাত-প্রতিঘাতে বর্হিজগত যখন ক্লান্ত-অবসন্ন, তখন শ্রীশ্রীমা ও সকল গুরুমহারাজগণের অনুকম্পা ও আশীর্বাদ সম্পদ করে, আমরা অতিবাহিত করে এলাম আরেকটি বছর—সত্য, ন্যায় ও পারমার্থিক উন্মেষকে আমাদের মনোমন্দিরে পাথেয় রেখে। আমাদের আশ্রমিক জীবনে বিগত বছর রেখে গেল বহু আধ্যাত্মিক আনন্দঘন মুহূর্তের সাক্ষর।

নতুন বছর (১৪২৫ বঃ) বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি আমাদের পরমগুরু মহাবতার শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের পুণ্য আবির্ভাব লগ্ন। তাঁর পাদপদ্মে আমাদের শতকোটি প্রণতি জানাই। সেইসঙ্গে স্মরণ করি ভগবৎসত্তাস্বরূপ সেইসব ব্রহ্মর্ষি মহাপুরুষগণকে যাঁরা যুগে যুগে অবতীর্ণ হয়েছেন জীবকুলের সাধন ও উদ্ধারকল্পে।

হিরণ্যগর্ভের এই নববার্ষিক সংখ্যাটি নিবেদিত হয়েছে সেইরূপ এক মহামানব - শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাপ্রভুর শ্রীচরণে। তাঁর আদিসত্তা, অবতারকল্পতা, শ্রীশ্রীমা -রাঙামা-সিদ্ধিমাতার জীবনে তাঁর আধ্যাত্মিক লীলাসম্পর্ক সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে শ্রীশ্রীমায়ের স্ব-লেখনীতে।

আজ নববর্ষের পুণ্য প্রভাতে আমরা প্রণতঃ হই সেই জ্যোতির্ময় মহাপুরুষের পদপ্রান্তে। সকল গুরুমহারাজগণ ও শ্রীশ্রীমায়ের রাতুল চরণে আকুল প্রার্থনা জানাই, তাঁদের অহৈতুকী কৃপাবর্ষণে আমাদের আধ্যাত্মিক পথ আলোকময় হয়ে উঠুক।

— ওঁম্ হরি তৎ সৎ ওঁম্ —

The hot, whirling winds of the impending summer have started to leave their mark on the flower-laden bowers of late spring. The silent descent of the withered leaves from the branches of trees symbolizes the imperceptible departure of yet another year into the past.

As the outside world continues to reel under the oppression of the evil and injustice, we – the devotees and disciples of the great Gurus and Sree Sre Maa – have traversed yet another year with the pious objective of truth, justice and spiritual dedication. Our inner self was blessed to enjoy the solace and spiritual bliss through their holy blessings.

As the Bengali New Year (1425 Bangabda) ushers in new cheers and possibilities, we look forward to observing with piety and verve, the advent day of our Paramguru, Mahavatar Babaji Maharaj, on the forthcoming Baishakhi Purnima Day. On this auspicious day, we pay our most devout obeisance to Him to seek His kind blessings. We also seek the blessings of all the great Brahmarshis who have graced the world from age to age to guide the burdened mankind towards attainment of self-knowledge and salvation.

This edition of Hiranyagarbha has been dedicated in fond remembrance of one such great spiritual doyen – Shri Shri Bijoykrishna Goswami Maharaj. His true identity, his incarnations, his great spiritual compassion in the lives of Sree Sree Maa, Sree Sree Ranga Maa and Sree Sree Siddhi Mata, have been chronicled in detail by Sree Sre Maa herself.

On the auspicious dawn of New Year, we pay our humble homage to the lotus feet of this great Guru. We also seek the blessings of our Guru Maharajas and Sree Sree Maa to kindly bless our onward spiritual journey by their boundless love and compassion.

অত্যাশ্চর্য্য প্রভু বিজয়কৃষ্ণ

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

ইং ১৯৮৬ সালের ঘটনা। এই সময় প্রায় প্রত্যহই রাত্রিকালে মহাত্মার সান্নিধ্যলাভ হইত। ইং ১৯৮৬ সালের

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু

ঝুলন পূর্ণিমার সম্ভবতঃ পরের দিন রাত্রিকালে ক্রিয়াসাধন করিবার সময় অকস্মাৎ কর্ণে শ্লোকের মত এক গম্ভীর দিব্যমন্ত্র শ্রুতিগোচর হইয়াছিল। সেই মন্ত্রটি হইল, 'ওঁ নমো কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে, প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ, কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।' আমার পাশেই কক্ষের দ্বার দিয়া শ্বেতশুভ্র জ্যোতির্মণ্ডলাবৃত, হাতে দণ্ডস্বরূপ লাঠিটি ঠুকিতে ঠুকিতে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু আসিয়া আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার দর্শনমাত্রেই আমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া তাঁহাকে একটি হাতলওয়ালা চেয়ারে বসিতে দিলাম। গোস্বামীপ্রভু স্মিত হাস্যে চেয়ারখানিতে বসিলেন এবং আমাকে আপনার-জনের মত কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। ''শ্রীকৃষ্ণে মতি রাখ'' — এই উপদেশও প্রদান করিলেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যেমন ভাবে গম্ভীর মন্ত্র-ধ্বনিত জ্যোতির প্রবাহের মধ্য দিয়া আসিয়া ছিলেন, ঠিক তেমন ভাবেই চলিয়া গেলেন। তারপর স্থূল-চেতনায় আসিলে দেখিলাম কক্ষ আবার পূর্বাপর অন্ধকার। বারংবার চেয়ারটিকে প্রণাম করিলাম। এই ঘটনার কয়েকদিন পর আমরা সপরিবারে পুরী ভ্রমণে যাই। গোস্বামীপ্রভুর স্পর্শ হৃদয়ে থাকায় ওনার সমাধিস্থল প্রথমেই দর্শন করিতে যাই। তথা হইতে গোস্বামীপ্রভুর দণ্ডায়মান একখানি ফটো এবং গোস্বামী প্রভু ও মাতা যোগমায়া দেবীর ফটো সংগ্রহ করিয়া পরে নিজ কক্ষে বাঁধাইয়া রাখি। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীপ্রভু যে একজন মস্ত বড় সাধু ছিলেন সে কথা তৎশিষ্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজীর রচিত 'শ্রীশ্রীসদ্‌গুরু সঙ্গ' গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম। ঝুলন পূর্ণিমার শুভ তিথিতে গোস্বামী প্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জানিতে পারিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হই। সেই সময় হইতে গোস্বামী প্রভুর প্রতি আমার শ্রদ্ধাভাব অন্তরে অন্তরে উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। সব সময় মনে হইত 'এও কি সম্ভব'? কিন্তু দৈব নির্দেশিত সম্ভাবনা স্থান-কালের তোয়াক্কা করে না। ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম শ্রীশ্রীরাঙামায়ের পবিত্র জীবন-কথা পাঠ করিয়া। অন্তরে অন্তরে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার মাত্রা তখন আরও বাড়িয়া গেল। তখন মনে হইল সিদ্ধমহাত্মাদিগের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নাই। এই অসম্ভবের সম্ভব হওয়ার কাহিনীটি শ্রীশ্রীরাঙামায়ের জীবনী হইতে তুলিয়া ধরিতেছি।

শ্রীশ্রীরাঙা মায়ের দীক্ষা হইয়াছিল অত্যাশ্চর্য্যভাবে, পুরীতে। পুরীতে স্বর্গদ্বার অঞ্চলে মা কিছুদিন ছিলেন। স্বর্গদ্বার হইতে জগন্নাথদেবের মন্দিরে যাইবার পথে, একদিন রাস্তার ডানদিকে, অল্পদূরে একটি গাছের তলে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীকে বসিয়া থাকিতে মা দেখিলেন। সেই সন্ন্যাসীর মূর্তি উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়, প্রসন্ন বদন! সন্ন্যাসীর জ্যোতির্ময় সৌম্য মূর্তির প্রতি রাঙামায়ের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন তিনি থামিয়া গিয়া দূর হইতেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর দৃষ্টিও মায়ের উপর নিবদ্ধ হইল। তখন ইঙ্গিতে তিনি মাকে তাঁহার কাছে আসিতে বলিলেন। মা তাঁহার কাছে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী প্রসন্ন হাস্যে মাকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন — তাঁহার দীক্ষা হইয়াছে কি না? মা তখন সন্ন্যাসীকে তাঁহার বাল্যজীবনের অলৌকিক মন্ত্রলাভের কথা সবিস্তারে বলিলেন। সন্ন্যাসী শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, ''তুমি যে মন্ত্র আমাকে বলিলে, আমি সেই মন্ত্রই আবার তোমাকে প্রদান করিতেছি। সেইজন্যই আমি তোমার প্রতীক্ষায় এইখানে বসিয়া আছি। আমি যে মন্ত্র তোমার কর্ণে দিব, সেই মন্ত্র তুমি প্রতিনিয়ত জপ করিবে। এই মন্ত্র অতি শক্তিশালী মন্ত্র। সাধারণের পক্ষে গ্রহণ করা অত্যন্ত কঠিন।'' — এই কথা বলিয়া সন্ন্যাসী আবার সেই মন্ত্র মাকে প্রদান করিলে পর মন্ত্র শোনামাত্রই মা সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। তাঁহার দেহ স্থির পাষাণবৎ নিশ্চল হইয়া গেল। মায়ের ঐরূপ অবস্থা দর্শনে তখন সকলে ধরাধরি করিয়া কোনমতে বাড়ীতে

শ্রীশ্রীরাঙা মা

লইয়া গেল। সম্পূর্ণ এক দিবস পর মায়ের সমাধি ভঙ্গ হইলেও মায়ের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিতে বহুক্ষণ সময় লাগিল। পরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসিলে মায়ের মনে হইল যেন তিনি একজন নূতন মানুষে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছেন। এই ঘটনার অল্প কিছুদিন পরেই একদা কালীঘাটে মাঁয়ের মন্দিরে পূজা দিয়া রাঙামা ফেরার কালে পার্শ্ববর্তী দোকানে একটি ফটো দেখিয়া মা স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল যে উহা প্রভুপাদ শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ফটো। সেই ফটোখানি দেখিয়া রাঙামা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে পুরীর পথে যে সন্ন্যাসী তাঁহাকে মন্ত্রদান করিয়া নবভাবে দীক্ষিত করিয়াছিলেন সেই সন্ন্যাসীর আকৃতি অবিকল শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাপ্রভুর মত, অথচ যে সময়ে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার প্রায় ২৬/২৭ বৎসর পূর্বে গোস্বামী প্রভু এই পুরীতেই দেহরক্ষা করেন।

শ্রীশ্রীরাঙামায়ের জীবনের এই ঘটনাটি আমার হৃদয়ে আলোড়ন তুলিয়াছিল। মনে হইত হৃদয়ের কোন নিবিড় সম্বন্ধ থাকিলে পরেই তবে এমন অসম্ভবও সম্ভব হয়। এই গোস্বামী প্রভুর আদি পরিচয় কি? কে তিনি? আর শ্রীশ্রীরাঙামাই বা কে? ইঁহাদের দুইজনের পূর্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলে কখনো অতীন্দ্রিয় ঊর্ধ্বলোক ভেদ করিয়া শ্রীশ্রীগোস্বামী প্রভু আবির্ভূত হইয়া মাকে দীক্ষা দিতে আসিতেন না! ইহার কিছুকাল পরে যখন আমার আত্মজ্ঞান হইল, আমি সমাধিপাদে উপনীত হইলাম, তখন উপরের প্রশ্নের উত্তর অতীব সহজভাবেই দৈবাদেশে প্রাপ্ত হইলাম। তখন অনুভব

শ্রীশ্রীযোগমায়া মাতা

করিলাম যে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর আদিসত্তা ব্রহ্মানন্দন 'অত্রি' এবং শ্রীশ্রীরাঙামা হইলেন অত্রিকন্যা 'বিশ্ববারা'। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু ও তৎসহধর্মিনী যোগমায়া মাতা, ঠিক যেন ব্রহ্মর্ষি অত্রি এবং মহাসতী অনসূয়া দেবী। অন্তরের ধ্রুবাস্মৃতির অর্গল একবার উন্মোচিত হইলে তখন যোগীসাধকের একপ্রকার জ্ঞানাপ্লুত স্থির আনন্দ অনুভূত হয়; তখন অতীতের বহু বিষয় সাধকের জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে।

ইহার পর বারাণসীতে বাবা কীনারামের আশ্রমে আরেকটি রহস্য উন্মোচিত হইল। কীনারাম বাবার আশ্রমে কীনারাম বাবার একটি অদ্ভুত জীবন্ত শ্বেতপাথরের বিগ্রহ ছিল। আমি পূর্বে সেটি দেখিয়াছি। সেটিতে আমি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিতাম। সেইবার বাবা কীনারামের আশ্রমে সন্ধ্যার সময় গিয়াছিলাম। আমি কীনারাম বাবার বিগ্রহে প্রণাম নিবেদন করিব বলিয়া গিয়া দেখি যে কীনারাম বাবার বিগ্রহের বদলে গোস্বামী প্রভু বসিয়া আছেন। আমি স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলাম,'অঘোরেশ্বরের বদলে বৈষ্ণব গোস্বামী প্রভু হইলেন কেমন করিয়া?' দু-তিন বার ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া ফিরিয়া আসিয়া

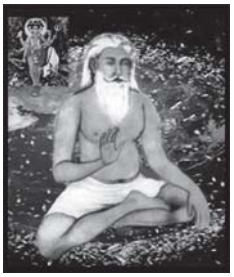
কীনারাম বাবা

সেখানকার একজন সেবককে জিজ্ঞাসা করিলাম, ''কীনারাম বাবার মূর্তিটি কোথায় গেল?'' সে ঐ পূর্বাপর স্থলটি দেখাইয়া দিলে আমি দ্বিতীয়বার তথায় গিয়া দেখি যে উহা কীনারাম বাবারই মূর্তি। ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া প্রণাম করিয়া ফিরিয়া আসিয়া সেই সেবকটিকে বলিলাম যে, ''আমাকে কীনারামবাবার একখানি ফটো দাও ও তাঁহার সম্বন্ধে যদি কোন পুস্তক থাকে তো দাও।'' তিনি আমায় ফটো ও একটি ছোট পুস্তক দিলেন। পরে সাধনকালে জ্ঞাত হইয়াছিলাম যে কীনারাম বাবা ও গোস্বামী প্রভু একই ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন মার্গে তপস্যা করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। মহারাজ শ্রীকীনারামের অন্তিম শিষ্যা, বঙ্গ প্রদেশের ব্রাহ্মণ কুলোৎপন্ন বয়োবৃদ্ধা অবধূতীন্ মাতা তাঁহার গুরুভ্রাতা বাবা বীজারামের নিকট অঘোরেশ্বর কীনারামের জীবন-কথা শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এই অবধূতীন্ সিদ্ধযোগিনী ছিলেন বাবা কীনারামের শক্তি। শক্তি বিনা শিবের প্রকাশ হয় না, যেমন আলোক বিনা সূর্য্যের প্রকাশ নাই। শিবসত্তা ও শক্তিসত্তা সর্বদা একসঙ্গেই থাকেন। লীলা মাধুর্য্যে উহাদের প্রকাশের স্বভাব হয় ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সাধনা যেমন অনন্ত ধারায় পর্য্যবসিত হয়, তেমন সিদ্ধ মহাযোগীশ্বরগণের সাধনাও যুগে যুগে অনন্তধারায় প্রবাহিত হইয়া জগতের হিতসাধনকে সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। সিদ্ধ যোগীশ্বরগণের সিদ্ধ অবস্থার কোনও তারতম্য হয় না। তাঁহারা ইচ্ছামাত্রেণ যথা তথায় প্রকটিত হইয়া দর্শনদানে জগৎকে পবিত্র করিতে পারেন এবং জগতের অনন্ত মঙ্গল করেন।

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতা

পরবর্তীকালে আমরা বারাণসীর

শ্রীশ্রীসিদ্ধিমাতার জীবনে দেখিতে পাই শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর অহরহ দিব্য আবির্ভাব। অতএব, ভক্তপাঠকগণ বুঝিয়া লন যে উহাদের আসল পরিচয় কি?— পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি!

—ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ—

জীবনাভাস

মহাবতার বাবাজী মহারাজের শিষ্য শ্রীমাণিকলাল দত্তের জীবনী

(৫)

কানু জংশন ও ভূতনাথবাবুর সহিত পরিচয়—

গীতায় শ্রীভগবান বলিলেন - 'মৎ ভক্ত সঙ্গ বর্জ্জিত'। বাল্যকাল হইতেই মাণিকলাল নিঃসঙ্গ ও নির্জ্জন পরিবেশ সমধিক পছন্দ করিতেন। অদ্বৈত পরমব্রহ্মাশ্রিত মাণিকলালের জীবনে শৈশবাবস্থা হইতে গীতার অমরবাণী প্রকটিত হয়। কৈশোরের প্রারম্ভকাল হইতেই ধর্মপ্রাণ, সাধক এবং তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষদের সংসর্গলাভ বাসনা ও তাঁহাদের মুখনিঃসৃত অমৃতবাণী আস্বাদন পিপাসার আকুতি তাঁহার মন প্রাণকে প্রবলভাবে উদ্বেলিত করিত।

একদা চুঁচূড়ার ষণ্ডেশ্বরতলার একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলদেশে বাঁধান চত্বরে বসিয়া কিশোর মাণিকলাল গঙ্গাবক্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া অদূরে উপবিষ্ট দুই বৃদ্ধের মধ্যে যে বাক্যালাপ হইতেছিল তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন। একজন অপরজনকে বলিতেছিলেন, ''চান্নাগ্রামে রায় সাহেব যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে এক 'বরদা' রাজষ্টেটের দেওয়ান তাঁহার কর্মের অবসর গ্রহণান্তে চান্নার শ্মশানে একটি ক্ষুদ্র কুটির নির্মাণ করিয়া দিনাতিপাত করিতেছেন। তিনি বিশেষ শিক্ষিত ও মহাসাধক। সাধকের সহধর্মিণী নিকটবর্তী একটি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেইখান হইতেই স্বামীর জন্য ভোজ্যবস্তু প্রস্তুত করিয়া নিয়মিতভাবে স্বামীকে পরিবেশন করিয়া যান। উক্ত সাধকের নিকট বহু সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।'' ঐ মহাসাধকের দর্শনলাভের জন্য কিশোর মাণিকলাল তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন ও তাঁহার হৃদয় আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। কানু জংশন ষ্টেশন (বর্তমান নামখানা জংশন) হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত যে চান্না গ্রাম তাহার সঠিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া পরদিন প্রত্যুষে সাধু যতীন্দ্রনাথকে দর্শনের জন্য তিনি যাত্রা করিলেন।

কানু জংশনে অবতরণের পর অপ্রত্যাশিত ও অভাবনীয় একটি ঘটনা ঘটিল। ট্রেনের টিকিটটি গেটে টিকিট-কালেক্টারকে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপেক্ষামান এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মাণিকলালের হাত ধরিলেন ও তাহার অনুগমন করিতে বলিলেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত এক বৃদ্ধের দ্বারা আচম্বিত ধৃত হইয়া মাণিকলাল অতীব ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া বলিলেন যে, ''আমি তো কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমায় কেন ধরিলেন?'' মাণিকলালের এই ধারণাই তখন বদ্ধমূল হইয়া উঠিয়াছিল যে ঐ বৃদ্ধ নিশ্চয়ই একজন সি.আই.ডি। তৎকালে কোন যুবকের গতিবিধি যদি সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রমমুখী হইত বা তাহার নিকট গীতা পুস্তক পাওয়া যাইত তবে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কর্ম বলিয়া সাব্যস্ত হইত ও পুলিশের মনে সন্দেহের উদ্রেক করিত। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নিকটস্থ থানায় লইয়া আটক রাখা হইত, নানাপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

মাণিকলালের ভীতি-বিহ্বল অবস্থা লক্ষ্য করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাহাকে অভয় প্রদান পূর্বক বলিলেন যে, পূর্বরাত্রে মাণিকলালকে দর্শন করাইয়া তাঁহার গুরুদেব আদেশ করিয়াছেন তাহাকে তাঁহার বাটীতে ধরিয়া রাখিতে, কারণ তাঁহার অজ্ঞাত। স্কন্ধে শুভ্র উপবীত, উন্মুক্ত দেহ, গৌর বর্ণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের স্নিগ্ধ সৌম্য শান্ত মুখমণ্ডল অবলোকন করিয়া তাঁহার বিষয়ে বিরূপ কিছু চিন্তা করিবার কোন অবকাশই মাণিকলালের মনে থাকিল না।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণের জন্য মাণিকলালকে ষ্টেশন-মাষ্টারের কক্ষে অপেক্ষা করিবার নির্দেশ দিয়া অল্পক্ষণের জন্য বাহিরে গমন করিলেন। মাণিকলালও তাঁহার বাক্যে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়া ষ্টেশন-মাষ্টারের কক্ষে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ষ্টেশনের পার্শ্ববর্তী একটি কক্ষে যোগাসনে দেখিলেন যে এই সেই পূর্ব রাত্রে স্বপ্নে দৃষ্ট কিশোর। পরে প্রকাশ্যে মাণিকলালকে তাহার ষ্টেশনের অদূরস্থিত আলয়ে গমন করিবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন যে ষ্টেশনের সকলেই তাঁহাকে জানেন, তিনি স্থানীয় ডাক্তার। মাণিকলাল কানু জংশনে তাহার আগমনের প্রকৃত কারণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সবিশেষ ব্যক্ত করিলে তিনি তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে নিকটবর্তী চান্নাগ্রামের শ্মশানে সেই সাধকের

সঙ্গলাভ তাঁহার বাটী হইতে অতীব সহজ হইবে। আরও বলিলেন, ''তোমাকে আমার গৃহে লইয়া যাইবার অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই দৈবাদেশ ছাড়া, এবং তোমার সন্দেহ ভাজনের জন্য তোমার বাটীর ঠিকানায় তোমার কানু জংশনে আগমন ও আমার গৃহে স্থিতির সর্ব বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া সর্বসমক্ষে ষ্টেশনস্থিত ডাক বাক্সে একটি পোষ্ট কার্ড তোমার পিতার উদ্দেশ্যে ফেলিয়া দিতেছি''—ও তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলেন। উক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কানু জংশন ও পাশ্ববর্তী অঞ্চলের সর্বজনপ্রিয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়। অতঃপর ষ্টেশন-মাষ্টার ও উপস্থিত সকলে ভূতনাথবাবুর সদাশয়তা, মহত্ত্ব ও সাধনার যথাসাধ্য বিবরণ মাণিকলালের গোচরীভূত করিলে তাঁহার মন হইতে অকারণ ভীতি ও অমূলক আশঙ্কা দূরীভূত হইল ও ভূতনাথবাবুর বাক্যের প্রতি আর কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকিল না। উপস্থিত সকলে ইহাই মন্তব্য করিলেন যে নিশ্চয়ই, ইহা মঙ্গলময় ঈশ্বরেরই ইচ্ছা প্রসূত, যাহার প্রকৃত কারণ ভবিষ্যতে উদ্‌ঘাটিত হইবে। অতঃপর মাণিকলাল অত্যন্ত প্রীত মনে ভূতনাথবাবুর অনুগমন করিলেন।

...ক্রমশঃ

—শ্রীমাণিকলাল দত্তের শিষ্য,

শ্রীঅর্দ্ধেন্দু শেখর চট্টোপাধ্যায়

পুরাণ কথা

সত্যবতী

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

অগ্নিষ্বাত্তাদি পিতৃগণের মানসী কন্যা ছিলেন 'অচ্ছোদা' তিনি কখনও পিতৃগণকে দর্শন করেন নাই। একদা তিনি আকাশ পথে অদ্রিকা অপ্সরার সহিত বিমানে অন্তরীক্ষগামী অমাবসু নামক পিতাকে দর্শনপূর্বক বরণ করেন। এই পাপে তিনি পৃথিবীতে বসু নামধেয় নৃপতির 'সত্যবতী' নাম্নী কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন অভিশপ্তা অপ্সরা অদ্রিকার গর্ভে। ইহাই দেবীভাগবতের মত।

শিবপুরাণ মতে বিবস্বান (সূর্য্য) তনয়া যমুনা (কালিন্দী) দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশে শক্তিপুত্র পরাশরের মনোভিলাষ পূরণের জন্য মৎসী গর্ভে জন্মলাভ করিয়া দাসরাজ গৃহে 'সত্যবতী' রূপে আবির্ভূত হন। অদ্রিকা বা গিরিকা নাম্নী একজন অপ্সরা ব্রহ্মশাপে মৎসীরূপে যমুনা নদীতে বাস করিত। সেই মৎসীরূপিণী অপ্সরা রাজা উপরিচর বসুর বীর্য্য পান করিয়া গর্ভবতী হয়। ধীবরেরা সেই শাপগ্রস্ত মৎসীরূপী অপ্সরাকে জালে আবদ্ধ করিলে পরে ধীবরেরা তাহার উদরে মনুষ্য সন্তান প্রাপ্ত হইয়া ধীবরদাস রাজকে সংবাদ প্রদান করে। ধীবররাজ মহিষী মৎসীগর্ভ ছেদনপূর্বক তাহার উদরে দুটি মনুষ্য-সন্তান লাভ করেন। তাহাদের মধ্যে একটি পুত্র ও একটি কন্যা। ধীবররাজ পুত্রটিকে রাজা উপরিচর বসুকে প্রদান করেন। কন্যাটি তাহার গৃহেই বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহার নাম হয় সত্যবতী। সত্যবতী পিতৃ-আদেশে যমুনাতে নৌকা বাহনের কার্য্য করিতেন। একদা পরাশর ঋষি যমুনা পার হইবার সময়ে সত্যবতীর রূপে মুগ্ধ হন। পরাশর হইতে সত্যবতী এক পুত্রলাভ করেন। এই পুত্র 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন' নামে বিখ্যাত হন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পরে বেদ বিভাগ করিয়া 'বেদব্যাস' বা 'ব্যাসদেব' নামে খ্যাত হন। দাসরাজ দুহিতা সত্যবতী পরে কুরুবংশীয় শান্তনু রাজার মহিষী হইয়াছিলেন। শান্তনু ও সত্যবতীর দুই পুত্র চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য।

মহাভারত-ভগবৎলীলায় অন্তর্নিহিত যৌগিক তাৎপর্য্যে শান্তনু হইলেন নির্বিকার ব্রহ্মচৈতন্য অর্থাৎ পরম শান্ত ব্রহ্ম অণু-সত্তা এবং সত্যবতী হইলেন জড় প্রকৃতি বা এই ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্বপ্রকৃতি স্বরূপা। বেদব্যাস হইলেন ভেদজ্ঞান অর্থাৎ বিবেকজজ্ঞান শক্তি। চিত্রাঙ্গদ হইলেন ঐশ মহত্তত্ত্ব এবং বিচিত্রবীর্য্য হইলেন ঐশ অহংকার।

সকল তথ্য হইতে বোধগম্য হয় যে সত্যবতী অযোনিসম্ভবা সত্তা। ইনি পিতৃগণের মানসী কন্যা; আবার, সূর্য সংজ্ঞা কন্যা 'যমুনা' রূপেও ইনি দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন স্বর্গীয় সূর্য্যলোকে। দ্বাপরে ইঁহার দুটি রূপ একই সময়ে পরিলক্ষিত হয়। একটি যমুনা বা কালিন্দী, যিনি তপস্যা প্রভাবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিষী হইয়াছিলেন এবং অন্যদিকে শান্তনু-পত্নী সত্যবতী। একই সময়ে দুটি দেহধারণ করিয়া সাধনা করা দিব্য সৃষ্ট সত্তার পক্ষেই সম্ভব। সত্যবতীর আদিসত্তার সন্ধান করিতে গেলে গোলোক মণ্ডলে 'যমুনা' নাম্নী গোপিকার রূপ প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাই 'সত্যবতী' সত্যের পরাকাষ্ঠা স্বরূপিণী এক অনন্য সৃষ্টি যিনি কৃষ্ণের অবতার স্বরূপ মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকে জন্ম দিয়া ধরণীকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ প্রদান করেন।

(*সহায়ক গ্রন্থ—মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণ*)

যোগীশ্বর রূপে শ্রীশ্রীসরোজ বাবা

প্রসঙ্গ (৪৮)

ঘোষালদা (শ্রীশ্রীবাবার দীক্ষিত, আমাদের একজন শ্রদ্ধেয় গুরুভ্রাতা এবং সুউন্নত ক্রিয়াবান সাধক বন্ধুবর; শ্রীশ্রীবাবার

সঙ্গে তাঁর ছিল সখ্যভাব। ঘোষালদার কাছে শ্রীশ্রীবাবা ছিলেন তাঁর সদ্‌গুরু এবং সখা - দুইই) ঘোষালদা শ্রীশ্রীবাবার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে এক অদ্ভুত ঘটনা আমাকে বললেন — ''আমাদের লাহিড়ীদা কোনও কুষ্ঠ বা গলিত কুষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখলে যথাসাধ্য ভাবে সাহায্য করতে এগিয়ে যেতেন সেটা পথেই হোক বা ট্রেনের কামরার মধ্যেই হোক, যেটা সাধারণ মানুষ এড়িয়ে যায়। কোন একদিন সকালে লাহিড়ীদা শ্রীনিতাই বাবার বাড়ী থেকে আসছেন হেঁটে হেঁটে নিজের বাড়ীর দিকে, কলকাতার প্রসিদ্ধ ডাঃ শীতল ঘোষের বাড়ী পেরিয়ে ঠিক যখন রেল ক্রসিংয়ের কাছে এসেছেন হঠাৎ সেখানে দেখলেন যে এক গলিত কুষ্ঠ ব্যক্তি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন লাইন পেরোবার জন্যে এবং হাত বাড়িয়ে সবার সাহায্য চাইছেন কিন্তু সবাই তাকে এড়িয়ে দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের লাহিড়ীদা তাকে দেখা মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে সোজা করে দাঁড় করালেন। সঙ্গে সঙ্গে অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার! সেই কুষ্ঠগলিত ব্যক্তি শ্রীনিতাই বাবার দেহ ধারণ করল এবং নিতাইবাবা লাহিড়ীদার কাঁধে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, ''সরোজ! তুমি এ পরীক্ষায় সুন্দরভাবে উত্তীর্ণ হয়ে গেছো।'' — এই ঘটনা লাহিড়ীদা (দাদা) ভাবস্থ অবস্থায় ঘোষালদাকে বলেছিলেন। ঘোষালদা গুরুজীকে 'দাদা' সম্বোধন করতেন। এই ঘোষালদা ছিলেন গুরুজীর 'পরম বন্ধু, আপনজন' তাই দুজনের মধ্যে হৃদয়ের কথাবার্তা হোত।

প্রসঙ্গ (৪৯)

নিম্নোক্ত ঘটনা অসীমদার (শ্রীঅসীম লাহিড়ী) মুখ থেকে শোনা তার নিজের জীবনের ঘটনা। অসীমদা বললেন — ''তখন আমি পুরাতন নবনাড়ীতলায় একটি টালির ঘরে ভাড়া থাকি এবং সময় পেলেই গুরুজীর কাছে গিয়ে বসি। গুরুজীর দেওয়া ক্রিয়া খুব ভালভাবে করবার চেষ্টা করি এবং গুরুজীর ভাবে বিভোর হয়ে থাকতাম। সে সময় কোন একদিন রাত্রিকালে সমানে প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হয়ে চলেছে, যে অবস্থাটাকে আমরা ইংরাজীতে বলি 'raining cats and dogs' অথবা 'heavy rain', আমার টালির ছাদের অবস্থা মোটেই ভাল নয়, প্রবল বর্ষণের ফলে টালি ভেদ করে সমস্ত ঘর জলে ভেসে যাচ্ছে, কোথাও আশ্রয় নেওয়া যাচ্ছে না, শোবার বিছানা ভিজে যাচ্ছে, তখন কোন উপায় না দেখে গুরু স্মরণ করে আসনে বসে প্রাণায়াম করতে লাগলাম; বেশ কয়েক মিনিট বাদে বুঝতে পারলাম যে যদিও বাইরে অঝোরে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে এবং বর্ষণের গতি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে তথাপি আমার ঘরে কোথাও কোন বিন্দুমাত্রও জল আসছে না এবং ভিতরের দেওয়াল দিয়েও জল গড়িয়ে পড়ছে না। তখন গুরুকৃপা-আশীষ স্মরণ করে আমি গভীর প্রাণায়ামের মধ্যে ডুবে গেলাম।

প্রসঙ্গ (৫০)

গুরুজী শ্রীনিতাই বাবার জীবনের এক অভূতপূর্ব ঘটনা আমায় (বাপি) বলেছিলেন সেটি আমি এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরলাম — লাহিড়ী বাবার কথায় - ''আমি এবং আরও কয়েকজন গুরুভ্রাতা নিতাইবাবার সাথে পুরুলিয়ার এক জঙ্গলে গিয়ে একটি ঘরের মধ্যে সাধনার বিষয়ে বিশেষ আলোচনা চলছিল। এমন সময় হঠাৎ চারিদিক থেকে এক হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল। তারপর আমরা দেখলাম যে, ওখানকার লোকজন সব যে যেদিকে পারছে মরণভয়ে ছুটে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা খবর নিয়ে জানতে পারলাম যে দলমা পাহাড়ের বিরাট এক হাতীর দল আমাদের গৃহের দিকে ধেয়ে আসছে। হঠাৎ দেখি নিতাইবাবা তড়িৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ভগবান নারায়ণের সুদর্শন ধারণের ভঙ্গিতে কয়েক মিনিট রইলেন। সেই সময় আমরা প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বোধ করলাম; এসকিমোরা যেমন বরফের ঘরের মধ্যে অবস্থান করে ঠিক সেই রকমই আমাদের বোধ হল। নিতাইবাবা যেন যোগশক্তিবলে একটা বরফের গাঢ় বলয় তৈরী করে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ বাদে যখন আমরা বেরিয়ে এলাম তখন দেখলাম যে আশেপাশের গাছপালা, কিছু কুটীর ছাউনি ধুলিসাৎ হয়ে মাটিতে মিশে গেছে, যেন চতুর্দিকে এক ভয়ংকর ধ্বংসের ছবি যার মধ্যে আমাদের কুটিরটি স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

পূর্ণসিদ্ধ আপ্তকাম যোগীশ্বরকল্প মহাত্মাদের অতুল যোগৈশ্বর্য্য থাকে তবে তাঁরা নিজেকে জাহির করার জন্যে সেই যোগৈশ্বর্য্য সাধারণের নিকট কখনোই প্রকাশ করেন না। সমূহ

বিপদের সময়ে প্রয়োজনে তাঁরা সেই যোগৈশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহার করে ভক্তগণকে আসন্ন বিপদ হতে মুক্ত করেন মাত্র। মহাত্মারা ঠিক এইরকমই পরম বিনয়ী হন। *...ক্রমশঃ*

—পিতৃচরণাশ্রিত শ্রীপ্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবপুর, হাওড়া

জ্ঞানগঞ্জের যোগ প্রসঙ্গে

শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্তের বিশেষ অনুরোধে ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর ১৮টি পত্রের সাধন মার্গের নিগূঢ় তত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর উপর শ্রীশ্রীমায়ের যোগ-ব্যাখ্যা —

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজের পত্রাবলী প্রসঙ্গে :—

মরমী সাধক ডঃ গোপীনাথ কবিরাজজীর গুরুভ্রাতা শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্তগুপ্ত মহাশয়কে জ্ঞানগঞ্জের সাধন মার্গের ক্রিয়াযোগের যে সকল নিগুঢ় তত্ত্ব, তথ্য এবং সাধন প্রণালীর বিষয় চিঠিতে উল্লেখ করেছেন তারই কয়েকটি প্রশ্ন :—

৭। পত্র ৯) দ্বিতীয় ভাগ —

শ্রীগুরুদেব দেহরক্ষার পূর্ব পর্য্যন্ত ১০৮-এ পূর্ণভাবে ছিলেন। তিরোধানের সময় ১০৯-এ প্রতিষ্ঠিত হয়েন। দেহ অবস্থানকালে এক ঘন্টার জন্যও যদি ১০৯-এ অবস্থান করিতেন, তাহা হইলে সমগ্র জগতে অভাবনীয় কাণ্ড সংঘটিত হইত। এই জগতের মধ্যে সৃষ্টির পর এখন পর্য্যন্ত কেহই স্থূলদেহে থাকিয়া ১০৯ অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। একজন যোগীও যদি এই অবস্থা স্থূলদেহে লাভ করেন, তাহা হইলে উহাতে সমগ্র জগতের পরিবর্তন হইবে। ইহাই জগতের প্রকৃত কল্যাণ। এখন গুরুদেব তাহাই চান, যাহা তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই তাহাই ফুটাইবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। ইহাই তাঁহার মহান উদ্দেশ্য — (এই বিষয়ে শ্রীমার মত।) — ১০৮ পর্য্যন্ত 'পুরুষোত্তম' লাভ হইয়াও তাঁহার তৃপ্তি নাই। কারণ তাহাতে মুখ্য স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ হয় না বলিয়া আত্মকল্যাণ, জগৎকল্যাণ ঠিকমত করা যায় না। ১০৯ হওয়া চাই। ঊর্দ্ধলোকে যাইয়া ১০৯ হইলে জগতের কোন ফল হয় না। জগতের যাহা প্রয়োজন তাহাই হওয়া আবশ্যক। কথার্থ - শ্রীঅরবিন্দের Descent of the Supramental-এর অনুরূপ। —(এই বিষয়ে শ্রীমার মত কি?)

উত্তর — পত্র ৯-এর দ্বিতীয় ভাগ — এই বিষয়ে আমার কোন মতামত নাই, কারণ, এই বিষয়ে আলোচনা সঙ্গত মনে করি না। পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মানন্দন সনক, সনকাদি ঋষিগণ, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব ইত্যাদিরা সবাই পূর্ণের আধার ছিলেন। ইঁহারা যুগে যুগে জগতের কল্যাণ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাক্ষাৎ নিত্য কৃষ্ণের রূপ। ইঁহারা সাক্ষাৎ সনাতন পূর্ণব্রহ্মের সগুণ বিগ্রহ। ইঁহারা সকলেই এই ধরাতলে মনুষ্যদেহ পরিগ্রহ করিয়া বিরাজ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সাক্ষাৎ ভগবান। যুগাবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পুরুষোত্তমের অন্যতম সাক্ষাৎ স্বরূপ। এনারা কি Descent of the Supramental-এর প্রতিভূ নয়? সৃষ্টির নিয়মানুসারে সকল কর্মের দ্বারাই গতিলাভ হয়। সৃষ্টির নিয়ম, দিব্য দ্বারা পরিচালিত তাই অলঙ্ঘনীয়; দিব্যের মহাইচ্ছা ব্যতীত ইহাকে লঙঘন করা অসম্ভব।

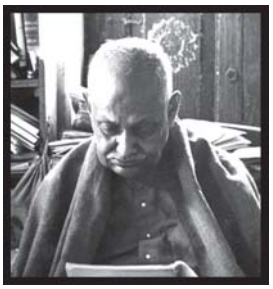

ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ

শ্রীগোপীনাথজী বলিয়াছেন যে ১০৮ পর্য্যন্ত 'পুরুষোত্তম' লাভ হইয়াও যোগীর তৃপ্তি হয় না কারণ উহাতে মুখ্য স্বাতন্ত্র্যের স্ফুরণ হয় না বলিয়া আত্মকল্যাণ, জগৎকল্যাণ ঠিকমত করা যায় না। ১০৯ হওয়া চাই। ১০৮ পর্য্যন্ত 'পুরুষোত্তম' লাভ হইয়া যোগীর হিরণ্যগর্ভে স্থিতি হয়। হিরণ্যগর্ভে চিদণুরূপে অস্তিত্ববোধময় অবস্থায় লিঙ্গশরীরে যোগী পুরুষোত্তম অবস্থার আরাধনায় রত থাকেন। তখন জগদাদি ব্যাপারে যোগীর আর কোনই চিন্তা থাকে না। ক্রমান্বয়ে যোগী ঐ অবস্থায় হিরণ্যগর্ভে থাকিতে, থাকিতে সগুণব্রহ্ম সনাতনের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন 'নারায়ণ' রূপে। সেই চিন্ময় জগদীশ্বর নারায়ণের সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করিবার জন্যে যোগী তখন ভক্তে রূপান্তরিত হইয়া তপস্যা করেন। এইটি হইল ১০৯, যেখানে একের মধ্যে অনন্ত সমাবিষ্ট হইয়া আছে। এইখানেই হয় পুরুষোত্তমের অনন্তযোগ। স্থূলতনুতে এই ১০৯ স্তর পরিস্ফুট হইলে, ব্রহ্মবেত্তা হইতে ভগবৎবেত্তায় উপনীত হইয়া যোগী জগতের অনন্ত মঙ্গল করিতে সক্ষম হন। কিন্তু ঊর্ধ্বলোকে যাইয়া হিরণ্যগর্ভস্থিত এই পদ প্রাপ্ত হইলে জগতের কোন ফল হয় না। ইহা যোগীর নিজস্ব সাধনায় পর্য্যবসিত হয় মাত্র।

—যোগ প্রসঙ্গের ব্যাখ্যা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

কলি যুগে ভক্তি দেবী শ্রেষ্ঠ

একদা নৈমিষারণ্যে মুনিবর-শৌনক সূত-মুনিবরকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''হে মুনিবর! ভক্তি, জ্ঞান ও বৈরাগ্য লভ্য মহান বিবেকের বিকাশ কি করে হয় এবং সাধকগণ সর্বপ্রকার মায়া-মোহ থেকে নিজেদের কি করে মুক্ত করেন? এই ঘোর কলিকালে জীব প্রায়শই আসুরী-স্বভাব যুক্ত, নানাবিধ ক্লেশে ক্লিষ্ট। এই জীবকে পরিশুদ্ধ করার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি? চিন্তামণি কেবল মাত্র লৌকিক সুখই দিতে পারে আর কল্পবৃক্ষ বড় জোর স্বর্গীয় সম্পদাদি দিতে পারে কিন্তু গুরুদেব প্রসন্ন হলে ভগবানের যোগীদুর্লভ নিত্য বৈকুণ্ঠধাম দিতে পারেন।'' সূত বললেন —''হে শৌনক! তোমার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম রয়েছে, তাই আমি বিচার করে তোমাকে সমস্ত সিদ্ধান্তের সার কথা শোনাচ্ছি যা জন্ম-মৃত্যুর ভয় দূর করে।''

— শুকদেব কলিযুগে জীবকে কালরূপী সর্পের গ্রাসে পতিত হওয়ার মহাভয় থেকে রক্ষা করার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবত শাস্ত্রের প্রবচন করেছেন। রাজা পরীক্ষিতকে এই ভাগবত কথা শোনাবার জন্য শুকদেব যখন সভায় সমাসীন ছিলেন, তখন অমৃত কুম্ভ নিয়ে দেবতারা তাঁর কাছে আসেন। নিজেদের কার্য্য-সিদ্ধিতে অতীব কুশল দেবতারা মহর্ষি শুকদেবকে প্রণাম করে বললেন, ''আপনি এই অমৃত কুম্ভ গ্রহণ করে তার পরিবর্তে আপনার কথামৃত আমাদের প্রদান করুন। এই প্রকারে আমাদের পরস্পরের মধ্যে কথামৃত ও অমৃত বিনিময় করে মহারাজ পরীক্ষিৎ অমৃত পান করতে থাকুন আর আমরা সকলে শ্রীমদ্ভাগবত রূপ অমৃত পান করি।'' এই সংসারে কাঁচ আর মহামূল্য মণি যেমন, তেমনি কোথায় অমৃত আর কোথায় ভাগবৎ কথা, এইসব চিন্তা করে শুকদেব দেবতাদের কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। দেবতাদের ভক্তিহীন বুঝতে পেরে শুকদেব তাঁদের কথামৃত দেননি, এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবত কথা দেবতাদেরও দুর্লভ বলা হয়।

পুরাকালে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিতকে মোক্ষলাভ করতে দেখে ব্রহ্মাও বিস্মিত হয়েছিলেন। তিনি সত্যলোকে সকল সাধনকে ওজনে বিচার করেছিলেন। ওজনে ভাগবতই নিজ মাহাত্ম্যে সব সাধন অপেক্ষা ভারী হয়। তা দেখে মুনি-ঋষিরা সকলেই চমৎকৃত হন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন যে কলিযুগে এই ভগবৎ স্বরূপ ভাগবত শাস্ত্রেরই পাঠ এবং শ্রবণে তাৎক্ষণিক মোক্ষ প্রাপ্তি সম্ভব। সপ্তাহ বিধি অনুসার শ্রবণে শ্রীমদ্ভাগবত নিশ্চিত ভক্তি প্রদান করে। পুরাকালে দয়ালু সনকাদি ঋষিগণ দেবর্ষি নারদকে এই শাস্ত্র শ্রবণ করিয়েছিলেন। দেবর্ষি নারদ যদিও পূর্বেই ব্রহ্মার নিকটে এই শাস্ত্র শ্রবণ করেন তবুও সপ্তাহ শ্রবণের বিধি সনকাদি ঋষিগণই তাঁকে বলেছিলেন।

একদিন সনকাদি চারজন পবিত্র ঋষি সৎসঙ্গের জন্য বিশাল নগরীতে এসেছিলেন। তাঁরা সেখানে নারদকে দেখতে পান। সনকাদি ঋষি প্রশ্ন করলেন -''হে ব্রাহ্মণ! আপনাকে এত ব্যাকুল দেখাচ্ছে কেন? এত কি চিন্তা করছেন? এত দ্রুত চলেছেনই বা কোথায়? আর আপনি এলেনই বা কোথা থেকে? হৃতসর্বস্ব ব্যক্তির মতো আপনাকে ব্যাকুল দেখাচ্ছে। আপনার মতো নিরাসক্ত পুরুষের পক্ষে এরকম ব্যাকুলতা শোভা পায় না। এর কারণ কি বলুন?'' নারদ বললেন - ''পৃথিবীকে সর্ব শ্রেষ্ঠলোক মনে করে আমি এখানে এসেছি। এখানকার পুষ্কর, প্রয়াগ, কাশী গোদাবরী, হরিদ্বার, কুরুক্ষেত্র, শ্রীরঙ্গ এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরাদি তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করেছি, কিন্তু মনের শান্তি কোথাও পেলাম না। বর্তমানে অধর্মের সহায়ক কলিযুগ পৃথিবীকে ক্লিষ্ট করে রেখেছে। এখন এখানে সত্য, তপস্যা, শৌচ, দয়া, দান ইত্যাদি কিছুই নেই। হতভাগ্য জীবগণ কেবল নিজ নিজ উদরপূর্তির চিন্তাতেই ব্যতিব্যস্ত, তারা অসত্য ভাষী, অলস, মন্দ বুদ্ধি, ভাগ্যহীন ও উপদ্রবগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সাধু-সন্ত যাদের বলা হয় তারা সকলেই পাষণ্ডাচার নিরত হয়ে গেছে, দেখতে বৈরাগী হলেও তারা স্ত্রী ধনাদি নির্বিকারেই গ্রহণ করে। বাড়ীতে স্ত্রী রাজত্ব, শ্যালকগণই পরামর্শদাতা, লোকেরা লোভে পড়ে কন্যা বিক্রয় করে এবং স্ত্রী পুরুষের মধ্যে নিত্যই কলহ। মহাত্মাদের আশ্রম, তীর্থ ও পবিত্র নদীগুলি বিধর্মীরা দখল করে রেখেছে, ওই সব দুর্বৃত্ত বহু দেবালয় ধ্বংস করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে না আছে কোনও যোগী, না কোনও সিদ্ধ পুরুষ, না আছে কোনও জ্ঞানী পুরুষ, না কোনও সৎকর্মপরায়ণ মানুষ। যাকিছু সাধন সবই এই কলি রূপ দাবানলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এই কলিযুগে প্রায় সকলেই অন্ন বিক্রয় করছে, ব্রাহ্মণেরা অর্থের বিনিময়ে বেদ শিক্ষা দিচ্ছে আর স্ত্রী লোকেরা বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করছে। এই ভাবে কলির দোষ সকল দেখতে দেখতে পৃথিবী পরিভ্রমণ কালে আমি যমুনা তীরে ভগবান কৃষ্ণের লীলা ভূমিতে উপস্থিত হই। হে মুনিগণ! শুনুন সেখানে আমি এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখলাম। এক

যুবতী স্ত্রী বিষণ্ণ মনে বসেছিল। তার পাশে দুজন অচেতন বৃদ্ধ পুরুষ দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল। ওই স্ত্রী লোকটি কখনও তাদের শুশ্রূষা করে জ্ঞান ফেরাবার চেষ্টা করছিল আবার কখনও তাদের সামনে বসে কাঁদছিল। এই অবস্থায় সে তার শরীরের রক্ষক পরমাত্মাকে দশ দিকে দর্শন করছিল, শত শত নারী তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বাতাস করছিল আর প্রবোধ দিচ্ছিল। দূর থেকে এই ঘটনা দেখে কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে আমি যুবতীর কাছে গেলাম। আমাকে দেখে সে উঠে দাঁড়াল আর অত্যন্ত আকুল হয়ে বলতে লাগল।

যুবতীটি বলল - 'হে মহাত্মন! কৃপা করে ক্ষণকাল অবস্থান করুন এবং আমাকে দুর্ভাবনা থেকে মুক্ত করুন। আপনার দর্শনে মানুষের সব পাপ দূর হয়। আপনার উপদেশ বাক্যে আমার দুঃখেরও শান্তি হবে। বহু ভাগ্যে আপনার দর্শন পাওয়া যায়।' নারদ বললেন, আমি তখন সেই নারীকে জিজ্ঞাসা করলাম 'দেবী! তুমি কে? এই পুরুষ দুজন তোমার কে হয়? আর তোমার চারপাশে এইসব কমলনয়না নারীরা রয়েছেন এরা কারা? তোমার দুঃখের কথা সবিস্তারে আমাকে বল।'

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীগৌর গোপাল ঘোষ

শ্রীশ্রীভগবান কিশোরী মোহনের পত্রাবলী

শ্রীঅমরেন্দ্র চন্দ্র শ্যামের গ্রন্থনায়, 'অখণ্ড মহাপীঠ' দ্বারা প্রকাশিত ভগবান শ্রীশ্রীকিশোরী মোহনের জীবনী গ্রন্থ 'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত'-এর অন্তর্গত ভগবান কিশোরী মোহনের অমূল্য আধ্যাত্মিক উপদেশ সমৃদ্ধ পত্রাবলীর থেকে নিম্নলিখিত পত্রটি উদ্ধৃত করা হল।

(শ্রীমতী নগেন্দ্রবালাকে ১লা ফাল্গুন লিখিত পত্র সংখ্যা ৮-এর পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর ...)

.....ভক্তিমার্গের উপাসক প্রণব জপ করিবেন, অথবা প্রণব সংযুক্ত নামজপ করিবেন। তাঁহার চিন্তন ও ধ্যান পরায়ণ হইবেন এবং সর্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিবেন। ভক্তি-শাস্ত্র ও ভক্তির উপাখ্যান পাঠ ও শ্রবণ করিবেন এবং স্তব-স্তোত্র প্রভৃতিও পাঠ করিবেন। ভক্তের সঙ্গ করিবেন। নাস্তিকের সঙ্গ এবং সর্বত্র কুসঙ্গ বর্জন করিবেন। তিনি ভগবৎ নাম, গুণ, লীলা, মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিবেন। তিনি যেভাবে রুচি হয়, সেইভাবে ঈশ্বরের ভজন করিতে পারেন। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি যে কোন ভাবের সাধন করিতে পারেন। তন্মধ্যে মধুরভাবে সাধনই শ্রেষ্ঠ। নিজে ঈশ্বরের পত্নীভাব যুক্ত হইয়া তাঁহাকে পতিভাবে সাধনই মধুরভাবে সাধন। ব্রজ-গোপিকাগণ দ্বাপরে এই সাধন করিয়াছিলেন। যদি এই সকল ভাবের মধ্যে কোন ভাবই তোমার প্রিয় না হয়, তবে তুমি ঈশ্বরের শিষ্য হইয়া গুরুভাবে তাঁহাকে উপাসনা কর। তিনি ভাগ্যগুরু। ব্রহ্মাদিরও গুরু ও উপদেষ্টা। অতএব গুরুভাবে সাধনও উত্তম। পরে আরাধনা করিতে করিতে ঈশ্বর তোমার সাধন-ব্যাপার চালিত করিবেন। যখন যেভাবে সাধন করার প্রয়োজন হইবে তিনি তাহাই করাইয়া লইবেন।

স্বেদ, অশ্রুপাত, কম্প, লোমহর্ষণ ইত্যাদি ভক্তির বাহ্য লক্ষণ। অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন, 'আমিই ব্রহ্ম' ইত্যাদি চিন্তন দ্বারা জ্ঞানযোগে আরাধনা ইত্যাদি সাধনের নানা পথ আছে। যাহার যে পথে রুচি তিনি সে পথে সাধন করিতে পারেন।

প্রসিদ্ধ সকল পথই সত্য। কিন্তু সকল পথেই প্রত্যহ কিছু সময় ভক্তিযোগে ঈশ্বরারাধনা, তাঁহার স্তব-স্তোত্রাদি পাঠ দ্বারা তাঁহার বন্দনা করা কর্ত্তব্য, নচেৎ সাধন শুষ্ক ও নীরস হইয়া উঠিবে। ভক্তিরসে সিঞ্চিত হইলে সকল পথই সরস, কোমল ও সুগম হইয়া উঠিবে। সকল পথের পথিকগণ এইরূপে ঈশ্বরের কৃপা কিছু কিছু লাভ করিতে পারেন। তিনি সদাই সকলের উপর কৃপা বিস্তার করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন।

অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুকের ন্যায় তাঁহার দ্বারে দীনভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট করুণা ভিক্ষা চাহিতে হয়। মনপ্রাণের সহিত ভিক্ষা চাহিলে সকলেই ভিক্ষা পাইবেন। কেহই তাঁহার দানে বঞ্চিত হইবেন না। এই সময় ঈশ্বর কৃপা

লাভের বিশিষ্ট সময়। অল্পায়াসেই সকলে তাহার কৃপা লাভ করিতে পারেন। তাঁহাকে আর কিছুই দিতে হইবে না। তিনি ভক্তি বিশ্বাসেই তুষ্ট। আর কিছুই চাহেন না। যখন তিনি তোমাকে মানুষরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন, তোমার হৃদয়ে এককণা ভক্তি-বিশ্বাস আরোপিত করিয়াছেন। তিনি যাহা দিয়াছেন তাহা লইয়াই তুমি তাঁহার নিকট অগ্রসর হও। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার প্রসাদে সেই এককণা ভক্তি তরঙ্গরূপে পরিণত হইবে। তাঁহার ভক্ত ক্রমশঃ তাঁহার কৃপা লাভ করিয়া সদা ভক্তিরসে প্লুত থাকিয়া আপনাকে আপনি ভুলিয়া কে কি বলিবে তাহার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া কখনও হাস্যোল্লাস করেন, কখনও ক্রন্দন করেন, কখনও উন্মাদের ন্যায় প্রলাপ বাক্য বলেন ও চীৎকার করেন ইত্যাদি। ভাবের আবেশে কত কি বলেন, কত কি করেন। তাঁহার ভাবের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সাধারণ লোকে তাহার সম্বন্ধে যাহার যাহা ইচ্ছা তিনি তাহাই বলেন। ভক্তদিগের কার্য্যকলাপ লইয়া কখনও কোন কুসমালোচনা করিতে নাই। ভক্তদিগের প্রতি সহায়তা ও অনুকূলতা করিতে হয়। যিনি ভক্তকে সমাদর করেন, তাঁহাকে ভালবাসেন, তিনিও ঈশ্বরের প্রিয় হইয়া উঠেন। ভক্তের বন্দনা ও স্তব স্তুতি করিলে ঈশ্বর নিজ স্তব স্তুতিও নিজ বন্দনা বলিয়া গণ্য করিয়া তাহার উপর তুষ্ট হয়েন। ভক্তের সেবা করিলে তাহার নিজ সেবা বলিয়া গণ্য করেন। ভক্তের মহিমা আর অধিক কি বলিব — ঈশ্বর স্বয়ংই তাহার দাস হইয়া উঠেন। যেন বোধ হয় তিনি ইচ্ছা করেন, আমি এই বিশাল সাম্রাজ্য তাহাকে দিয়া নিজে তাহার দাস হইয়া থাকি। ভক্তির মহিমা এইরূপে সর্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত। ভক্তিমার্গের উপাসকের ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস তীব্র থাকিলে তাঁহার যোগাদি অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকে না বরং তাহা বিরোধী ভগবদ্গীতার অনেক স্থলে অনন্যভাবে ভক্তিযোগে আরাধনার উপদেশ দিয়াছেন। ভক্তিযোগে একমাত্র ঈশ্বরের আশ্রয়ই এবং তাঁহার চিন্তাই অনন্যতা। অতএব তাহার অন্যাশ্রয় কিছু গ্রহণ করিতে যাইলে চিত্তের বিক্ষেপ আসিবে এবং অনন্যতা থাকিবে না।

'সর্বধর্মাণ পরিত্যজ্য' এই শব্দের অর্থ বিস্তৃত। ঐহিক ব্যাপারেই হউক, আর সাধন ব্যাপার সম্বন্ধেই হউক, একমাত্র ঈশ্বরের আশ্রয় ভিন্ন অন্যাশ্রয় গ্রহণ করিবে না। এপথে সর্বদাই ধৈর্য্য ধারণপূর্বক সর্ব ব্যাপারে তাঁহার দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। যহার ধৈর্য্যগুণ নাই, তিনি এ পথে দাঁড়াইতে পারিবেন না। বিশ্বাস, ভক্তি ও ধৈর্য্য লইয়া ভক্তকে চলিতে হইবে। প্রথমাবস্থায় কিছুদিন ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। ঈশ্বরের সৃষ্টি এই বিশাল জগতের রচনা কৌশলাদি সন্দর্শনপূর্বক এতৎ সমস্তকে তাঁহার অনন্ত বিভূতির প্রকাশ জানিয়া তাঁহাতে ভক্তি-বিশ্বাস দৃঢ়রূপে স্থাপন কর।

তুমি যে তোমার দেহমধ্যে চৈতন্যের অনুভূতি করিতেছ, ইহা তাঁহার স্বরূপ চৈতন্য ও তাঁহারই প্রকাশ এবং তুমি যে শক্তির অনুভব করিতেছ তাহাও সেই পূর্ণশক্তির আংশিক প্রকাশ। তোমার মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহ তাঁহারই শক্তির আংশিক স্ফুরণ। তোমার দেহমধ্যে প্রাণ, অপান, উদান, সমান, ব্যান ও তাহাদের সূক্ষ্মরূপে মুখ্য প্রাণ, যদ্দ্বারা এই দেহে চলিতেছ, কথা কহিতেছ, স্মরণ করিতেছ, ন্যায়, অন্যায় বিচার করিতেছ, কোন বস্তু কি এবং ঈশ্বর কিরূপ এবং তুমি কিরূপ অনুসন্ধান করিতেছ, তৎ সমস্তই সেই শক্তির বিকাশ তুমি যে ''আমি আছি'' বলিয়া নির্দেশ করিতেছ, তাহা সেই চৈতন্য ও তাঁহার শক্তির বিকাশ।

ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন 'অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্।। সর্বস্য চাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।'

ঈশ্বর সর্বত্র পরিব্যপ্ত ও তোমার দেহে পরিব্যপ্ত থাকিয়া তোমার হৃদয় পুণ্ডরীকরূপ গুহা মধ্যে স্থিত আছেন। সে স্থান অতি অল্প বলিয়া তাঁহাকে তথায় অল্প ও ক্ষুদ্রাকারে স্থিত বলা হয়। কিন্তু তিনি অল্প ও ক্ষুদ্র নহেন। তাঁহার সৃষ্ট শূন্য মহান বটে, কিন্তু তদপেক্ষাও তিনি মহান। তিনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম বলে। বৃহত্তাৎ ব্রহ্ম গীয়তে। ঐ হৃৎপদ্মই ভক্তিযোগে আরাধনার বিশিষ্টস্থান। বুদ্ধি তথায় স্থিত। উহাই ভক্তি বিকাশের প্রধান স্থান। শ্রুতি বলিয়াছেন - 'অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষং ধ্যায়েৎ চিন্ময়ং হৃদি।' হৃদয়দেশে চিত্তকে স্থিত করিলে চৈতন্যের অনুভব হইবে। সেই চৈতন্যে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া ধ্যান করিবে। যদি চৈতন্যকে ঐরূপভাবে ধ্যান করিতে না পার, তবে গুরুর মূর্ত্তি অথবা অন্য সাকার মূর্ত্তি লইয়া ঐ মূর্ত্তিকে চেতন ও আনন্দময়ভাবে ধ্যান করিবে। গুরুমূর্ত্তি বা ঈশ্বরের সাকার প্রসিদ্ধ মূর্ত্তির মধ্যে কোনও মূর্ত্তি লইয়া ধ্যান ও ভক্তিযোগে আরাধনা করিতে পার। তিনিই তোমার আত্মা এইভাবে ধ্যানই উৎকৃষ্ট। তাহা না পারিলে ভেদভাবে সাধন করিবে। ভক্তি দুই প্রকারের গৌণীভক্তি দ্বারা প্রথমাবস্থায় ভেদভাবে ভজন হয়। ইহাকে পরাভক্তি বলে।

পরাভক্তি বলে ঈশ্বরের সর্ব ব্যাপকত্ব ও সচ্চিদানন্দরূপের অনুভূতি হয়। তখন তাঁহাকে তত্ত্বতঃ জানিয়া উপাসক মুক্ত হয়েন। উহাকেই কৈবল্যমুক্তি বলে। দেহ থাকিতে তাহার আত্মানুভব হইয়া দেহান্তে স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ সর্বোপাধি বর্জিত হইয়া নির্বাণ ও কৈবল্যরূপ পরমশান্তি ও পরমানন্দ চিরকালের জন্য ভোগ করেন। তাহাই পূর্ণব্রহ্মরূপে স্থিতি। মৃত্যুকালেই তিনি ব্রহ্মে প্রবীণ হইয়া ব্রহ্মরূপ ধারণ করেন। তাঁহার কোন লোকে গমন হয় না যাহাদিগের মৃত্যুর পূর্বে স্বরূপ দর্শনে অবিদ্যার নাশ হয় না, সূক্ষ্ম দেহের উপর অভিমান থাকে, তাহাদিগকে অতিবাহিক দেবতাগণ আর্চ্চিরাদি-মার্গ দিয়া গোলক, বৈকুণ্ঠাদি ব্রহ্মলোকে সাধন পূর্ণ করিবার জন্য লইয়া যান। উহাকে দেবযান ক্রম মুক্তিপথ বলে। তোমার সময় আছে। একান্তমনে ঈশ্বরের ভজন কর তাহা হইলে তাঁহার কৃপাবলে তোমার কৈবল্য বা নির্বাণরূপ পূর্ণ পরামুক্তি লাভ হইবে।

ইতি—

শ্রীকিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(*'বৃহৎ কিশোরী ভাগবত' গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত*)

শ্রীশ্রীমায়ের আধ্যাত্মিক কথা

(১)

শ্রীশ্রীমা: ''তপস্যা করতে গেলে, সত্যকে জানতে গেলে, লোকালয় বর্জিত স্থানে চলে যেতে হয়। কারো সাথে দেখা করা চলবে না। সম্পূর্ণভাবে এক ধ্যানে, এক লক্ষ্যে বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে হয়। হাজার হাজার বছর ধরে মুনি-ঋষিরা হিমালয়ের দুর্গম গুহাকক্ষে বসে ধ্যান করে যাচ্ছেন কোন না কোন আধ্যাত্মিক অবস্থায় উপনীত হবার জন্যে — তাই নয় কি? সুতরাং ধ্যানের ক্ষেত্রে লক্ষ্যটাই হচ্ছে আসল। কোন না কোন উপায় অবলম্বন করে meditation করলে spark light অনেকেরই দর্শন হয়। কিন্তু এগুলি প্রকৃত দর্শন নয়। যোগের ক্ষেত্রে 'দর্শন' বিষয়টি সম্পূর্ণ অন্যরকম হয়। যোগমার্গে মুদ্রা সাধনের সাহায্যে দর্শন, স্পর্শনাদি অনুভূতি সাধক প্রত্যক্ষ করতে পারে। তবে দীক্ষাটি চিন্ময় বীজ সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। সদ্‌গুরুর আশ্রিত না হলে আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশাধিকার হয় না। সদ্‌গুরুকরণে বহু টাকা বা ধন-সম্পত্তি লাগে না; চাই বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং সাধক-অন্তরের শুভ ইচ্ছা। সদ্‌গুরুর কাছে অঙ্গপ্রায়শ্চিত্তের জন্যে লাগে একটি হরিতকি বা শুদ্ধফল এবং পাঁচটি টাকা মাত্র। যোগসাধনার দ্বারা তোমার দেহটাকে মন্দির তৈরী করো। দেখো, তোমার অনুভূতিতে এই যে spark দেখা আর হঠাৎ চিন্তা শূন্য হয়ে যাওয়া — এই রকম তোমার হয় না কি?''

শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপবিষ্ট ছেলেটি জানালো যে তার এইরকমই হয়। তখন শ্রীশ্রীমা বললেন — ''তুমি কি জানো এই অবস্থাটা কি করে আসে? তুমি spark-এর কথা বলার সাথে সাথে তোমার পরবর্তী অনুভূতিটা আমি কেমন করে জানতে পারলাম! — তোমার মধ্যে একটা চিন্তার তরঙ্গ, অক্ষর, ভাষার আকারে আসছে। ধরো, তোমাকে যিনি দীক্ষা দিয়েছেন, তাঁর গুরুর সাথে সংযোগ ছিল। তিনি একটা তরঙ্গ যখন তোমার প্রতি নিক্ষেপ করলেন, সেই তরঙ্গটা spark আকারে আসে। তোমার ধ্যানের সময় সেই spark-টা যখন দর্শন হয় তখন সেটি তোমার চিন্তার তরঙ্গটাকে erase করে দেয়। কোন Evil power-ও এই কাজটা করতে পারে। আমার জীবনেও এইরকম অনেকবার হয়েছে। হঠাৎ শূন্য করে দিচ্ছে - মানে, যেই চিন্তাটা করছি সেই ধ্যানটাতে সেই চিন্তনকে মুছে দিচ্ছে। কোন কিছু ভাল জিনিস লেখা হচ্ছে, সে সময় হঠাৎ মন থেকে সে বিষয়টা মুছে গেল! তখন সূক্ষ্মদৃষ্টি ব্যবহার করে দেখি যে দূরে evil-ছায়া দাঁড়িয়ে আছে বা কোন দুষ্টু প্রেতাত্মা দাঁড়িয়ে আছে - disturb করছে। একে আমরা সাধনায় বিঘ্ন বা astral disturbance বলি। মনের শুদ্ধ তরঙ্গকে শূন্য করে দেওয়া। আসলে চিন্তা-তরঙ্গ শূন্য হয় না। Meditation-এ বা অন্তর্মুখীন সাধন সময়ে লাগাতার প্রণবের ধ্বনি শ্রুত হতে থাকে সাধকের। এটা জানো কি না জানি না! প্রণবের ধ্বনি জান? লাগাতার প্রণবের ধ্বনি - ওম্-ওম্-ওম্-ওম্-ওম্—সেই অনাহত ধ্বনি, অন্তর আকাশের শব্দকে ধ্যান মনন করতে হয়। প্রত্যেক সিদ্ধ-মহাত্মারা বলেছেন শব্দ (নাদ) এবং সুরত বা আলো (জ্যোতি), এতে মন নিবিষ্ট হওয়া চাই। এটিই হচ্ছে সঠিক meditation। সদ্‌গুরু কৃপায় সেই অবস্থায় উপনীত হতে হবে প্রত্যেক সাধককে। আগেই 'meditation করব' বললে হয় না। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি। ধ্যানে সাধক-মন আপনিই উপনীত হবে, করতে হবে না। *...ক্রমশঃ*

কুরুক্ষেত্র দেখে এলাম

(৪)

দুঃখভঞ্জনেশ্বর মহাদেব মন্দিরের পর গেলাম ব্রহ্মসরোবরে। এটি বহু প্রাচীন সরোবর। পূর্বে এর আয়তন বিশাল ছিল, পরে কুরুক্ষেত্র বিকাশ বোর্ড নিগম এই সরোবরের আয়তন এক তৃতীয়াংশ ছোট করে নতুন করে অত্যাধুনিক ভাবে সরোবরটিকে তৈরী করেন। এখন এই সরোবরটি দৈর্ঘ্যে ১৫ ফিট, গভীর ৩৬০০ ফিট, প্রস্থে ১২০০ ফিট। পুরাণে আছে ব্রহ্মা পাঁচটি নদীর জল দিয়ে এই সরোবর সৃষ্টি করেন। সরোবরের চারদিকে যাত্রীদের দোতলা বিশ্রামাগার আছে। পাকা ঘাট, চারদিক লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা, মহিলাদের স্নানের জন্য পৃথক ঘাট আছে।

ব্রহ্মসরোবর

ব্রহ্ম-সরোবরের মাঝখানে জলের উপর বাবা শ্রবণনাথ সর্বেশ্বর-মহাদেবের একটি মন্দির তৈরী করেন। জলের মধ্যে অবস্থিত মন্দিরে যাবার জন্য কুণ্ডের পাড় থেকে মন্দির পর্যন্ত ব্রীজ তৈরী করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই মন্দিরটি তৈরী হয়। সূর্যগ্রহণের দিন এখানে বড় মেলা ও উৎসব হয়। লক্ষ-লক্ষ পুণ্যার্থীরা গ্রহণের দিন এখানে স্নান করেন। শুনলাম ভাক্ড়া-নাঙ্গাল ড্যামের জল ভারবড়া খাল বেয়ে এই সরোবরে ঢালা হয়।

কথিত আছে যুদ্ধের শেষ দিন দুর্যোধন প্রাণ বাঁচাতে এই সরোবরে লুকিয়ে ছিলেন। আবার কেউ কেউ বলেন, দুর্যোধন পরাশর সরোবরে লুকিয়ে ছিলেন, যা মনসর থেকে ২০ কি.মি. দূরে। 'জয়রাম বিদ্যাপীঠ' ব্রহ্ম-সরোবরের সামনে; গীতা-ভবন ও গৌড়ীয় মঠের মাঝখানে। খুব সুন্দর বিশাল মন্দির। এটি নির্মাণ করেন শ্রীদেবেন্দ্র স্বরূপ ব্রহ্মচারী। এখানে সংস্কৃত বিদ্যালয় আছে। মন্দিরে বেদের স্থাপনা করা হয়েছে। মন্দিরে মার্বেল পাথরের শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার মূর্তি আছে, যজ্ঞকুণ্ড আছে, বিশাল হল ঘরে প্রতিদিন ভজন-কীর্তন হয়। মন্দিরের ঢোকার ডান ও বামদিকে ভীষ্মের শরশয্যা ও শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব মূর্তি আছে।

কুরুক্ষেত্র সরোবরের মাঝখানে অবস্থিত পুরুষোত্তম গুহা অতি প্রাচীন স্থান। এখানে একটি কুঁয়ো আছে অতি পবিত্র। নাম 'চন্দ্রকূপ' পাশেই একটা প্রাচীন মন্দির আছে। কথিত আছে যুধিষ্ঠির যুদ্ধ শেষে এখানে একটি বিজয়স্তম্ভ তৈরী করেন, যা সময়ের গর্ভে লীন হয়ে যায়।

ব্রহ্মসরোবরের সামনে 'গোরক্ষনাথের মন্দির'। নাথ সম্প্রদায়ের ইষ্টগুরু গোরক্ষনাথজীর বিশাল মূর্তি আছে। এখানে যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা আছে। সূর্যগ্রহণের দিন হাজার হাজার সাধু-সন্তরা এখানে আসেন, অখণ্ড ভাণ্ডারা চলে।

কুরুক্ষেত্র সরোবরের কাছে পেহবা রোডে অবস্থিত বিড়লামন্দির। ১৯৫২ সালে যুগল কিশোর বিড়লা এই মন্দির তৈরী করেন। মন্দিরে একটি সুন্দর মূর্তিতে দেখাযায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে গীতার উপদেশ দিচ্ছেন। মন্দিরে সাধু-সন্তদের ছবি এবং তাঁদের অমৃতবাণী মার্বেল পাথরে খোদাই করা আছে। মন্দিরের চারদিকে সুন্দর ফুলের বাগান। মন্দিরের উত্তর দিকে সাদা মার্বেল পাথরের তৈরী চার ঘোড়ায় টানা বিশাল রথ। যার চারপাশে গীতার প্রধান প্রধান শ্লোক আর মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের মূর্তি রয়েছে।

ব্রহ্ম-সরোবরের কাছে 'আপগা তীর্থ' সরোবর রূপে অবস্থান করছে। বহুপূর্বে আপগা নদী এই স্থান দিয়ে প্রবাহিত হোত। কালক্রমে এই নদী বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জলাশয়ের সৃষ্টি করে। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ-চতুর্দশীর দিন এই সরোবরে যাত্রীরা আসেন তাদের পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও শ্রাদ্ধ করতে এবং তাঁদের মুক্তি কামনায়।

গীতা-ভবন থেকে ১০০ গজ পশ্চিমে 'বাবা শ্রবণনাথের হাভেলি'। পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ আর হনুমানজীর সুন্দর মূর্তি আছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, দুর্গা আর শ্রবণনাথের মূর্তি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এই হাভেলি শ্রীপঞ্চায়েতী মহানির্বাণী আখড়া দেখভাল করে, এখানে সাধুদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে।

কুরুক্ষেত্রের মোটামুটি প্রধান তীর্থ, সরোবর, মন্দিরগুলি দেখে আমি বাসে করে চণ্ডীগড় চলে আসি।

শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার জন্মস্থান দর্শন করতে পাঞ্জাবে না গেলে হয়তো আমার কুরুক্ষেত্র এবং চণ্ডীগড় আসা হোত না। শ্রীবাবাজী মহারাজের কৃপায় এই ঐতিহাসিক মহাতীর্থ কুরুক্ষেত্র এবং চণ্ডীগড়ের ভাক্‌ড়া-নাঙ্গাল দেখা হলো। আমার কর্মজীবনের প্রথম দিকে বিজ্ঞাপন দেখে ভাক্‌ড়া-নাঙ্গালে দরখাস্ত দিই, কিন্তু বহুদূর বলে আমি চাকরিটা নিইনি। চণ্ডীগড়ে দুই-তিনবার গেলেও আমার মনে যৌবনের সুপ্ত ইচ্ছা ভাক্‌ড়া নাঙ্গাল দেখা হয়নি। শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজ সেই ইচ্ছাটাও পূর্ণ করে দিলেন। ভাক্‌ড়া-নাঙ্গাল আমাকে মুগ্ধ করে। এতো সুন্দর মায়াবী পাহাড় ঘেরা শান্ত ধ্যানমগ্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভারতে খুব কমই আছে। চারদিক নাতিদীর্ঘ পাহাড় ঘিরে রেখেছে। বহু নীচে ভাকড়া ড্যাম। পিছনে বিশাল গোবিন্দ সরোবর, বিপাশা শতদ্রু নদের জলেতে টইটুম্বুর। শান্ত কোলাহলহীন যেন স্বর্গীয় রাজ্য। ভাক্‌ড়া-নাঙ্গাল আমাকে প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, আত্মার আনন্দ দিল। একে আমি কোনদিনই ভুলতে পারব না। চণ্ডীগড়ে দুই দিন থেকে আমার শ্রীগুরুমা, শ্রীশ্রীশোভা মার প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর মহান নানা ক্রিয়াকাণ্ডের স্মৃতি বিজড়িত বেনারসের সন্ত আশ্রমে ৪ দিন ব্রহ্মচারিণী বোনদের আদর আপ্যায়নে অভিষিক্ত হয়ে কলকাতায় ফিরে আসি।

আমার এই ৮০ বছর বয়সে, গত বছর বুকে বাইপাস হার্ট সার্জারির পর কলকাতা থেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্ত পাঞ্জাবে একা ঘুরে আসতে পেরেছি তা একমাত্র পরমদাদা গুরুজী শ্রীশ্রীরামদাস কাঠিয়াবাবার কৃপায় সম্ভব হয়েছে। প্রতিমুহূর্তে তাঁর কৃপা উপলব্ধি করেছি। প্রতিটি সময় তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন। তাইতো এতো সুন্দর ভাবে এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করতে পেরেছি।

জয় পরম দাদাগুরুজী শ্রীরামদাসকাঠিয়াবাবা কি জয়।
জয় দাদা গুরুজী শ্রীসন্তোদাস মহারাজ কি জয়।
জয় শ্রীশ্রীগুরুমাতা শ্রীশোভা মাতা কি জয়।

—ওম্ তৎ সৎ—

—মাতৃচরণাশ্রিত শ্রীবিজন কুমার সেনগুপ্ত

— সমাপ্ত —

কৃষ্ণ কথা

চন্দ্রকান্তা নদী-মাহাত্ম্য কথা

শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

বিশ্বজয়কালে একবার শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্ন নানাদেশ জয় করিয়া যখন হিরণ্ময় খণ্ডে ত্রিশৃঙ্গ নামক রাজ্যে উপনীত হন তখন সেখানে আসিয়া দেখিলেন যে তথাকার লোক শৃঙ্গধারী। ত্রিশৃঙ্গগিরির পার্শ্বে দিব্য স্বর্ণচর্চ্চিকা নগরী বিরাজিত! স্বর্ণ সৌধময়ী, রত্ন প্রাকার শোভিতা, স্বর্ণবর্ণ পুরুষ ও সৌদামিনী-বর্ণা নারীগণে পরিবেষ্টিতা ঐ নগরী নাগ ও নাগকন্যাবৃত ভোগবতীর ন্যায় শোভিতা। চন্দ্রকান্তা নদীতীরে মঙ্গলালয় ইন্দ্রের অমরাবতীর তুল্য শোভিতা ঐ পুরীতে প্রদ্যুম্ন উপনীত হইলেন। সেস্থানের রাজা ছিলেন মহাবল মহাবীর 'দেবসখ'। দেবসখ দেবর্ষি নারদের নিকট প্রদ্যুম্নের সৌর্য্য-বীর্য্যের ও মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া স্বর্ণময়-কর গ্রহণ পূর্বক আসিয়া পরম ভক্তিভরে প্রদ্যুম্নের পূজা করিলেন। তখন মহাবাহু প্রদ্যুম্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"তোমাদের সকলের চন্দ্রতুল্য শোভা হইল কেন? তাহা সত্বর আমায় বল।" দেবসখ বলিলেন —"পিতৃপতি অর্য্যমা কূর্ম্মরূপী রমাপতির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়াছিলেন, সেই পবিত্র জলে মহানদী উৎপন্ন হয়। হে যদুবর! এই নদী শ্বেতপর্বতের শৃঙ্গ হইতে অবতীর্ণা হইয়াছে। একদা গুরু বশিষ্ঠ কর্তৃক গোরক্ষায় নিযুক্ত 'পৃষধ্র' নামক মনুপুত্র সিংহ মনে করিয়া রাত্রিতে গুরুর কপিলা গোকে হত্যা করিয়া ফেলেন। তখন বশিষ্ঠশাপে শিষ্য শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয় এবং কুষ্ঠরোগে পীড়িত হইয়া তীর্থসেবার্থ পর্যটন করিতে থাকেন। তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে পৃষধ্র দৈবাৎ এই তীর্থে আসিয়া পড়িলেন। তখন গলৎকুষ্ঠী মনুতনয় পৃষধ্র আসিয়া এই নদীতে স্নান করিলে পর তখন তিনি রোগমুক্ত হইয়া চন্দ্রতুল্য শোভাসম্পন্ন হইয়া যান। তদবধি হিরণ্ময় খণ্ডে এই নদী 'চন্দ্রকান্তা' নামে প্রসিদ্ধ হইল। গলৎকুষ্ঠী মনুনন্দন চন্দ্রকান্তায় স্নাত হইয়া রোগমুক্ত হইয়াছিলেন, অতএব আমরাও সকলে স্নান করিয়া ভূতলে চন্দ্রতুল্য হইয়া গিয়াছি, ইহাতে কোন সংশয় নাই।" এই উপাখ্যান শুনিয়া মহাবাহু প্রদ্যুম্ন যাদবগণসহ চন্দ্রকান্তা নদীতে স্নান ও অনেক দান করিলেন।

(গর্গসংহিতার বিশ্বজিৎখণ্ড হইতে সংগৃহীত)

গুরুগীতা

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ যৌগিক ও সাধারণ অর্থ সম্বলিত)

যোগীরাজ শ্রীহরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৮)

নিতং শুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্।
নিত্যবোধং চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।৫৯

নিত্যং, শুদ্ধং, নিরাভাসং, নিরাকারং, নিরঞ্জনং, নিত্যবোধং, চিদানন্দং, গুরুং ব্রহ্ম অহং নমামি।।৫৯

তিনি নিত্য অর্থাৎ তাঁহাতে গিয়া সকল বস্তুর লয় হয় বলিয়া তাহারা অনিত্য, পরন্তু তাঁহার কোথাও গতি নাই এবং তিনিই চলায়মান জগতের শেষ সীমা বলিয়া তিনি নিত্য। মলযুক্ত থাকিলেই অশুদ্ধ হয়, পরন্তু তাঁহাতে জগতের মল স্পর্শ করিতে পারে না বলিয়া তিনি শুদ্ধ। জড়বস্তুরই আভাস বাহ্যভাবে প্রকটিত হয়, (যেমত বৃক্ষ এবং তদীয় আভাস স্বরূপ বৃক্ষের ছায়া); সেই ভাবে জড়বস্তুর ছায়াস্বরূপ ভাব বা আভাস জীবের মন গ্রহণ করিতে পারে পরন্তু শূন্য সর্বভাববর্জিত বলিয়া ব্রহ্মরূপের আভাস নাই, সুতরাং মন তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, সে কারণ তিনি নিরাভাস বলিয়া কথিত হন। আকারযুক্ত বস্তুই মন গ্রহণ করিতে পারে (কারণ তাহার আভাস মন গ্রহণ করে), পরন্তু তিনি নিরাকার বলিয়া মন তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং বাক্যের দ্বারা তাঁহার নামকরণ হয় না, সে কারণ মন তাঁহাকে অবস্তুর বস্তু বলিয়া কল্পনায় স্থির করিয়া লয়, এবং তাঁহাকে নিরাকার বলে। এই জগতই কলঙ্কযুক্ত, পরন্তু কলঙ্কশূন্য বলিয়া তিনি নিরঞ্জন। তাঁহার নিকট আসিলেই জীবের নিত্যত্ব সম্বন্ধে অবগতি হয়, নতুবা জগৎ সম্পর্কে নিত্যত্ব বোধ নাই; জীব জড় সম্পর্কে দেখিতেছিল যে সবই অনিত্য, পরন্তু ব্রহ্ম সম্পর্কে আসিয়া সে দেখিল যে তিনি নিত্য, সুতরাং তিনি নিত্য-বোধরূপী। জীব জগৎ সম্পর্কে অজ্ঞান বশতঃ জাগতিক সুখকেই নিত্য সুখ বলিয়া ভাবিত, পরন্তু সুখের অবসান দুঃখে গিয়া হইতেছে, ইহা সে প্রত্যক্ষভাবে বুঝিল, এক্ষণে ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া সে বুঝিতেছে যে, জগতের ক্ষণিক স্থিতি বলিয়া উহার সুখও ক্ষণিকের জন্য হইয়া থাকে। চিৎ বা জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের সংস্পর্শে আসিয়া জীবের অজ্ঞান ঘুচিল, এবং চিৎসঙ্গে নিত্যানন্দের উপলব্ধি হইল। এমত লক্ষণবিশিষ্ট গুরুকে নমস্কার।৫৯ *...ক্রমশঃ*

(কলিকাতা—আদিনাথ-আশ্রম হইতে প্রকাশিত ও সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

ভ্রমণ

শ্রীশ্রীমায়ের প্রথম বদ্রীনাথধাম ভ্রমণ কথা

(৮)

পরদিন সকালবেলায় শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর শৃঙ্গারের সময় মহাস্নানের জলের প্রয়োজনের জন্য রাওয়ালজীকে বলা ছিল, তিনি যেন তার ব্যবস্থা করে রাখেন, আমাদের তীর্থযাত্রায় সেই ধামে তিন রাত্রি বাস করার কথা ছিল এবং সেই সময় সেখানের অন্যান্য দর্শনীয় তীর্থস্থানগুলি দেখে আসার পরিকল্পনাও ছিল কিন্তু, রাত্রে যখন ঘরে ঢুকে জামা-কাপড় বদলে বিছানা, বালিশ ঠিক করছিলাম তখন, গুরুভাই প্রবোধানন্দজী এসে জানান যে, শ্রীশ্রীমা আগামীকাল সকালবেলায় বদ্রীনাথধাম থেকে যাত্রা করবেন। সুতরাং আমাদের হয়ে যায় হিমালয়ে মাত্র একরাত্তির বাস, যা সেইদিনের সকল ধর্মকর্ম অতিক্রান্ত করে মহাতীর্থে অবস্থানের শেষ রজনী। মূহুর্তেই সকল পরিকল্পনায় হতাশার ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রবোধানন্দজীরও মনটা হয়েছিল খারাপ, তিনি আরও জানান যে, ভোরবেলায় স্নান ও সাধনা করে মন্দিরে গিয়ে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীকে দর্শন করে আসতে বলেছেন শ্রীশ্রীমা।

রাত্রিও যত গভীর হতে থাকে হিমালয়ের তুষার মিশ্রিত ঠাণ্ডার প্রকোপও ততই তীব্র হয়ে ওঠে কি করি! ভোরবেলায় উঠতে হবে, তাই মাতৃ আদেশ পালনের ব্রত নিয়ে প্রবোধানন্দজীকে সান্ত্বনা দিয়ে 'জয় বদরী বিশালজীর জয়' বলে বিশ্রামের উদ্দেশ্যে বিছানায় শুয়ে পড়ি। ভোরবেলায় স্নান সেরে, দুজনে ক্রিয়া সাধনা করে হোটেলের বাইরে আসতেই হিমালয়ের প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যের মনোমুগ্ধকর ছোঁয়া, গতরাত্রের হতাশার প্রভাবের বেশ কিছু অংশ ধুয়ে মুছে দেয়। নর-নারায়ণ পর্বতের পিছনে দণ্ডায়মান উচ্চশিখর সম্পন্ন নীলকণ্ঠ পর্বতগিরির তুষারধবল দৃশ্য ছিল তখন অতীব সুন্দর। বেশকিছুক্ষণ পথে দাঁড়িয়ে তার প্রতি পুলকিত নয়নে চেয়ে বিশাল আনন্দ উপভোগ করে পদযাত্রা করি আমরা মন্দিরের দিকে। সেখানের মূল দরজার ভিতর প্রবেশ করে, যেখান থেকে দুটি সিঁড়ি ওঠা-নামার জন্য রয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে সোজা শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীর দর্শন পাই। তখন মঙ্গলারতির শেষ পর্ব চলছিল বলেই ভিতর দিকের আরতি দেখার স্থানটি ভক্তসমাগমে ছিল পরিপূর্ণ। আরতির ঘন্টা, মন্ত্রপাঠ, জয়ধ্বনি ও বিভিন্ন সুগন্ধি ধূপের সুবাস মন্দিরকে করে রেখেছিল সত্য সত্যই যেন দেবভূমির দেবালয়। সেই দরজার সামনে রাখা ছিল ঘিয়ের প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ও ভক্তবৃন্দের জন্য পূজার প্রসাদ ছিল একটি পিতলের বড় থালার মধ্যে, হাত বাড়িয়ে তা অনায়াসেই পেয়ে যাই আমরা দুজনে। বিগ্রহের দিকে হাতজোড় করে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীকে জানাতে থাকি যে, ''ভগবান আজকেই তোমার এই প্রাচীনধাম ছেড়ে চলে যেতে হবে, তাই তোমার শ্রীচরণে আমার বিনীত প্রার্থনা যেন সদা সর্বদা তোমা হতে কৃপা ও আশীর্বাদ প্রাপ্ত হই এবং আজ যাত্রার আগে তোমা হতে বিদায় চাইছি, তুমি যেন করুণাবশতঃ আমাদেরকে বিদায়ের অনুমতি দাও।'' মনটা খারাপ হয়ে যায়, হাত দুটি কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম জানাতে গেলে কুটস্থে জ্যোতি-দর্শন হয়। তখন আশীর্বাদপুত হয়ে প্রভু শ্রীহরিকে মনে মনে জানাই, 'আমার যাবার সময় হল দাও বিদায়'। এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে মন্দিরের চারিদিক পরিদর্শন করে, বাইরে এসে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার ব্রীজের উপর থেকে, পর্বত হতে আগত গঙ্গার রূপ এবং স্বর্গের বার্তা বহন করে প্রচারের উদ্দেশ্যে মর্ত্যে অবতরণের গতিবিধি লক্ষ্য করছিলাম। সেখান হতে মন্দির সহ কয়েকটি ছবি নিয়েছিলাম মোবাইল ফোনের মাধ্যমে। তখন বাইরে কোন দোকান-পাট খোলা ছিল না, কেবল পথে ছিল ভক্তবৃন্দের আনাগোনা। ভোরবেলায় ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করার পর ফিরে এসে হোটেলের পাশে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দেখি, সেই দিনের প্রত্যুষে ওঠা সূর্যদেবের রক্তিম আভা নীলকণ্ঠ পর্বত শিখরের উপর পড়ায়, তার সৌন্দর্য্যের রূপ ভোরের তুলনায় ছিল যেন ভিন্ন কিন্তু, তার নতুনত্বের বৈচিত্র্য ছিল বড়ই অপূর্ব। সেখানের অপূর্ব দৃশ্যের ছবি নিতেও ভুল হয়নি। মন্দির যাত্রার সঙ্গী প্রবোধানন্দজী পাহাড়ের সুন্দর দৃশ্যের দিকে চেয়ে আত্মহারা হয়ে পড়েন এবং আমাকে বলতে থাকেন, ''বা! কি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।'' সেই নীলকণ্ঠ পর্বতের পাদদেশে নর-নারায়ণ পর্বতেরও প্রাকৃতিক অপরূপতা কম ছিল না।

আমাদের দেবতা ভগবান শ্রীবিষ্ণু হচ্ছেন স্থিতি ও পালন শক্তির প্রতীক। তিনি জগতের মানব কল্যাণার্থে নর ও নারায়ণ ঋষি রূপে সেখানে (বদ্রীনাথধামে) তপস্যারত ছিলেন। এই জগতের ভার হরণ করার উদ্দেশ্যে ভগবান শ্রীবিষ্ণু (নর ও নারায়ণ) দুই দেহ ধারণ পূর্বক অবতীর্ণ হয়েছিলেন সংসারে। সেই কার্য্যভার শেষ হলে আবার তাঁরা দুজনে ফিরে গিয়ে তপস্যারত হন বদরিকাশ্রমে। এ বিষয়ে মহাভারতের একটি কাহিনী আছে যা হল - একদা লোমশ ঋষি ইন্দ্রলোকে গিয়ে দেখেন অর্জুন ও ইন্দ্র বসে আছেন একই আসনে। ঋষি বিস্মিত হয়ে অর্জুনের পরিচয় জানতে চান দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট। তিনি লোমশ ঋষির প্রতি ততোধিক বিস্মিত হয়ে বলেন, তাঁর মতন একজন তপস্বী ও পুরাণবিদ্ অর্জুনকে চেনেন না! তখন দেবরাজ ইন্দ্র ঋষিকে জানান যে, 'প্রাচীন ঋষিদ্বয় নর ও নারায়ণ জগতের ভার হরণের জন্য কুরুকুলে নর ঋষি অর্জুনরূপে এবং যদুকুলে নারায়ণ ঋষি শ্রীকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। দিব্য অস্ত্র সংগ্রহের জন্য সম্প্রতি স্বর্গে এসেছেন অর্জুন।' যার ফলে আমরা জানতে পারি যে, হিমালয়ের প্রাচীন দেবভূমি বদরিক্ষেত্রের অধিষ্ঠিত দেবতা হচ্ছেন নর ও নারায়ণ ঋষিরূপী স্বয়ং শ্রীবিষ্ণু। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী জানা যায় সেই বিষ্ণুক্ষেত্রে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বারো বছর কঠোর তপস্যা করেছিলেন এবং তিনি যখন লীলা সংবরণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন এমন সময় উদ্ধবকে তপস্যার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেই বদরিকাশ্রমেই। বদ্রীনাথধাম কেদারনাথধামের তুলনায় প্রায় দুই হাজার ফুট নীচে বলে গৃহী ভক্তবৃন্দের কাছে কেদারনাথের চেয়ে বদ্রীনাথের জনপ্রিয়তা অনেক বেশী। বদ্রীনাথধাম হৃষীকেশ হতে প্রায় ২৯৭ কি.মি. পথ আর হৃষীকেশ হরিদ্বার হতে প্রায় ২৪ কি.মি.। এছাড়া তিব্বতে যাবার সেখান হতে গুরুত্বপূর্ণ দুটি পথ আছে। একটি যোশীমঠ হয়ে নিতির পথে আর অপরটি বদ্রীনাথধাম পেরিয়ে মানার পথে, মানাপাস অতিক্রম করে তিব্বতে তীর্থপুরী এবং ভস্মাসুর হয়ে কৈলাস ও মানস সরোবর প্রভৃতি তীর্থ পথের

সংবাদ আমরা পাহাড়ের মানচিত্র থেকে পেয়ে থাকি। তারপর আরও আছে মানাগ্রাম দিয়ে প্রথমে ব্যাসদেবের গুহা, পরে পথে পড়বে অতি প্রাচীন ও বিখ্যাত তীর্থস্থান 'বসুধারা', অলকাপুরী, চক্রতীর্থ হয়ে শতোপন্থ হ্রদ ও স্বর্গারোহণ পর্বত হয়ে উত্তর দিকে মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা। যে পথে একদিন গমন করেছিলেন বহু সাধু-সন্ন্যাসী, মহাত্মা, ঋষি ও মহাভারতের রাজপুত্রবধু দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চ পাণ্ডবগণ, যাঁদের পথের সাথী ছিলেন ছদ্মবেশে কুকুররূপী ধর্মরাজ দেবতা। বদ্রীনাথজীর চরণছোঁয়া স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দার সৃষ্টি হয়েছে বদ্রীনাথধামের উত্তর পশ্চিমে খাঁদু হিমবাহ ও 'বসুধারা' জলপ্রপাত হতে। এই হিমবাহ শতোপন্থ শৃঙ্গের অপর পাশে অর্থাৎ পূর্বদিকে অবস্থিত। এ-সবই স্বর্গরাজ্য হিমালয়ের মানচিত্রের কাহিনী, শ্রীশ্রীমায়ের শারীরিক অবস্থা এবং আশ্রমের কিছু প্রয়োজনীয় কাজের জন্য শ্রীবিষ্ণু তীর্থধাম থেকে কলকাতায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন আমাদের ভগবতীরূপী গুরুমাতাজী। সুতরাং দেবভূমির কিছু প্রাচীন তীর্থস্থানগুলি ঘুরে দেখার আমাদের সময় হয়নি।

...ক্রমশঃ

—মাতৃচরণাশ্রিত স্বামী সংবেদানন্দজী

রাজস্থানের সুপ্রসিদ্ধা শ্রীশ্রীসতীমায়ের লীলামৃত

(৯)

বাপজীর রুদ্ররূপ— বাপজী সাধারণতঃ ভক্তদের দোষ মুক্ত করিবার জন্য কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিতেন। তাহা আবার মুহূর্তমধ্যেই প্রশমিত হইয়া যাইত। তবে কখনো কখনো অগ্নিমূর্তিও ধারণ করিতেন। তাহার দুই একটি নিদর্শন এখানে দেওয়া হইল।

বাপজী তাঁহার প্রিয় ভক্ত শ্রীনাথজী মহারাজকে কথা দিয়াছিলেন যে, তাহার একমাত্র আত্মীয়, দিদিমার মৃত্যু হইলে তিনি শ্মশানে যাইয়া রাত্রি জাগরণ করিবেন, যাহাতে তাহার দিদিমার সদ্‌গতি হয়। সেই কথা মত বাপজী গৌরী বাইসাকে লইয়া পদব্রজে সুদূর সেই গ্রামে গিয়া পৌঁছাইলেন এবং যথারিতী শ্মশানে গিয়া বসিলেন। সেই সময় কয়েকজন সম্বন্ধী আসিয়া বাপজীকে তথায় বসিতে নিষেধ করিয়া বলিল, ''এখনই একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া এখানে ভূত জাগাইবেন;'' কিন্তু বাপজী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় সংকল্পে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। তারপর অধিকরাত্রে একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া তাঁহাদের বলিলেন, ''এখন ভূত জাগানো হবে, ভয় পাবেন, শীঘ্র উঠে যান'' কিন্তু বাপজী পূর্ববৎ বসিয়াই রহিলেন। তখন ব্রাহ্মণ তাঁহাদের নিকটে বসিয়া বিড়ি ফুঁকিতে লাগিলেন। গৌরী বাইসা তাহা দেখিয়া বলিলেন, ''বাপজীর নিকটে ধূমপান না করিয়া দূরে বসিয়া করুন।'' তখনো সে কোনো কথায় কর্ণপাত না করিয়া পূর্ববৎ বিড়ি টানিতে লাগিল। বাপজী তখন তাহার দিকে ফিরিয়া এমনভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন যে, সে ভয়ে থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল এবং বার বার বাপজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে লাগিল। ইহার কিছুই গৌরী বাইসা দেখিতে পাইলেন না। প্রাতঃকালে শ্রীনাথজীর একজন সম্বন্ধী আসিয়া দেখিল যে ব্রাহ্মণ সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বাপজীর চরণতলে পড়িয়া রহিয়াছেন।

আরও একবার বাপজীর এই রুদ্ররূপের প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। বাপজীর নিষেধ ছিল যে, যখন তিনি নিজের গুহায় চলিয়া আসিবেন, তখন যেন কেহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসে বা তাঁহাকে না ডাকে।

একদিন বাপজী তাঁহার গুহায় চলিয়া যাইবার পরেই একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়া বাপজীর দর্শন প্রার্থনা করিয়া আশ্রমস্থ সকলকে বলিলেন যে তিনি বাপজীকে কিছু দান করিবার মানসেই আসিয়াছেন। তিনি নিজস্ব গাড়ী করিয়া বহু দূর হইতে শুধু এই অভিপ্রায়েই আসিয়াছেন। এই প্রস্তাবে বিমোহিত হইয়া কাকিসা তখন তাহাকে লইয়া গুফার দ্বারে যাইয়া উচ্চৈস্বরে বাপজীকে ডাকিতে লাগিলেন। বাপজী তখন গুফা হইতে বাহির হইয়া এমন দৃষ্টিতে তাকাইলেন যেন তাঁহার চক্ষু হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। সেই ভদ্রলোক তখন ভীত হইয়া ছুটিতে ছুটিতে গিয়া তাঁহার

গাড়িতে উঠিয়া তীব্র বেগে তাহা চালাইয়া পালাইয়া গেলেন।

অন্য সময়ে ভক্তদের নিকট তিনি ছিলেন পরম স্নেহময়ী মাতৃস্বরূপা। পরদুঃখে তাঁহার অশ্রুপাত হইত। কত অনাথ ও অসহায় লোকেদের যে কত প্রকারে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন তাহার কোন হিসাব নাই। সাধু-সন্তদের প্রতি বাপজী অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সহিত ব্যবহার করিতেন। কাকিসাকে প্রত্যহ তিনি প্রণাম করিতেন। তিনি আবার প্রচণ্ড রসিকও ছিলেন। কোন ভক্তের কোন বিশেষরূপ আচরণ দেখিলে তাহা তিনি হুবহু নকল করিয়া কাকিসাকে দেখাইতেন ও হাস্য রসের সৃষ্টি করিতেন। আবার কত সাধু কিছু শাস্ত্র বই পড়িয়া তাহা বাপজীকে বোঝাইতে বসিতেন। বাপজী তখন হাসিমুখে তাহাদের কীর্তি দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার ভক্তরা মনে মনে জানিতেন যে, বাপজীর উপলব্ধি এই সবের বহু উর্দ্ধে, কিন্তু বাপজী অসীম ধৈর্য্য সহকারে সমস্ত উপদ্রব সহ্য করিয়া যাইতেন।

বাপজী কোন অর্থ বা কোন মূল্যবান দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তাঁহার গুহা বাসকালে চৈন্ বাইসা তাঁহার সহিত থাকিত অতি বাল্যকাল হইতেই। একবার পিত্রালয়ে যাইবার সময় সে তাহার সঞ্চিত অর্থ নিরাপত্তার জন্য বাপজীর আসনের নীচে রাখিয়া গিয়াছিল। রাত্রিতে বাপজী যখন তাঁহার আসনে উপবিষ্ট হইলেন, তখন তিনি শরীরে যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আসনের তলা হইতে সেগুলি সরাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বাপজীর উচ্চ সাধনার ফলে তাঁহার অনেক সিদ্ধাই লাভ হইয়াছিল। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন তিনি তাহা ব্যবহার করিতেন না আর নিজে এমন দীনভাবে থাকিতেন, যেন তিনি অতি সাধারণ মানুষ। তাঁহার আশীর্বাদ ছিল অমোঘ। তাঁহার মুখ হইতে যে কথা বাহির হইত, তাহা সত্য হইত। এইভাবে আশীর্বাদ করিয়া তিনি বহু লোকের রোগের আরোগ্য করিয়াছিলেন। তিনি জলের উপর দিয়া হাঁটিতে পারিতেন। তিনি অনিমা, লঘিমা ও মহিমা সিদ্ধ ছিলেন। দূরস্থিত সকল কথা শুনিতে এবং সকল দৃশ্য দেখিতে পাইতেন। তাঁহার নিকট কিছু লুকানো যাইত না।

বাপজী শ্রীদর্শনরামজীর মৃত্যু হইলে তাহাকে পুনর্জীবিত করিয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে বেশ কয়েকজনকে তিনি মৃত্যু হইতে পুনর্জীবন দান করিয়াছিলেন। তখনকার দিনের বহু মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদও বাপজীর নিকট হইতে বহু সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন।

বাপজীর বিষয়ে অধিক আর কি বলিবার আছে! স্বয়ং শাস্ত্রে যে কথা বলিয়াছে যে, 'কলিতে জীবের অন্নগত প্রাণ। বাপজী তাঁহার জীবনে সে বাক্যেরও ব্যতিক্রম দেখাইয়া গিয়াছেন। কোনরূপ খাদ্য ও পানীয় বিনা তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর সাধনা করিয়া সুস্থ দেহে জগতের কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে আশ্চর্য্য বিষয় আর কি হইতে পারে? বাপজীর নিজের জীবনই ছিল জগতের নিকট তাঁহার শিক্ষাদান এবং একটি চমৎকার উদাহরণ।

বাপজী আধ্যাত্মিক পথের বহু সাধককে আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শন করাইয়া তাহাদের অনেক উন্নত স্তরে নিয়া গিয়াছিলেন। যাহার যেমন ভাব তাহাকে বাপজী সেইভাব রক্ষা করিয়া শিক্ষা দিতেন। বাপজীর নিকট অনেক সিদ্ধ যোগী আসিতেন অধিক রাত্রে। তাঁহাদের আগমনের জন্য বাপজী প্রতীক্ষা করিতেন। তাঁহারা আসিলেই তিনি গুফা হইতে বাহিরে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। সেই সময় কখনো কখনো চৈন্ বাইসাও বাহিরে আসিত। কিন্তু সেই কথাবার্তার কিছুই তাহার বোধগম্য হইত না। সে অবার বাপজীর সঙ্গেই ফিরিয়া আসিত।

একবার বাপজীকে এক পণ্ডিত-সভায় লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সেখানে বড় বড় বক্তারা ভাষণ দিবার পরে বাপজীকে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। তিনি তখন এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, ''ইহাও ঠিক, ইহাও ঠিক। আমি তো শুধু এই কথাই জানি,'' অর্থাৎ সাকারও ঠিক, নিরাকারও ঠিক। বাপজী তাঁহার সংক্ষিপ্ত কথায় বিশ্বের মহাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া দিলেন।

বাপজী তাঁহার কুঠীতে বেশী লোক থাকা পছন্দ করিতেন না। তথাপি যদি কেহ কেহ থাকিয়া যাইত, তখন তিনি তাহাদের নাম দান করিতেন। নিবিষ্ট মনে এই রামনাম জপ তাহাদের নিত্য করিতে হইত। এইভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা জপ করিতে করিতে ধ্যানমগ্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অনেক সাধকদের ঈশ্বর দর্শন হইত।

কবীরজীর ভাষায় :—

''মালা তো কর সে ফিরে, জীভ্ ফিরে মুখ মাঁহো,
মন তো চঁহু দিসী ফিরে, যহ তো সুমিরন নঁহি।।

অর্থাৎ, শুধু হাতে মালা জপ আর জীভ নাড়লেই ঈশ্বরকে স্মরণ করা হয় না, মন যদি চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়।

এইজন্য বাপজী শ্বাসে শ্বাসে জপ করা অভ্যাস করিতে বলিতেন। সকল সময়, সকল কার্য্য করিবার সময়ও এইভাবে জপ করিয়া যাইতে বলিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি অন্য কোনরূপ দীক্ষা দান করিতেন না।

তবে উন্নততর সাধকরা যদি আসিয়া তাঁহার নিকট সাধনা সম্বন্ধে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন, তাহাদের তিনি ভাব অনুসারে সাধনপথে অগ্রসর করিয়া দিতেন। তাহারা বাপজীর সহায়তায় আরও উন্নততর আধ্যাত্মিক স্তর প্রাপ্ত হইতেন। তাহারা তখন বাপজীকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন।

বাপজীর লীলার অন্তিম লগ্ন — বাপজী তাঁহার স্বাভাবিক করুণা বশতঃ বহু লোকের বহু রোগ নিজ দেহে টানিয়া লইতেন। কিছুকাল শারীরিক একটু যন্ত্রণা ভোগের পর আবার সুস্থ হইয়া যাইতেন। এইভাবে বহু রোগীকে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার আসিল তাঁহার লীলা সংবরণের অন্তিম কাল। তাই তিনি একজন কঠিনতম ক্যান্সার রোগীর রোগ নিজ দেহে টানিয়া লইলেন। রোগীটি এই দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়া সমস্ত রকম চিকিৎসায় ব্যর্থ হইয়া, সমস্ত দেবালয়ে ধর্ণা দিয়া বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে বাপজীর চরণে আসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। বাপজী পরম করুণায় তাহাকে বলিলেন, ''শংকরজীকে ডাকো। তিনি তোমাকে আরোগ্য করিয়া দিবেন।'' বাপজীর কথায় আশান্বিত হইয়া সে তখন শংকরজীর মন্দিরে গিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর দেখা গেল সে ধীরে ধীরে সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। আর এদিকে বাপজীর ঘাড়ে এবং কানের পাশে দুইটি ফোঁড়ার মত উঁচু হইয়া উঠিল। ক্রমশঃ তাহা বৃহত আকার ধারণ করিল, সেই সঙ্গে তীব্র যন্ত্রণা। তাহা লইয়াই বাপজী নীরবে তাঁহার নিত্য কর্ম করিয়া যাইতেন। এই তীব্র যন্ত্রণা ক্রমশঃ তীব্রতর হইতে লাগিল। বাপজীর কৃপাধন্য একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মীর মনে হইল বাপজীর এই ক্যান্সার স্থানটি কোন ভাল ডাক্তার দ্বারা অপারেশন করাইলে হয়তো তিনি রোগমুক্ত হইয়া যাইবেন। ইহার জন্য বাপজীর অনুমতি প্রার্থনা করা হইলে তিনি আপত্তি করিলেন না। তখন সেই সময়কার বিখ্যাত ডাক্তার দ্বারা অপারেশন করান হইল। সাময়িক কিছুটা যন্ত্রণার উপশম হইলেও কয়েকমাস পর হইতেই ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ক্ষরণ হইতে লাগিল। তখন সেই স্থানে কাপড়ের পট্টি বাঁধিয়া রাখা হইত। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রক্ত ক্ষরণ বন্ধ হইত না। সকলেই খুব চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু বাপজী ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। কারণ তিনি জানিতেন, কোন তারিখ, কোন তিথিতে এবং কোন ক্ষণে তিনি দেহ ছাড়িয়া যাইবেন। এই ইঙ্গিত তিনি পূর্ব হইতেই বহু সময়ে প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই বা তেমন কোন গুরুত্বও দেন নাই। কাকিসা ইদানীংকালে বাপজীর সহিতই থাকিতেন। ।

১৯৮৬ সালের ১৫ই নভেম্বর প্রাতঃকালে বাপজী কাকিসাকে প্রশ্ন করিলেন, ''আজ তো পূর্ণিমা, তাই না?'' কাকিসা বলিলেন, ''না, এখন চতুর্দ্দশী।'' তখন বাপজী বলিলেন, ''না, এখন পূর্ণিমা।'' এই কথা বলিয়াই তিনি রাম-নাম জপ করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। তখন দেখা গেল তাঁহার মস্তক হইতে ক্রমাগত রক্ত ক্ষরণ হইতেই লাগিল। ইহার কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরের স্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। তখন আর বুঝিতে বিলম্ব রহিল না যে, দিব্য সাধিকা এইভাবেই তাঁহার মহাসমাধি লাভ করিয়াছেন। সকলেই শোকাভিভূত হইয়া পড়িলেন। তারপর যথাযোগ্য মর্যাদা অনুসারে তাঁহার পূত দেহ অগ্নিসংস্কার করা হইল। বহু দূর দূর হইতে ভক্তগণ আসিয়া তাঁহাকে শেষ শ্রদ্ধা জানাইয়া গেলেন। এইভাবে অন্তিম লগ্নেও তিনি পরের কষ্ট লাঘব করিয়া নিজে কঠিন রোগ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নশ্বর দেহটিকে পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। অধ্যাত্মজগতের এক মহীয়সী দিকপাল তাঁহার মর্ত্যলীলা এহভাবে সমাপ্ত করিলেন।

তাঁহার নশ্বর দেহ ত্যাগ করিলেও বাপজী কি তাঁহার ভক্তদের কখনো ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? তাই আজও দেখা যায় তাঁহার শরণাগত কৃপা প্রার্থীদের প্রতি এখনো তাঁহার কৃপাধারা সমানভাবে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। তিনি এখন দেশ ও কালের গণ্ডীর মধ্যে আবধ্য নাই ঠিকই। কিন্তু তাঁহার অস্তিত্ব এখন সর্বময় অবতারদের মতই নিত্য বিরাজিত। তাঁহাকে গভীর নিষ্ঠায় স্মরণ-মনন করিলে ভক্ত প্রাণে আজও তাঁহার কৃপা সঞ্চার হয় এবং তাহাদের প্রাণ-মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। এই দিব্য মহীয়সী নারীর শ্রীচরণে জানাই আমাদের আন্তরিক সশ্রদ্ধ ও বিনম্র কোটি কোটি প্রণাম।

—মাতৃচরণাশ্রিতা শ্রীমতী বীণা চৌধুরী

— সমাপ্ত —

যোগ প্রসঙ্গে উপলব্ধিত আলোকে

প্রশ্ন ৪৩ : দেবযান মার্গ কাহাকে বলে?

উত্তর : যোগশাস্ত্রে আছে, দক্ষিণ নাসিকাতে যে নাড়ী দ্বারা বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহাকে পিঙ্গলা নাড়ী বলা হয়। ঐ পিঙ্গলা নাড়ী অগ্নির ন্যায় তেজোময়ী। দেবযান মার্গ উহাকে বলে। যাহারা পুণ্যবান তাহাদের ঐ মার্গে গতি হয়। যোগীগণ ঐ নাড়ীতে মনকে সমাহিত করিয়া সাধন করিলে পর তাঁহারা জ্যোতির্ময় দেবপথে শীঘ্র গমন করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। ক্রিয়া করিতে করিতে সাধন সময়ে বহুবিধ জ্যোতি দর্শন হইয়া থাকে। ঐ সকল বহুবিধ জ্যোতিসকল শক্তিমান দেবতা বিশেষ। এই সকল দেবতাদের অর্চ্চিদেবতা বলা হয়। ইঁহারা অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরস্থ পঞ্চাগ্নি বর্ণ। (পঞ্চাগ্নি — অগ্নি, বিদ্যুৎ, সূর্য্য, চন্দ্র ও কূটস্থ ব্রহ্ম)। ঐ সকল দেবতাগণই সূক্ষ্মলোকে বিরাজ করেন এবং সাধকগণকে সাধন পথে অনেক প্রকার সহায়তা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মলোক গমনার্থ দেবযান পথে ভিন্ন ভিন্ন বহু দেবতা জীবকে একস্থান হইতে অন্য উচ্চতর স্থানে লইয়া যান। কিন্তু উহারা কেহই জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যাইতে পারেন না। বিদ্যুৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবলোক, (অর্থাৎ উন্নত স্বর্গলোক, মহর্লোক বা জনলোক) প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মলোক হইতে এক অতিমানব পুরুষ আসিয়া, সদ্‌গুরু হইয়া, সেই সাধককে বা পুণ্যবান জীবকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। দেবযান মার্গেই যোগীর ব্রহ্মে প্রবেশ হয়।

প্রশ্ন ৪৪ : 'গুণ' কোথা হইতে উৎপন্ন হয় এবং কেনই বা হয়? গুণের স্বরূপ কি?

উত্তর : পরমাত্মার উপাধিই হইল স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ দেহ বা প্রকৃতি। যোগশাস্ত্র মতে পরমাত্মা উপাধিযুক্ত হইলেই জীবরূপে পরিণত হন। প্রকৃতির মধ্যে যতক্ষণ চৈতন্য ক্রীড়াশীল থাকে ততক্ষণ বদ্ধভাব বা জীবভাব। প্রকৃতি-পুরুষ একেরই ভিন্ন নামান্তর মাত্র। ক্রিয়ার পর-অবস্থায় যখন সাধক আত্মস্থ হইয়া গুণসঙ্গ রহিত হন তখন তিনি নির্গুণ, তখন তিনি 'পুরুষ' উপাধি প্রাপ্ত হন। আবার যখন তিনি বাহ্যিক বিষয়ে লিপ্ত হন তখন তিনি গুণযুক্ত হন, তখন তাঁহার উপাধি হয় 'প্রকৃতি'। প্রকৃতির মধ্যে তিন গুণ আছে — সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যখন সত্তার প্রকৃতিতে তমোভাব প্রবল হয় তখন উহা জড়-বিষয়রূপে প্রকটিত হয়; প্রকৃতির মধ্যে রজঃ ও সত্ত্বভাব থাকিলে মনুষ্যভাব প্রকটিত হয় এবং প্রকৃতির মধ্যে সত্ত্বগুণ প্রকাশিত থাকিলে দেবভাবসম্পন্ন সত্তারূপে প্রকটিত হন। আত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া 'মন' উপাধি লাভ করে এবং সেই মন হইতে সৃষ্টিকর্মাদি পরিচালিত হয়। আজ্ঞাচক্র পর্য্যন্ত গুণের স্থান। যিনি আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ করেন তিনি প্রকৃতি পাশমুক্ত হন। যে স্থান পর্য্যন্ত গুণের স্থান বা আরম্ভ, সেই স্থান হইল ব্রহ্মযোনি অর্থাৎ সৃষ্টির কারণ। সেই স্থানে যোগী স্থিতিলাভ করিলে গুণাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারেন। আজ্ঞাচক্র মধ্যেই ব্রহ্মযোনি আছে। সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ নামক তিনটি গুণ প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হয়। গুণ সকলের সাম্যাবস্থাকেই প্রকৃতি বলে। দেবী চিদংশ, সেই চিদংশ প্রকৃতপক্ষে অব্যয় বা নির্বিকার। অন্যদিকে, গুণত্রয়ের পৃথকভাবে অভিব্যক্তিতে প্রকৃতির কার্য্য যে দেহ, সেই দেহ মধ্যে অবস্থিত দেহীকে সুখ-দুঃখাদিতে আবদ্ধ করিয়া থাকে। দেহীর দেহকে সৃষ্টিকার্য্যে চালিত করিবার জন্যেই গুণত্রয়ের প্রয়োজন।

'গুণ' হইল প্রকৃতি-শক্তি। শক্তিমানের মধ্যে যেমন শক্তি নিবিষ্ট থাকে, সে শক্তির খেলা শক্তিমানের ইচ্ছা হইলেই প্রদর্শিত হয়, সর্বদা হয় না। ঠিক তেমন গুণীর মধ্যে গুণ সর্বদাই নিবিষ্ট আছে। যখনই গুণের প্রকাশ হয়, তা স্বাভাবিক ভাবেই হয়। যখন গুণশক্তি সুষুপ্তাবস্থায় থাকে, সুদীর্ঘকাল ধরিয়া জাগ্রত হয় না, সেই অবস্থাই 'নির্গুণ' ভাব, অর্থাৎ পুরুষ-প্রকৃতির একীভূত সাম্যভাব। আমাদের দেহাভ্যন্তরস্থ ইড়া-পিঙ্গলা ও সুষুম্না নাড়ীত্রয়ে রজঃ গুণ, তমঃ গুণ ও সত্ত্ব গুণ যথাক্রমে প্রাণপ্রবাহে প্রবাহিত হইয়া থাকে। ঐ সকল নাড়ীত্রয়ে প্রাণের সঞ্চরণের গতি এবং স্থিতি অনুযায়ী সত্তার স্বভাব প্রকাশিত হয়।

—শ্রীশ্রীমা সর্বাণী

গীতা ভাবনা

(৩৩)

রামকৃষ্ণের গীতা ও শাস্ত্রজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে কাশীপুর উদ্যানে চরম দেহযন্ত্রণার মধ্যে নরেন্দ্রকে বলা ঠাকুরের উক্তির কথা মনে পড়ে - 'যে রাম সে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণরূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ,' কথামৃতকারও একথা ধরেছেন। পরে স্বামী বিবেকানন্দ ১৩৪৬-এর আশ্বিনে স্তবকুসুমাঞ্জলিতে এই ভাবনাকে রূপ দিয়েছেন —

'স্তব্ধীকৃত্য প্রলয় কলিতস্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোহয়ং জাতঃ প্রথিত-পুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্।।'

(প্রলয়ের মত কুরুক্ষেত্রের ভয়ঙ্কর যুদ্ধকোলাহল স্তব্ধ করে, স্বাভাবিক অন্ধকার তমঃস্বরূপ অজ্ঞানরাত্রি দূর করে, যিনি শান্ত ও মধুর গীতাশাস্ত্র সিংহের মত উচ্চস্বরে গর্জন করেছিলেন, সেই বিখ্যাত পুরুষই এখন রামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।)

রামকৃষ্ণকে কৃষ্ণের অবতার বললে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর কথার সঙ্গে কৃষ্ণকথার তথা গীতার সাম্য দেখানটা দরকার হয়ে পড়ে। কথামৃতের ৩য় ভাগ দ্বিতীয় খণ্ডে পাই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে মণি বা কথামৃতকার মাস্টারমশাইকে বলেছিলেন — 'যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে - সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে - সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার?' মাস্টারমশাই বলেছিলেন - 'যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করব।' এই ছবিকে যেমন কথামৃতে ফুটিয়েছেন তেমনি বাইরেও সেই ছবি দিয়েছেন।

আসলে কিভাবে রামকৃষ্ণের কথার ব্যাখ্যা হবে সেই ধারাটাকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি। সংসারে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করে নিষ্পৃহ সাধনার কথা রামকৃষ্ণকথার অনেকটা জুড়ে আছে। রামকৃষ্ণ মনে করতেন গীতার মূল কথাও হল এটা। গীতা যেহেতু নানা শাস্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি অপূর্ব গ্রন্থ তাই তার মধ্যে বিরোধ থাকাটাই স্বাভাবিক। এখানে যোগ বা সাংখ্যের বা যজ্ঞের যে ধারণা আছে তা ঐসব শাস্ত্রের প্রকৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ এই প্রশ্ন পণ্ডিতেরা তুলেছেন। নানা শাস্ত্রকে একাভিমুখী করে ব্যাখ্যার দ্বারা গীতা সর্বশাস্ত্রময়ী হয়ে উঠেছে। গীতার সংস্কৃত ব্যাখ্যাকারেরা গীতাকে অবলম্বন করে নিজের নিজের মত পোষণ করার চেষ্টা করেছেন। বিচার করলেই গীতা ও তার ব্যখ্যায় ভাবের অমিল পণ্ডিতদের দৃষ্টিগোচর হবে।

গীতা উপনিষদের স্মৃতি প্রস্থান বলে তাকে 'গীতোপনিষদ্' বলা হয়েছে। এই গীতা পড়লে কি হয়? এর উত্তরে ঠাকুর বললেন — ''গীতা সমস্ত না পড়লেও হয়। দশবার 'গীতা, গীতা' বললে যা হয় তাই গীতার সার। অর্থাৎ, ত্যাগী'' (কথামৃত) 'মরা,মরা' বলতে বলতে রত্নাকরের মুখ দিয়ে রাম নাম বেরিয়ে ছিল। তেমনি 'গীতা, গীতা' বলতে বলতে 'ত্যাগী' হয়ে যায়। গীতা পড়ার দরকার নেই ঈশ্বরে ষোল আনা ভক্তি দরকার। যার সেই ভক্তি হয়েছে সে ষোল আনা গীতা বুঝেছে। ঠাকুরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল গীতা থেকে ত্যাগী হয় না, কারণ ত্যাগীতে একটা য'ফলা লাগে। নবদ্বীপ গোস্বামী ত্যাগী ও তাগীর এক মানে বলে দেখিয়েছেন। বৈয়াকরণ কাঁদুন তাতে ভক্তের বয়েই গেল। গীতা যেহেতু সবশাস্ত্র সার তাই সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছু না থাকুক একটা ছোট গীতা থাকা দরকার বলে তিনি মনে করতেন।

এসব ব্যাখ্যা ধারা ভক্তিবাদীদের আলোচনায় আগেই এসেছিল। চৈতন্যদেব দক্ষিণভারতের মন্দিরে অর্থবোধহীন সাধককে গীতা পড়ে কাঁদতে দেখে সেই কান্নার কারণ জানতে চেয়েছিলেন। তাতে ভক্ত জানিয়েছে - গীতার মানে না বুঝলেও পড়ার সময় কৃষ্ণার্জুনকে চোখের সামনে দেখেন।

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(সংশোধনী - *পূর্ব প্রকাশিত ৩১ তম পর্যায়ে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জন্মসন ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের পরিবর্তে ১৮৩৬ হবে*)

আশ্রমের আগামী অনুষ্ঠান সূচী

বুদ্ধ পূর্ণিমা — ২৯শে এপ্রিল, রবিবার
আধ্যাত্মিক সভা — ১৭ই জুন, রবিবার
গুরু পূর্ণিমা — ২৭শে জুলাই, শুক্রবার

আমিত্বের সর্বব্যাপীত্ব

'আমি' শব্দটি ব্যবহারিক অর্থে নিজেকে বোঝায়। বিভিন্ন কাজকর্মে যখন আমরা নিমগ্ন হই অথবা অন্যের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করি তখন 'আমি' এবং 'আমার' শব্দ ব্যবহার করতেই হয়। সেই আমি 'কে', কেমন, কোথা থেকে, কিজন্য এসব কি কোনদিনও ভাবি? আমরা কখনোই তা ভাবি না কারণ ভাবার দরকার হয় না। কিন্তু পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে আমার আমিত্ব একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমাণুর মত তার অস্তিত্ব নিয়ে আছে। এই 'আমি' বহু মানুষের আমিত্বের মধ্যে একটি একক স্থানে আছে। পূর্বে কত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাত, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় একে অপরের বুকে ছুরি বসিয়ে দিতে দ্বিধা করত না; একবারও কি ভাবত বা এখনও কি ভাবে যাকে হত্যা করছি সে আসলে কে? — সে তো আমিই। আমিই আমাকে খুন করছি! আমিই শ্রেষ্ঠ আমিই শাশন করব পৃথিবীকে। কিন্তু এই চিন্তা 'আমি এবং আমরাই বড় বাকীরা নয়, তাদের বাঁচার অধিকার নেই' - এই ভাবনা কি করে মনে আসে? এর একটাই উত্তর 'অহম্ বোধ' যা থেকে অহংকার। কোনদিনও কি কেউ ভাবতে পারেন, যে মানুষটা ছেঁড়া জামাকাপড় পরে রাস্তা দিয়ে চলেছে ভিক্ষা করতে করতে ও আসলে অন্য কেউ নয়, 'আমিই'। আমিই তো আছি ওর মধ্যে অন্যরূপে অন্যভাবে। দেখতে আলাদা, চেহারা আলাদা, ভাষাও পৃথক; কিন্তু ঐ মানুষের মধ্যেই 'আমি' আছি, ঐ মানুষ আমারই ভিন্ন আর একটা রূপ বা সত্তা, আয়নার সামনে দাঁড়ালে আমি কি দেখি! আমাকে দেখি, কিন্তু সেই সময় যদি অন্য কোনো মানুষের রূপ ফুটে ওঠে তবে কেমন হয়? অবশ্য তা কখনোই হতে পারে না। কিন্তু আমার প্রতিমূর্তির মধ্যে অন্য কারোর রূপ ইমপোজ্ করলে তো সেই মানুষকেই দেখব - অবশ্য কল্পনার চোখে। শ্রীরাধিকা মেঘের মধ্যে, ময়ূরীর কণ্ঠের বর্ণে শ্রীকৃষ্ণকে দেখতেন, কিভাবে দেখতেন! চিন্ময় কল্পনার দিব্য চোখে, ভাবের দৃষ্টিতে। তেমনি আমরা কেন ভাবতে পারি না আমার কোনো পৃথক সত্তা নেই, সব মানুষের মধ্যেই আমার অস্তিত্ব। বলা হয় সব মানুষ ও জীবের মধ্যে ঈশ্বর আছেন। কিভাবে? ঈশ্বর তো এক, তাহলে কি বিভিন্ন মানুষ ও জীবের মধ্যে পৃথক পৃথক সত্তা নিয়ে আছেন? প্রসঙ্গত শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের একটা ঘটনার কথা না বলে পারছি না। ঠাকুর একবার পশ্চিমের বারান্দায় গঙ্গার দিকে মুখ করে পায়চারী করছিলেন, এমন সময় দেখেন এক নৌকার মাঝি একটা অল্পবয়স্ক ছেলের পিঠে সজোরে চপেটাঘাত করল, ঠাকুর আর্তনাদ করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্নে হৃদয় এসে দেখে ঠাকুরের পিঠে পাঁচ আঙ্গুলের স্পষ্ট দাগ এবং জায়গাটা লাল হয়ে গেছে। ঐ ছেলেটির যন্ত্রণায় ঠাকুরও যন্ত্রণা পেলেন, কি করে সম্ভব হল! সেই মুহূর্তে সেই ছেলেটির আত্মার সঙ্গে ঠাকুরের আত্মা অভিন্ন হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা সারদা কামারপুকুর বা জয়রামবাটিতে মাঝে মাঝে কষ্ট পেতেন ঠাকুরের জন্য, ঠাকুরের শরীর খারাপ হলে উনি তাঁর কষ্ট, বেদনা বুঝতেন। এটার মূল কারণ আত্মিক যোগ। এই নিখিল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে যে আত্মা থাকে, যাকে আমরা পরমাত্মা বলি তাই খণ্ড খণ্ড রূপে প্রকাশ পায় মানুষ ও জীবের মধ্যে। আমরা নিজেদের সবচেয়ে ভালবাসি - এ সর্বজন বিদিত কিন্তু নিজেকে যদি অন্যের মধ্যে অনুভব করতে পারি তাহলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বমাতৃত্ব নিয়ে গালভরা বক্তৃতার প্রয়োজন হয় না। মানুষ ও জীবকে ভালবাসার শ্রেষ্ঠ উপায় অন্যের মধ্যে নিজেকে দেখা বা অনুভব করা। এতে মানুষের 'অহম্' বোধও লুপ্ত হয়। দুর্গাপূজা, দোল উৎসব, ঈদ প্রভৃতি অনুষ্ঠান আমরা আত্ম-পর ভুলে গিয়ে অবাধে মিলে এক বিশাল আনন্দ সাগরে ভাসি - তখন আপন-পর জ্ঞান থাকে না। আমি পৃথক কেউ নই - সকলের মধ্যেই আমি। এই ভাবটি যতই বিকশিত হবে ততই মানুষের মধ্যে হিংসা দ্বেষ সব দূর হয়ে যাবে। শুধু প্রেম আর ভালবাসা।

অতএব আমি কে? আমি কেউ নই। আমিই তুমি অথবা তুমিই আমি। স্বামীজি বলেছিলেন ''সো অহং'' - আমিই তিনি অর্থাৎ ঈশ্বর। এটা অনেক সাধনার ব্যাপার তার আগে অন্যের মধ্যেই আমি এটা ভাবা খুব কষ্টকর নয়। আমরা এক একটা ধর্ম বা সংস্কারের পর্দার মধ্যে রয়েছি, পর্দা সরিয়ে দিলে বা ছিঁড়ে ফেললে সব একাকার। বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থান থেকে বহু পথ পরিক্রমা করে যখন সমুদ্রে এসে পড়ে তখন আলাদা করে কোনো নদীর অস্তিত্ব বোঝা কি যায়? সেইজন্য মহাত্মা কবীর বলেছেন, ''সব ঘট একই আত্মা, ক্যা হিন্দু মুসলমান'' অর্থাৎ, আমি পৃথক নই, সকলের মধ্যেই আমি আছি। অতএব বহুত্বের মধ্যেই আমিত্বের অস্তিত্ব।

—শ্রীদেবকুমার সেনগুপ্ত

নিরুক্তশাস্ত্রের দৃষ্টিতে বৈদিক দেবতার স্বরূপ আলোচনা

(৩১)

দেবতা বিষ্ণু— (*পূর্ব প্রকাশিতের পর...*)

বিষ্ণুকে সূর্য হিসাবে মেনে নিয়ে তাঁর তিনটি পদক্ষেপের প্রকৃতিতত্ত্ব সম্মত ব্যাখ্যায় অতি প্রাচীন। শকপূণি নামক ব্যাখ্যাকার যে তত্ত্বটা উপস্থাপন করলেন তাকে ধরে নিয়ে আচার্য যাস্ক তাঁর নিরুক্তের ব্যাখ্যায় তত্ত্বটার বিস্তার ঘটিয়েছিলেন এই ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সূর্য কালচক্রকে পরিচালিত করেন এবং তার গতির দ্বারাই ঋতুচক্রের বিবর্তন হয়। পূর্বোক্ত ব্যাখ্যায় ত্রিবিক্রম বা ত্রিপাদক্ষেপের যে কথা আছে তা ত্রিপাদ না চতুষ্পাদ? আমরা কর্কটক্রান্তি, মকরক্রান্তি ও বিষুবরেখায় সূর্যের অবস্থান থেকে ত্রিপাদের যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছিলাম সেই ব্যাখ্যা যেন যথাযথভাবে খাটে না। পুরাণকারেরা তাঁদের আখ্যানে ত্রিপাদের কথা মেনে নিয়েছেন বলে চতুষ্পাদের ব্যাপারটা বিশেষ আমল পায় নি। কেউ কেউ চতুষ্পাদকে ত্রিপাদেরই অন্তর্গত বলে দেখাতে চান। কারণ উত্তরায়ণে অবস্থানের সময় একবার সূর্য বিষুববিন্দুতে আসে আবার দক্ষিণায়ণে পরিক্রমার সময় আর একবার বিষুববিন্দুতে আসে। সূর্যের বিষুববিন্দুতে অবস্থানকালে দিনরাত্রির মান সমান হয়। এই সময়কেই বিষ্ণু বা সূর্যের মধ্যমপাদ বলা হয়েছে। দুটি মধ্যমপাদকে পৃথকভাবে না ধরে একরূপ পদক্ষেপ বললে ত্রিপাদের তত্ত্বটা দাঁড়িয়ে যায়। ভূগোলেও বিষুববিন্দুকে শারদবিষুবৎ ও বসন্তবিষুবদ্ এভাবে ভাগ করা হয়েছে।

বৈদিক ঋষিরাই হয়তো চতুষ্পাদকে ত্রিপাদের অন্তর্গত করার ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে উচথ্যের পুত্র দীর্ঘতমা ঋষির দ্বারা দৃষ্ট একটি মন্ত্রে আমরা পাই—

'চতুর্ভিঃ শাকং নবতিং চ নামভিশ্চক্রং ন বৃত্তং ব্যতীরবীবিপৎ।
বৃহচ্ছরীরো বিমিমান ঋক্বভিযুবাকুমারঃ প্রত্যেত্যাহবম্।।'

(১/১৫৫/৬)

এক্ষেত্রে একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয় যে ঋগ্বেদের ঋষিদের মধ্যে দীর্ঘতমা মূলতঃ দার্শনিক তত্ত্বসমৃদ্ধ মন্ত্র সমূহের দ্রষ্টা। বিষ্ণুতত্ত্ব বিষয়ে তিনি যত কথা বলেছেন অন্য কেউ এত কথা বলেন নি।

রমেশ দত্ত মন্ত্রটির অনুবাদ করেছেন — 'বিষ্ণু গতিবিশেষ দ্বারা বৎসরের চতুর্নবতি দিবস চক্রের মত বৃত্তাকারে চালিত করেছেন। বিষ্ণু বৃহৎ শরীর বিশিষ্ট ও স্তুতির দ্বারা পরিমেয়, তিনি নব্যতরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গমন করেন।' মন্ত্রের 'চতুর্ভিঃ নবতিং' শব্দের যে ব্যাখ্যা সায়ণাচার্য্য দিয়েছেন তার থেকে অন্যরূপ ব্যাখ্যাটি অধিকতর গ্রাহ্য বলে মনে করা চলে। সায়ণের মতে চতুঃ ও নবতি শব্দের দ্বারা ৪ ও ৯০-কে বোঝান হয়েছে। ফলে এর অর্থ হল ৯৪। কালের এই ৯৪ টি বিভাজনের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সায়ণ দেখিয়েছেন - সম্বৎসর ১, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ ২, পঞ্চঋতু ৫, দ্বাদশমাস ১২, চতুর্বিংশতি পক্ষ, প্রতিটি পক্ষে দিন ও রাত্রি মিলে ৩০, প্রত্যেক দিনের প্রহর হল ৮, আর দ্বাদশরাশি ১২, এভাবে বিষ্ণুর ৯৪ টি অবয়ব বৃত্তাকারে কালচক্রকে পরিচালিত করছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Muir মন্ত্রে 'চতুর্ভিঃ নবতিং' শব্দের অর্থ করেছেন চারগুণ নব্বই (৪ x ৯০) অর্থাৎ ৩৬০। প্রতি মাসকে ৩০ দিন করে ধরলে ৩৬০ দিনে বছর হয়। কালচক্রের ৩৬০ দিনের কথাই মন্ত্রে এই অংশে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশিষ্ট বাঙালী পণ্ডিত এবং বৈদিক দেবতত্ত্বের জ্যোতির্বাদ অনুসারে ব্যাখ্যাকার যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধিমশাই তাঁর আলোচনায় সায়ণের কথা উল্লেখ করেও Muir-এর ব্যাখ্যাকেই সমর্থন জানিয়েছেন - 'স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে এই অয়ন ও দুই বিষুব দ্বারা কালচক্র বিভক্ত।'

...ক্রমশঃ

— অধ্যাপক ডক্টর উদয় চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

অন্তর্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু জ্ঞানাত্মনাধারতয়া বিলোক্য
ত্যক্তাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ।।

—বিবেক চূড়ামণি (৩৩৯)

—যিনি বহির্জগতে ও মনোজগতে এবং স্থাবর-জঙ্গম সকল পদার্থে এক আত্মা বিরাজিত, এরূপ জ্ঞান করে শুদ্ধ মনের সহায়ে নিজেকে সমস্ত কিছুর আধাররূপে উপলব্ধি করে সকল উপাধি পরিত্যাগপূর্বক অখণ্ডপূর্ণ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই মুক্ত।

আশ্রম সংবাদ

১৪ই জানুয়ারী — শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের আসন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীশ্রীমা পূর্ণ-সন্ন্যাস দান

করেন ব্রহ্মচারিণী শিপ্রা (সাধ্বী শমিতানন্দময়ী), ব্রহ্মচারিণী অমৃতা (সাধ্বী অমৃতানন্দময়ী), ব্রহ্মচারিণী আরাধনা (সাধ্বী শান্তানন্দময়ী), ব্রহ্মচারিণী বিশুদ্ধা (সাধ্বী বিশুদ্ধানন্দময়ী) ও ব্রহ্মচারিণী অর্চনাকে (সাধ্বী অমিতানন্দময়ী)। তৎপরে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজদের পূজা ও যজ্ঞ। দ্বিপ্রহরে আমাদের গুরুভ্রাতা ও ভগিনীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বহু ভক্তবৃন্দ অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের 'ওড়িসি আশ্রমের' শিক্ষার্থীরা নৃত্যপরিবেশন করেন। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানের শুরুতে হিরণ্যগর্ভের পূর্ববর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

২২শে জানুয়ারী — এইদিন আমাদের শ্রদ্ধেয়া গুরুভগিনী নিয়তিদির (শ্রীমতী নিয়তি বিশ্বাস) জীবনাবসান ঘটে।

২৬শে জানুয়ারী — এইদিন আশ্রমে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে গঙ্গাসাগর থেকে প্রায় ষাট জন সন্ন্যাসী আসেন শ্রীশুদ্ধানন্দগিরি মহারাজজীর সঙ্গে।

৪ঠা - ৬ই ফেব্রুয়ারী — এইদুইদিন শ্রদ্ধেয় শ্রীশ্রীটাটবাবা অখণ্ড মহাপীঠে অতিবাহিত করেন।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী — শ্রীশ্রীমা আশ্রমস্থ কয়েকজন সহ হোটর আশ্রমের বার্ষিক উৎসবে যান। সেখানে শ্রীশ্রীমাকে পূজা ও আরতির মাধ্যমে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন সাধ্বী সুচেতানন্দময়ী ও সাধ্বী পুণ্যানন্দময়ী। আশ্রমের সন্ন্যাসিনী ও শিষ্যাগণও এক-এক করে শ্রীশ্রীমাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পরিশেষে আশ্রমের বিদ্যার্থীরা একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

৯ই ফেব্রুয়ারী — আমাদের গুরুভগিনী শ্রীমতী সুরভি সেখানীর জীবনাবসান ঘটে।

১৪ই ফেব্রুয়ারী — শিবরাত্রির সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীমা নিজ হস্তে একান্তে শিব পূজা করেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞগৃহে শ্রীযজ্ঞনারায়ণদা শিবরাত্রির যজ্ঞকার্য সম্পন্ন করেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী — এইদিন আশ্রমে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রী সুব্রত সেনগুপ্ত। তাঁর শ্রুতিমধুর সঙ্গীত পরিবেশন উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে বিমোহিত করে।

২রা মার্চ — দোল পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আশ্রমে দ্বিপ্রহরে শ্রীশ্রীরাধামাধবের ভোগ নিবেদিত হয়। সন্ধ্যায় নৃত্যানুষ্ঠানে পণ্ডিত গিরিধারী নায়েকের শিষ্যাবৃন্দ দ্বারা পরিবেশিত হয় বসন্ত উৎসবের মনোরম নৃত্য।

৪ঠা মার্চ — এইদিন আশ্রমে পঞ্চকবির সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমতী ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সমধুর কণ্ঠের সঙ্গীত শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

১৮ই মার্চ — আধ্যাত্মিক সভার ২৬তম পর্বে 'কঠোপনিষদ্ প্রসঙ্গে' ব্যাখ্যান পরিবেশন করেন শ্রীশ্রীমায়ের সন্তান ডঃ বরুণ দত্ত।

২৫শে মার্চ — নবরাত্রির অষ্টমী তিথির সকালে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মায়ের পূজা হয় অন্নপূর্ণা মন্দিরে। পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর উপস্থিত সকল শিশু ও ভক্তগণ প্রসাদ গ্রহণ করেন। এইদিন সন্ধ্যায় আশ্রম মন্দিরে রামনবমী উপলক্ষ্যে একটি সুন্দর ভজনের অনুষ্ঠান হয়।

৩০শে মার্চ — শ্রীশ্রীমায়ের আগমন উপলক্ষ্যে বহুভক্তবৃন্দ এইদিন গুরুভ্রাতা শ্রীরাজেন্দ্র সেঠিয়ার গৃহে সৎসঙ্গে যোগদান করেন।

আমাদের শ্রদ্ধেয়া গুরুভগিনী সকলের নিয়তিদি (শ্রীমতী নিয়তি বিশ্বাস) ছিলেন শ্রীশ্রীমায়ের প্রাথমিক দীক্ষিতদের মধ্যে একজন। বহু পূর্ব থেকেই তিনি শ্রীশ্রীমায়ের সাথে যুক্ত ছিলেন। ২০০০ সালের পর থেকে তিনি অখণ্ড মহাপীঠ আশ্রমেরই বাসিন্দা হয়ে ওঠেন। শ্রীশ্রীমায়ের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ সম্ভ্রম। শ্রীশ্রীমায়ের একনিষ্ঠ সেবায় তিনি ব্রতী ছিলেন এবং অক্লান্তভাবে তিনি তাঁর নির্দিষ্ট কর্ম করতেন। দীর্ঘকাল অসুস্থতার পর ২২শে জানুয়ারী, ২০১৮ শ্রীপঞ্চমীর পবিত্র তিথিতে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর প্রতি জানাই আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা, প্রণাম ও ভালবাসা।

अत्याश्चर्य प्रभु विजयकृष्ण

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

वर्ष १९८६ की घटना है। इस समय प्राय: प्रत्यह ही रात्रि में महात्माओं का सान्निध्य प्राप्त होता था। वर्ष १९८६ झुलन पूर्णिमा के सम्भवत: दूसरे दिन रात्रि में क्रियासाधन करने के समय अकस्मात् कानों में श्लोक के सदृश एक गम्भीर दिव्यमन्त्र श्रुतिगोचर हुआ। वह मन्त्र था, ''ॐ नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत: क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नम:, कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम:, कृष्णाय गोविन्दाय नमो नम:।''

समीपस्थ कक्ष के द्वार से श्वेतशुभ्र ज्योतिर्मण्डलावृत, हाथ में दण्डस्वरूप लाठी से ठक-ठक करते श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी आए और मेरे पास में दण्डायमान हुए। उनके दर्शन पाकर मैं नत हो गई एवं सविनय प्रणाम निवेदन किया तथा उन्हें बैठने के लिए हाथवाली एक कुर्सी दी। गोस्वामी प्रभु स्मित हँसते हुए कुर्सी पर कुछ देर के लिए बैठे एवं मुझसे अत्यंत आत्मीयता से कुशलक्षेम पूछा। ''श्रीकृष्ण में मति रखो'' – यह उपदेश भी प्रदान किया एवं आशीर्वाद देकर जिस प्रकार गंभीर मंत्रध्वनित ज्योतिप्रवाह के मध्य से होकर आए थे, ठीक उसी प्रकार चले भी गये। स्थूल चेतना में लौटने के पश्चात् देखा कक्ष पुन: पहले की तरह अंधकारमय हो गया। उन दिव्य महात्मा के स्पर्श से पवित्र हुई कुर्सी को बारम्बार प्रणाम किया। इस घटना के कुछ ही दिन पश्चात् हमलोग सपरिवार पुरी भ्रमणार्थ गये। गोस्वामी प्रभु के स्पर्श की छाप हृदय में अंकित हो गयी थी, यही कारण था कि हमलोग सर्वप्रथम उनके समाधिस्थल का दर्शन करने गये। वहाँ से गोस्वामी प्रभु की दण्डायमान कुछ तस्वीरें और गोस्वामी प्रभु और माता योगमाया देवी की कुछ छवियाँ संग्रह कर अपने कक्ष में बँधवाकर रखी। श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी प्रभु एक महान् साधु थे इस बात की पुष्टि उनके शिष्य कुलदानन्द ब्रह्मचारीजी द्वारा रचित 'श्रीश्री सद्गुरु संग' ग्रंथ को पढ़कर हुई। झुलन पूर्णिमा की शुभ तिथि में गोस्वामी प्रभु ने इस धरा पर जन्मग्रहण किया यह जानकर मैं अति आश्चर्यान्वित हुई। उसी समय से गोस्वामी प्रभु के प्रति मेरा श्रद्धाभाव अन्तर में उत्तरोत्तर बढ़ने लगा। हमेशा मन में प्रतीत होता, ''यह भी क्या संभव है?'' किन्तु, दैव निर्देशित सम्भावना स्थान-काल से बाधित नहीं होती। इसका अनुभव मुझे श्रीश्रीरांगामाँ की पवित्र जीवन-गाथा का पाठ कर हुआ। मन ही मन में आश्चर्यान्वित होने का परिमाण बढ़ता ही जा रहा था। तब मन में हुआ कि सिद्ध महात्माओं के पक्ष में कुछ भी असंभव नहीं है। यह असम्भव से सम्भव होने की कहानी श्रीश्रीरांगामाँ की जीवनी से उद्धृत कर रही हूँ।

श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी प्रभु

श्रीश्रीरांगामाँ की दीक्षा सम्पन्न हुई अति अत्याश्चर्यरूप से, पुरी में। पुरी के स्वर्गद्वार अंचल में माँ कुछ दिन अवस्थित थी। स्वर्गद्वार से जगन्नाथदेव के मन्दिर जाने के पथ पर, एक दिन रास्ते के दायीं ओर, अल्प ही दूर में एक वृक्ष के तले एक जटाजूटधारी सन्यासी को माँ ने बैठे हुए देखा। उस सन्यासी की मूर्ति उज्ज्वल ज्योतिर्मय, प्रसन्न-वदन। सन्यासी के ज्योतिर्मय सौम्य मूर्ति के प्रति रांगामाँ की दृष्टि आकृष्ट हुई। तब वे कुछ रूककर दूर से सन्यासी का दर्शन करने लगी। सन्यासी की दृष्टि भी माँ के ऊपर निबद्ध हुई। तब उन्होंने माँ को संकेत द्वारा अपने पास आने को कहा। माँ ने उनके निकट जाकर भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। सन्यासी ने प्रसन्न होकर हँसते हुए माँ का निरीक्षण कर जिज्ञासा किया - उनकी दीक्षा हुई है कि नहीं? माँ ने तब सन्यासी को अपने बाल्यजीवन के अलौकिक मन्त्रलाभ के संबंध में सविस्तार से वर्णन किया। सन्यासी यह सुनकर चमत्कृत हुए और उनसे कहा, ''तुमने जो मन्त्र मुझे बताया है, मैं वही मन्त्र पुन: तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में यहाँ बैठा हूँ। मैं जो मन्त्र तुम्हारे कान में दूँगा, उस मन्त्र का तुम प्रतिनियत जप करना। यह मन्त्र अति शक्तिशाली मन्त्र है। साधारण लोगों के पक्ष में इसे ग्रहण करना अत्यंत कठिन है।'' – ऐसा कहते हुए सन्यासी ने पुन: उस मन्त्र को माँ को प्रदान किया, मन्त्र के सुनने मात्र से ही माँ समाधिस्थ हो गई। उनकी देह स्थिर

पाषाणवत् निश्चल हो गई। माँ की ऐसी अवस्था को देखते हुए सभी ने मिलकर माँ को किसी तरह से सम्भाला और गृह में ले गये। पूरे एक दिन के पश्चात् माँ की समाधि भंग होने पर भी माँ की स्वाभाविक अवस्था आने में बहुत समय लगा। स्वाभाविक अवस्था में आने के पश्चात् माँ को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वे एक नव कलेवर में रूपान्तरित हो गई है। इस घटना के थोड़े दिन पश्चात् ही एक बार कालीघाट में माँ के मन्दिर में पूजा कर, रांगा माँ लौटते हुए पार्श्ववर्ती दुकान में एक फोटो देखकर स्तम्भित होकर वहीं खड़ी हो गयी। जिज्ञासा करने पर पता चला कि वह प्रभुपाद श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी की ही फोटो थी। उस फोटो को देखकर रांगा माँ ने अनुमान लगाया कि पुरी में जिन सन्यासी ने उन्हें मन्त्र दान देकर नवीन रूप से दीक्षा दी थी उन निश्चल सन्यासी की आकृति श्रीश्रीविजयकृष्ण गोस्वामी महाप्रभु की तरह है। अथच जिस समय यह घटना घटी थी, उसके प्राय: २६-२७ वर्ष पूर्व गोस्वामी प्रभु ने इस पुरीधाम में ही देह रक्षा की थी।

श्रीश्रीरांगामाँ के जीवन की इस घटना ने मेरे हृदय में आलोड़न की सृष्टि कर दी थी। आत्मीय रूप से हृदय के साथ किसी का निविड़ संबंध रहने पर ही ऐसे असम्भव कार्य सम्भव हो सकते हैं। इन गोस्वामी प्रभु का आदि परिचय क्या है? वे कौन है? और श्रीश्रीरांगामाँ कौन है? इन दोनों का पूर्व में घनिष्ट संबंध न रहने पर क्या कभी अतीन्द्रिय ऊर्ध्वलोक भेद कर श्रीश्रीगोस्वामी प्रभु आविर्भूत होकर माँ को दीक्षा देने के लिए आते! इसके कुछ समय पश्चात् ही जब मुझे आत्मज्ञान हुआ, मैं समाधिपाद पर उपनीत हुई, तब ऊपर के प्रश्नों का उत्तर अतीव सहजभाव से दैवादेश से प्राप्त हुए। अनुभव किया कि श्रीश्रीविजयकृष्ण गोस्वामी प्रभु की आदिसत्ता ब्रह्मानन्दन 'अत्रि' एवं श्रीश्रीरांगामाँ हुई अत्रिकन्या 'विश्ववारा' श्रीश्रीविजयकृष्ण गोस्वामी प्रभु और उनकी सहधर्मिणी योगमाया माता, ठीक जैसे ब्रह्मर्षि अत्रि एवं महासती अनुसूया देवी। अन्तर की ध्रुवा स्मृति के अर्गल एकबार उन्मोचित होने पर योगी साधक को एक ज्ञानाप्लूत स्थिर आनन्द अनुभूत होता है, तब अतीत के बहु विषय साधक के ज्ञाननेत्रों मे प्रत्यक्ष उद्भासित हो उठते है।

इसके पश्चात् वाराणसी में बाबा कीनाराम के आश्रम में और एक रहस्य उन्मोचित हुआ। कीनाराम बाबा के आश्रम में कीनारामबाबा की एक अद्भूत जीवन्त श्वेतपत्थर की मूर्ति थी। मैंने पहले भी उसे देखा था। उस मूर्ति पर मैं विशेष आकर्षण अनुभव करती थी। उसबार बाबा कीनाराम के आश्रम में संध्या के समय गयी थी। मैं कीनारामबाबा के विग्रह को प्रणाम निवेदन करूँगी ऐसा सोचकर जब वहाँ गयी तो देखा कि कीनारामबाबा के विग्रह के बदले वहाँ गोस्वामी प्रभु विराजित है। मैंने स्तम्भित होकर सोचा, ''अघोरेश्वर के बदले वैष्णव गोस्वामी प्रभु कैसे हो गये?'' दो-तीन बार अच्छे से निरीक्षण कर पुन: लौटकर वहाँ के एक सेवक से जिज्ञासा किया, ''कीनाराम बाबा की मूर्ति कहाँ गयी?'' उसने पहलेवाला स्थल दिखाया, जहाँ मेरे द्वितीय बार जाने पर मैंने देखा कि वह तो कीनाराम बाबा की ही मूर्ति है। इस पर आश्चर्यचकित होकर प्रणाम ज्ञापित कर लौटकर उस सेवक से कहा कि, ''मुझे कीनारामबाबा के कुछ फोटो दो तथा उनके संबंध में यदि कुछ पुस्तकें हो तो मुझे दो।'' उन्होंने मुझे फोटो और एक छोटी पुस्तक प्रदान की। बाद में साधनकाल में ज्ञात हुआ कि कीनारामबाबा और गोस्वामी प्रभु एक ही व्यक्तित्व है, विभिन्न समय में विभिन्न मार्गों से तपस्या कर सिद्ध हुए थे। महाराज श्रीकीनाराम की अन्तिम शिष्या, बंग प्रदेश के ब्राह्मण कुलोत्पन्न वयोवृद्धा अवधूतीन् माता ने अपने गुरुभ्राता बाबा बीजाराम से अघोरेश्वर कीनाराम के जीवन-कथा पर प्रकाश डालने का आग्रह किया। यह अवधूतीन् सिद्धयोगिनी थी बाबा कीनाराम की शक्ति। शक्ति बिना शिव का प्रकाश नहीं होता जैसे आलोक बिना सूर्य का प्रकाश नहीं। शिवसत्ता और शक्तिसत्ता सर्वदा एकसंग रहते हैं। भिन्न-भिन्न प्रकार से उनके लीला-माधुर्य के स्वभाव का प्रकाश होता है। साधना जैसे अनन्त धारा में पर्यवसित होती है वैसे ही सिद्ध महायोगीश्वरगण की साधना भी युग-युग में अनन्त धारा में प्रवाहित होकर जगत् के हित साधन को सम्भव करती है। सिद्ध योगीश्वरगणों की सिद्ध अवस्था का कोई तारतम्य नहीं होता। वे इच्छामात्र ही यत्र-तत्र प्रकटित होकर दर्शन दान से जगत् को पवित्र कर सकते हैं एवं जगत् का अनन्त मंगल करते हैं।

परवर्तीकाल में हमलोग वाराणसी की श्रीश्रीसिद्धिमाता के जीवन में देखते हैं श्रीश्रीविजय कृष्ण गोस्वामी प्रभु का अहरह दिव्य आविर्भाव। अतएव भक्तपाठकगण यह समझ लें कि उनका वास्तविक परिचय क्या है? – परम पुरुष और परमा प्रकृति!

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

योगीश्वर के रूप में श्रीश्रीसरोज बाबा

प्रसंग (४८) : घोषालदा-(श्रीश्रीबाबा के दीक्षित, हमारे एक ज्येष्ठ गुरुभ्राता एवं सुउन्नत क्रियावान साधक बन्धुवर; श्रीश्रीबाबा और उनका संबंध था सख्यभाव का। घोषालदा के पास श्रीश्रीबाबा थे उनके सद्गुरु एवं सखा उभय ही) घोषालदा ने श्रीश्रीबाबा के संबंध में बताते हुए एक अद्भुत घटना से मुझे अवगत कराया – ''हमारे लाहिड़ीदा कुष्ठ या गलित कुष्ठव्यक्ति को देखते ही यथासाध्य रूप से आगे बढ़कर सहायता करते, वह चाहे पथ में हो या ट्रेन में। एक दिन प्रात:काल लाहिड़ीदा श्रीनिताइबाबा के गृह से पैदल ही अपने आवासस्थल की ओर, डा. शीतल घोष के घर को पारकर ठीक जब रेल क्रॉसिंग के समीप आए, तो हठात् वहाँ देखा कि एक गलित-कुष्ठ व्यक्ति उठकर खड़े होकर रेलवे लाइन को पार करने की चेष्टा कर रहा है एवं हाथ बढ़ाकर सभी से सहायता माँग रहा है, किन्तु सभी उसकी उपेक्षा कर दूर से ही चले जा रहे थे। हमारे लाहिड़ीदा ने उसे देखते ही तुरंत उसके समीप जाकर अपने गले से लगाते हुए उसे सीधा करके खड़ा किया। साथ-साथ एक अत्याश्चर्यजनक घटना घटित हुई! वह गलितकुष्ठ देहवाला व्यक्ति श्रीनिताइबाबा के देह में रूपान्तरित हो गया एवं निताइबाबा लाहिड़ीदा के कंधेपर हाथ रखते हुए बोल उठे, ''सरोज! तुम इस परीक्षा में बहुत अच्छे ढंग से उत्तीर्ण हो गये हो।''– इस घटना को लाहिड़ीदा (दादा) ने भावस्थ अवस्था में घोषालदा को बताया था। घोषालदा गुरुजी को 'दादा' कहकर सम्बोधन करते थे। यही कारण था दोनों के बीच आन्तरिक वार्तालाप भी होता था।

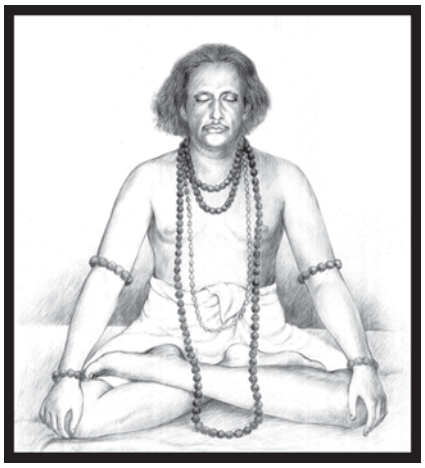

प्रसंग (४९) : निम्नोक्त घटना असीमदा (श्रीअसीम लाहिड़ी) के मुख से नि:सृत उनके स्वयं के जीवन की घटना है। असीमदा ने कहा –''तब मैं पुरातन नवनाड़ीतल्ले में एक खपरैल घर में किराये पर रहता था एवं समय पाते ही गुरुजी के सान्निध्य में चला जाता। गुरुजी द्वारा प्रदत्त क्रिया खूब मन लगाकर करने की चेष्टा करता एवं गुरुजी के भाव में विभोर होकर रहता। इसी दौरान एक दिन रात्रि में निरंतर प्रचण्ड वृष्टि होने लगी, इस अवस्था को अंग्रेजी में कहते हैं 'raining cats and dogs' अथवा 'heavy rain', मेरे घर की छत की अवस्था एकदम अच्छी नहीं थी, प्रबल वर्षण के फलस्वरूप खपरैल भेद कर समस्त घर जल से भर गया, सर्वत्र आश्रय विहीन हो गया था। सोने का बिस्तर भीग गया, तब कोई उपाय ना देखकर गुरु का स्मरण कर आसन में बैठ कर प्राणायाम करने लगा; कुछ ही मिनटों के उपरांत सम्पूर्ण माजरा मेरी समझ में आ गया यद्यपि बाहर मुसलाधार वृष्टि हो रही थी तथापि मेरे घर में कहीं से भी जल नहीं आ रहा था एवं भीतर के दीवार से भी जल का रिसाव नहीं हो रहा था। गुरुकृपा-आशीष का स्मरण कर तब मैं गभीर प्राणायाम में डूब गया।

प्रसंग (५०) : गुरुजी श्रीनिताइबाबा के जीवन में एक अभूतपूर्व घटना के विषय में मुझे बापी ने बताया उसी घटना पर संक्षेप में आलोकपात करना चाहती हूँ – लाहिड़ी बाबा के शब्दों में – ''मैं एवं और भी कुछेक गुरुभ्राता निताइबाबा के साथ पुरुलिया के जंगल में एक गृह में साधना के विषय पर विशेष समालोचना कर रहे थे। इसी समय हठात् चहुँ ओर से ''हो-हो'' की आवाज निरंतर सुनाई देने लगी। कुछ समय बाद ही हमलोगों ने देखा कि वहाँ के स्थानीय लोग मरने के भय से इधर-उधर भाग रहे हैं। तत्क्षण हमें खबर मिली कि दलमा पहाड़ से हाथी का एक विराट् दल हमारे गृह की ओर ही बढ़ता चला आ रहा था। हठात् देखा निताइबाबा तड़ित गति से उठ खड़े हुए और भगवान नारायण के सुदर्शन धारण करनेवाली भंगिमा में ही कुछेक मिनिट स्थिर रहे। उस समय हमलोग प्रचण्ड ठण्ड का बोध करने लगे; एस्किमों जैसे बर्फ के घरों में अवस्थान करते हैं ठीक वैसे ही हमें बोध हो रहा था। निताइबाबा ने जैसे योगशक्तिबल से बर्फ के ठोस वलय का निर्माण कर दिया हो। कुछ समय के उपरांत जब हमलोग निकल कर बाहर आए तो देखा कि आसपास के वृक्षादि और घर धूलिसात् होकर मिट्टी में मिल गये है, चतुर्दिक एक भयंकर ध्वंस की

छवि जिसके मध्य हमारी कुटिया स्वाभाविक भाव से अटल रूप से खड़ी थी!

पूर्णसिद्ध आप्तकाम योगीश्वरकल्प महात्माओं में अतुल योगैश्वर्य रहता है लेकिन वे स्वयं को जाहिर करने के लिए उस योगैश्वर्य को साधारण लोगों के समक्ष कभी प्रकाशित नहीं करते। सामूहिक विपदा के समय प्रयोजनानुसार वे उसका सद्व्यवहार कर भक्तों को आसन्न विपद् से मुक्त करते हैं। महात्मा ठीक ऐसे ही परम विनयी होते हैं। *...क्रमशः*

–पितृचरणाश्रित श्रीप्रदीप चट्टोपाध्याय, शिवपुर, हावड़ा

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रित श्रीचंद्र पारेख

पुराण कथा

सत्यवती

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

अग्निष्वात्तादि पितृगणों की मानसी कन्या थी 'अच्छोदा'। उन्होंने कभी भी पितृगणों का दर्शन नहीं किया था। एकबार उसने आकाश पथ द्वारा अद्रिका अप्सरा के साथ विमान में अंतरीक्षगामी अमावसु नाम के पिता का दर्शन कर उनका वरण किया। इस पाप के बाद अभिशप्त अप्सरा अद्रिका के गर्भ से उन्होंने पृथ्वी पर वसु नामधेय नृपति के 'सत्यवती' नाम्नी कन्या के रूप में जन्मग्रहण किया। यह देवीभागवत् के मतानुसार है।

शिवपुराण के मतानुसार विवस्वान (सूर्य) तनया 'यमुना' (कालिन्दी) ने देवराज इन्द्र के आदेश का पालन करते हुए शक्ति-पुत्र पराशर के मनोभिलाष को पूर्ण करने के लिए मत्सीगर्भ में जन्मलाभ किया एवं दासराज के गृह में 'सत्यवती' रूप में आविर्भूत हुई। अद्रिका या गिरिका नाम की कोई एक अप्सरा ब्रह्मशाप के कारण मत्सी रूप में यमुना नदी में वास करती थी। वही मत्सीरूपिणी अप्सरा राजा उपरिचरवसु के वीर्य का पान कर गर्भवती हुई। धीवरों ने उस श्रापग्रस्त मत्सीरूपी अप्सरा को जाल में आबद्ध करने के पश्चात् उसके उदर से मनुष्य सन्तान प्राप्त की तथा शीघ्रातिशीघ्र उन्होंने यह संवाद धीवरदास राज को प्रेषण किया। धीवरराज महिषी ने मत्सीगर्भ छेदन पूर्वक उसके उदर से दो मनुष्य सन्तानों को प्राप्त किया। उनमें से एक पुत्र एवं एक पुत्री थी। धीवरराज ने पुत्र को राजा उपरिचरवसु को प्रदान किया। कन्या उनके गृह में ही वर्द्धित होने लगी। उसका नाम पड़ा सत्यवती। सत्यवती पितृ-आदेश का पालन करते हुए यमुना में नौका वाहन का कार्य करती थी। यमुना पार करते समय एकबार पराशर ऋषि सत्यवती का रूप देखकर उसके पर मुग्ध हो गये। पराशर से सत्यवती को एक पुत्र प्राप्त हुआ। यह पुत्र कृष्णद्वैपायन के नाम से विख्यात हुए। कृष्णद्वैपायन ने बाद में वेदों का विभाग किया, जिससे वे 'वेदव्यास' या 'व्यासदेव' नाम से ख्यात हुए। दासराज की दुहिता सत्यवती बाद में कुरुवंशी शान्तनु राजा की महिषी हुई। शान्तनु और सत्यवती के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य।

महाभारत भगवत्लीला में अन्तर्निहित यौगिक तात्पर्य के अनुसार शान्तनु हुए निर्विकार ब्रह्मचैतन्य अर्थात् परम शान्त ब्रह्म अणु-सत्ता एवं सत्यवती हुई जड़-प्रकृति या इस ब्रह्माण्ड की विश्वप्रकृति स्वरूपा। वेदव्यास हुए भेदज्ञान अर्थात् विवेकज ज्ञानशक्ति। चित्रांगद हुए ईश्वरीय महत्तत्त्व एवं विचित्रवीर्य हुए ईश्वरीय अहंकार।

समस्त तथ्यों से यह बोधगम्य होता है कि सत्यवती अयोनिसम्भवा सत्ता। ये पितृगणों की मानसी कन्या; फिर, सूर्य-संज्ञा कन्या 'यमुना' रूप में भी इन्होंने ही देह परिग्रह किया था स्वर्गीय सूर्यलोक में। द्वापर में इनके ही दो रूप एक ही समय में परिलक्षित हुए, एक थी यमुना या कालिन्दी जो तपस्या के प्रभाव से भगवान श्रीकृष्ण की महिषी हुई एवं दूसरी ओर शान्तनु-पत्नी सत्यवती। एक ही समय में दो देहों को धारण करना साधना द्वारा अर्जित दिव्य-सृष्ट सत्ता द्वारा ही सम्भव है। सत्यवती की आदिसत्ता का संधान करने पर गोलोक-मण्डल में 'यमुना' नाम्नी गोपिका का रूप प्रकाशित होता है। इसीलिए 'सत्यवती' सत्य की पराकाष्ठा स्वरूपिणी एक अनन्य सृष्टि जिसने कृष्ण के अवतार स्वरूप महर्षि श्रीकृष्णद्वैपायन को जन्म देकर धरणी को श्रेष्ठ सम्पद् प्रदान किया। (*सहायक ग्रंथ : महाभारत तथा विभिन्न पुराण*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

आगामी अनुष्ठान सुची

बुद्ध पूर्णिमा – २९ अप्रैल, रविवार
अध्यात्मिक सभा – १७ जून, रविवार
गुरु पूर्णिमा – २७ जुलाई, शुक्रवार

श्रीश्रीभगवान किशोरी मोहन की पत्रावली

श्री अमरेन्द्र चन्द्र श्याम की कृति 'अखण्ड महापीठ' द्वारा प्रकाशित भगवान श्रीश्री किशोरी मोहन का जीवन ग्रंथ 'वृहत् किशोरी भागवत्'। इसके अंतर्गत भगवान किशोरी मोहन के अमूल्य आध्यात्मिक उपदेश समृद्ध पत्रावली से निम्नलिखित पत्रों को उद्धृत किया गया है।

(श्रीमती नगेन्द्रवाला को १ फाल्गुन को लिखें हुए पत्र संख्या ८ के पूर्व प्रकाशित अंश के बाद...)

...भक्तियोग के उपासक के लिए प्रणव जप करना उचित होगा या प्रणव संयुक्त नाम जप करें। ईश्वर के चिन्तन एवं ध्यान परायण हो एवं सर्वदा उनको स्मरण करें। भक्ति शास्त्र एवं भक्ति आख्यान पाठ करें एवं श्रवण करें तथा स्तव-स्तोत्र इत्यादि पाठ करें। भक्त का सान्निध्य प्राप्त करें। नास्तिक का संग एवं सर्वत्र कुसंग को वर्जन करें। भगवत् नाम, गुण, लीला, महिमा एवं कीर्तन श्रवण करें। वे जैसे पसंद हो, वैसे भगवान का भजन कर सकते हैं। शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर इत्यादि किसी भी भाव से साधन संपन्न कर सकते हैं। इन सबों में मधुर भाव का साधन ही श्रेष्ठ है। स्वयं ईश्वर की पत्नी-भाव से युक्त होकर उसकी पति-भाव से साधना करना ही मधुर-भाव की साधना है। ब्रजगोपीगणों ने द्वापर में यह साधना किया था। यदि इन सभी भावों में से कोई भी भाव तुम्हें प्रिय न लगे, तब ईश्वर का शिष्य बनकर गुरुभाव में उनकी साधना करो। वे भाग्यगुरु हैं। ब्रह्मादि के गुरु एवं उपदेशक। अतएव गुरुभाव की साधना ही उत्तम है। बाद में आराधना करते-करते ईश्वर तुम्हारी साधना सफल करेंगे। जब जैसी साधना की आवश्यकता होगी वे वैसी करवा लेंगे।

श्वेद, अश्रुपात, कंपन, लोमहर्षण इत्यादि भक्ति के वाह्य लक्षण हैं। अष्टांग योगसाधन, 'मैं ब्रह्म' इत्यादि चिंतन द्वारा ज्ञानयोग में साधना के अनेक पंथ हैं। जिसकी जिस पथ में रुचि है वह उसी पथ से साधन कर सकता है।

प्रसिद्ध समस्त पथ ही सत्य हैं। किन्तु सभी पथों में नित्य कुछ समय हेतु भक्तियोग में ईश्वर आराधना, उनके स्तव, स्तोत्र पाठ द्वारा उनकी वंदना अवश्य करनी चाहिए। नहीं तो साधन शुष्क और नीरस हो जाएगा। भक्तिरस में सिंचित होने पर समस्त पथ ही सरस, कोमल एवं सुगम हो जाऐंगे। सभी पथों के पथिक इस तरह से ईश्वर की कुछ-कुछ कृपा-लाभ कर पायेंगे। वे हमेशा ही सबों पर कृपाविस्तार हेतु प्रस्तुत हैं।

अंधे, लँगड़े, भिक्षुक की तरह उनके द्वार पर दीनभाव में, उपस्थित होकर उनसे करुणा-भिक्षा माँगनी होगी। मन-प्राण सहित भिक्षा माँगने पर सभी भिक्षा पायेंगे, कोई भी उन के द्वार से वंचित नहीं होगा। यह समय ईश्वर कृपालाभ का विशिष्ट समय है। कम परिश्रम द्वारा सभी उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें (परमात्मा को) और कुछ भी नहीं देना है। वे भक्ति-विश्वास से ही संतुष्ट है। वे अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। जब उन्होंने तुम्हें मनुष्य रूप में सृजन किया है, तब तुम्हारे हृदय के एक कोने में भक्ति विश्वास प्रतिस्थापित किया है। उन्होंने जो दिया है उसकी सहायता से ही तुम उनके समीप गमन करो। अल्पकाल में ही उनके प्रसाद से एक कोने में पड़ी वह भक्ति तरंग के रूप में परिणत हो जाएगी। उनके भक्त क्रमशः उनकी कृपालाभ कर सदा भक्ति रस में सराबोर रहकर निज को स्वयं ही भूलकर; कौन क्या कहेगा, उस तरफ ध्यान न देकर कभी हास्योल्लास करते है, कभी क्रंदन करते हैं, कभी उन्माद के सदृश प्रलाप वाक्य कहते हैं तथा चित्कार करते हैं इत्यादि। भावावेश में क्या-क्या करते हैं। उनके भाव के अभ्यंतर में प्रवेश न कर पाने से साधारण लोग उनके संबंध में जिनकी जो इच्छा होती वह वही बोलते है। भक्त के कार्यकलाप को लेकर कभी भी कोई कुसमालोचना मत करना। भक्तों के प्रति सहायता एवं अनुकूलता करनी चाहिए। जो भक्त को आदर प्रदान करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वे भी ईश्वर के प्रिय बन जाते हैं। भक्त की वंदना एवं स्तव-स्तुति करने पर ईश्वर उसे अपनी वंदना और स्तुति मानकर संतुष्ट होते हैं। भक्त की सेवा करने पर उसे अपनी सेवा में गणना करते हैं। भक्त की महिमा और अधिक क्या बोलूँ – ईश्वर स्वयं ही उसके दास बन जाते हैं। जैसे यह बोध होता है कि उनकी इच्छा होती है कि 'यह विशाल साम्राज्य उसे देकर स्वयं उसका दास बनकर रहूँ।'

भक्ति की महिमा इसीरूप में सभी शास्त्रों में वर्णित है। भक्ति मार्ग के उपासक की ईश्वर के प्रति भक्ति –विश्वास तीव्र रहने पर से योग इत्यादि अनुष्ठान का कुछ भी प्रयोजन नहीं होता। बल्कि इसके विरुद्ध भगवद्गीता में कई स्थानों पर विभिन्न भावों में भक्ति–योग की आराधना का उपदेश दिया गया है। भक्तियोग में एकमात्र ईश्वर का ही आश्रय एवं उनका चिन्तन ही अनन्यता है। अतएव कोई अन्य आश्रय ग्रहण करने जाने पर चित्त में विक्षेप आएगा एवं अनन्यता नहीं रहेगी।

'सर्व धर्माण परित्यज्य' इसका अर्थ विस्तृत है। ऐहिक संबंधी हो या साधन संबंधी, एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। इस पथ में सर्वदा धैर्य धारण कर सभी कार्यों में उनकी तरफ ध्यान रखना होगा। जिनके पास धैर्य नहीं है वे इस पथ पर खड़े ही नहीं हो सकते। विश्वास, भक्ति एवं धैर्य के साथ भक्त को अग्रसर होना होगा। प्रथमावस्था में कुछ दिनों तक धैर्य धारण करना होगा। ईश्वर सृष्ट इस विशाल जगत् में, रचना कौशल आदि संदर्शन पूर्वक इन सबों को उनकी अनंत विभूति का प्रकाश जानकर, उनमें भक्ति–विश्वास दृढ़ता पूर्वक स्थापित करो। तुम जो अपने शरीर के भीतर चैतन्य की अनुभूति कर रहे हो, यह उनका स्वरूप चैतन्य तथा उसका ही प्रकाश है एवं तुम जिस शक्ति का अनुभव कर रहे हो, वह भी उस पूर्ण शक्ति का आंशिक प्रकाश है। तुम्हारा मन, बुद्धि, इन्द्रियादियुक्त सूक्ष्म देह एवं स्थूल देह उसी की शक्ति का आंशिक स्फूरण है। तुम्हारे शरीर में अवस्थित प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान और उन सब का सूक्ष्म रूप में मुख्य प्राण, जिसके द्वारा यह काया परिचालित हो रही है, बातें कर रही है, स्मरण कर रही है, न्याय, अन्याय का विचार कर रही है, कौन सी वस्तु क्या है एवं ईश्वर कैसे हैं एवं तुम किस प्रकार अनुसंधान कर रहे हो, वह सम्पूर्ण ही उसी शक्ति का विकास है। तुम जो 'मैं हूँ' कहकर निर्देश कर रहे हो, वह वही चैतन्य तथा उसकी शक्ति का विकास है।

भगवत्गीता में उन्होंने कहा है, 'अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानोसमायुक्तः पचाम्यन्नम् चतुर्विधम।। सर्वस्य चाहं हृदिसन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च।'

ईश्वर सर्वत्र परिव्याप्त हैं तथा तुम्हारे शरीर में परिव्याप्त होकर तुम्हारे हृदय पुण्डरीकरूपी गुहा में अवस्थित है। वह स्थान अति लघु होने से उन्हें वहाँ लघु क्षुद्राकार में स्थित कहा जाता है। किन्तु वे अल्प क्षुद्र नहीं हैं। उनके द्वारा सृष्ट शून्य विराट् है परन्तु उसकी अपेक्षा भी वे अति विराट् है। वे सर्वपेक्षा वृहत् हैं इसीलिए उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वृहतात् ब्रह्मगीयते। वह हृद्पद्म ही भक्तियोग में आराधना का विशिष्ट स्थान है। बुद्धि वहीं स्थित है। वही भक्ति विकास का प्रधान स्थान है। श्रुति के अनुसार – अंगुष्ठमात्र पुरुषं ध्यायेत् चिन्मयं हृदि। हृदयदेश में चित्त को स्थिर करने पर चैतन्य का अनुभव होगा। उसी चैतन्य में चित्तको निविष्ट कर ध्यान करना। यदि चैतन्य का इसप्रकार ध्यान न कर सको, तब गुरु की मूर्ति अथवा अन्य साकार मूर्ति लेकर उसी प्रतिमा का चेतन और आनन्दमय भाव में ध्यान करना। गुरुमूर्ति या ईश्वर की साकार प्रसिद्ध प्रतिमा में से किसी एक को लेकर ध्यान एवं भक्तियोग में आराधना कर सकते हो। वे तुम्हारी आत्मा हैं इस भाव में ध्यान करना ही उत्कृष्ट है। ऐसा न कर पाने पर भेद (द्वैत) भाव में साधना करना। दो प्रकार की भक्ति गौणी–भक्ति द्वारा सर्वप्रथम भेद (द्वैत) भाव में भजन होता है। इसे पराभक्ति कहते हैं। पराभक्ति–बल से ईश्वर के सर्वव्यापकत्व एवं सच्चिदानंद रूप की अनुभूति होती है। तब उन्हें तत्वतः जानकर उपासक मुक्त हो जाते हैं। उसी को कैवल्य मुक्ति कहते हैं। देह का अस्तित्व रहते हुए उसका आत्मानुभव होकर देहांत में स्थूल देह और सूक्ष्म देह सर्वोपाधि वर्जित होकर निर्वाण या कैवल्य रूपी परमशान्ति तथा परमानंद का चिरकाल तक भोग करता है। वही पूर्ण ब्रह्म रूप की स्थिति है। मृत्युकाल में वे ब्रह्मज्ञानी होकर ब्रह्मरूप धारण करते है। उनका किसी लोक में गमन नहीं होता। जिनकी मृत्युपूर्व स्वरूप दर्शन में अविद्या नाश नहीं होती, सूक्ष्म शरीर पर अभिमान रहता है, उन्हें अतिवाहिक देवतागण आर्च्चिरादि मार्ग द्वारा गोलोक, वैकुण्ठ आदि ब्रह्मलोक में साधना पूर्ण करवाने हेतु ले जाते है। उसे देवयान क्रममुक्ति पथ कहते है। तुम्हारे पास समय है। एकांत मन से ईश्वर का भजन करों; भजन करने से उनके कृपाबल से तुम्हें कैवल्य या निर्वाण रूपी पूर्ण परामुक्ति प्राप्त होगी।

इति–

श्रीकिशोरी मोहन वन्द्योपाध्याय

...क्रमशः

–हिन्दी अनुवादः मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

ज्ञानगंज के योग प्रसंग पर

योग व्याख्या - श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

श्रीविजन कुमार सेनगुप्त के विशेष अनुरोध से ड: गोपीनाथ कविराजजी के १८ पत्र के साधन मार्ग के निगूढ़ तत्त्व एवं साधन प्रणाली के ऊपर श्रीश्रीमाँ की योगव्याख्या–

ड: गोपीनाथ कविराजजी के पत्रावली प्रसंग पर :–

मर्मी साधक ड: गोपीनाथ कविराजजी के गुरुभ्राता श्रीअक्षय कुमार दत्तगुप्त महाशय को ज्ञानगंज के साधनमार्ग के क्रियायोग के जो समस्त निगूढ़ तत्त्व, तथ्य एवं साधन प्रणाली के विषय पत्रों में उल्लेख किये गये हैं उनसे ही संबंधित कुछ प्रश्न :–

७। **पत्र (९) - (द्वितीय भाग)** श्रीगुरुदेव देहरक्षा के पूर्व पर्यन्त १०८ के पूर्णभाव में थे। तिरोधान के समय १०९ में प्रतिष्ठित हुए। देह अवस्थानकालीन समय में यदि एक घण्टे के लिए भी १०९ में अवस्थान करते, तो समग्र जगत् में अचिन्तनीय काण्ड संघटित होता। इस जगत् में सृष्टि के पश्चात् आज पर्यन्त किसी ने भी स्थूलदेह में रहकर १०९ की अवस्था को प्राप्त नहीं किया है। कोई भी योगी यदि इस अवस्था को स्थूलदेह में प्राप्त करता है, तो उससे समग्र जगत् में परिवर्तन होगा। इसीमें जगत् का प्रकृत कल्याण है। अभी गुरुदेव यही चाहते है, जिसे वे प्राप्त नहीं कर सके उसकी ही उपलब्धि करने में उद्योगी हुए है। यही उनका महान उद्देश्य - (इस विषय पर श्रीश्रीमाँ का मत।) १०८ पर्यन्त 'पुरुषोत्तम' प्राप्त कर के भी उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी कारण उससे मुख्य स्वतंत्रता का स्फुरण नहीं होता इसीलिए आत्म-कल्याण, जगत्-कल्याण सुव्यवस्थित ढंग से नहीं किया जा सकता, १०९ होना जरूरी है। ऊर्द्धलोक में गमन के पश्चात् १०९ होने पर जगत् का कोई फल नहीं होता। जगत् के लिए जो प्रयोजनीय है वही होना आवश्यक है। कथार्थ – श्री अरविन्द के Descent of the Supramental-के अनुरूप। (इस विषय पर श्रीश्रीमाँ के विचार क्या हैं?)

उत्तर - (पत्र ९ का द्वितीय भाग) – इस विषय पर मेरा कोई मत नहीं है, कारण, इस विषय पर आलोचना करना संगत प्रतीत नहीं होता। पुराण प्रसिद्ध ब्रह्मानन्दन सनक-सनकादि ऋषिगण, श्रीकृष्णद्वैपायन व्यासदेव इत्यादि सभी पूर्ण के आधार थे। ये सभी युगों-युगों से जगत् का कल्याण करते आए हैं। श्रीकृष्ण चैतन्य साक्षात् नित्य कृष्ण के रूप थे। ये थे साक्षात् सनातन पूर्णब्रह्म के सगुण विग्रह। ये सभी इस धरातल पर मनुष्य देह परिग्रह कर विराज करते आए है।

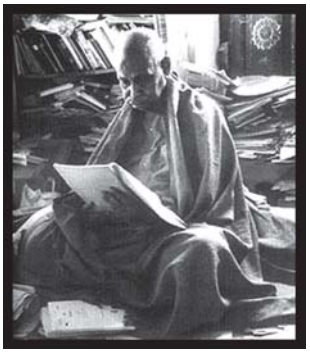

ये साक्षात् भगवान है। युगावतार वरिष्ठ श्रीरामकृष्ण परमहंसदेव पुरुषोत्तम के अन्यतम साक्षात् स्वरूप। ये क्या Descent of the Supramental-के प्रतिभू नहीं है? सृष्टि के नियमानुसार सभी कर्मों के द्वारा ही गतिलाभ होता है। सृष्टि के नियम, दिव्य द्वारा परिचालित अतएव अलंघनीय। दिव्य की महाइच्छा के बिना इसे लंघन करना असम्भव है।

श्रीगोपीनाथजी ने कहा था कि १०८ पर्यन्त 'पुरुषोत्तम' प्राप्त कर भी योगी को तृप्ति नहीं होती क्योंकि उससे मुख्य स्वातंत्र्य का स्फुरण नहीं होता उस कारण से सटीक आत्म-कल्याण, जगत्-कल्याण नहीं किया जा सकता। १०९ की उपलब्धि आवश्यक है। १०८ पर्यन्त 'पुरुषोत्तम' लाभ कर योगी की हिरण्यगर्भ में स्थिति होती है। हिरण्यगर्भ में चिदणुरूप में अस्तित्व-बोधमय अवस्था में लिंगशरीर में योगी पुरुषोत्तम अवस्था के आराधना में रत रहता है। तब जगदादि के संबंध में योगी को अन्य कोई चिन्ता नहीं रहती। क्रमान्वय में योगी इस अवस्था में हिरण्यगर्भ में रहते-रहते सगुणब्रह्म सनातन का साक्षात् प्राप्त करते हैं 'नारायण' रूप में। चिन्मय जगदीश्वर नारायण के साथ सायुज्य प्राप्त करने के लिए योगी तब भक्त में रूपान्तरित होकर तपस्या करते है। यह हुआ १०९, जहाँ एक के मध्य अनन्त समाविष्ट है। यहीं होता है पुरुषोत्तम का अनन्तयोग। स्थूलतनु में १०९, स्तर के परिस्फुट होने पर, ब्रह्मवेत्ता से भगवत्वेत्ता में उपनीत होकर योगी जगत् का अनन्त मंगल करने में सक्षम होते हैं। किन्तु ऊर्ध्वलोक में जाकर हिरण्यगर्भ स्थित यह पद प्राप्त होने पर जगत् का कोई कल्याण नहीं होता। यह योगी के निजस्व साधना में पर्यवसित मात्र होता है।

...क्रमश:

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

श्रीश्रीमाँ की प्रथम बद्रीनाथधाम यात्रा

(८)

दूसरे दिन प्रात:काल श्रीश्रीबद्रीनाथजी के शृंगार के समय महास्नान के जल के प्रयोजनार्थ रावाल जी से कहा गया था कि वे उसकी व्यवस्था कर लेंगे, तीर्थयात्रा में हमारी योजना इस धाम पर त्रिदिवसीय विश्राम की थी एवं वहाँ पर आसापास के दर्शनीय तीर्थस्थलों के अवलोकन की परिकल्पना भी थी। किन्तु रात में जब कपड़े बदल कर बिस्तर को सुव्यवस्थित कर रहा था तब उसी समय हमारे गुरुभाई प्रबोधानन्दजी ने आकर सूचना दी कि श्रीश्रीमाँ आगामी कल सुबह बद्रीनाथधाम से प्रस्थान करेंगी। इसीलिए हिमालय में हमलोगों का विश्राम मात्र एक दिन का हुआ। यही कारण था कि समस्त धर्म-कर्म संपादित कर उस तीर्थस्थल में अवस्थान की वह अंतिम रात थी। क्षणमात्र में समस्त परिकल्पनाओं पर हताशा की आँधी छा गयी। प्रबोधानंदजी का भी मन क्षुब्ध था, उन्होंने और भी बताया कि प्रात:काल में स्नान एवं साधन के पश्चात् बद्रीनाथ का दर्शन कर लौट आने का आदेश हुआ है।

रजनी जितनी ही गभीर होने लगती, हिमालय का तुषार मिश्रित ठंड का प्रकोप उसी अनुपात में बढ़ने लगता, कुछ किया नहीं जा सकता। सुबह में उठना होगा, इसीलिए मातृ आदेश के पालन का संकल्प लेकर तथा प्रबोधानंदजी को सान्त्वना प्रदान कर, 'जय बद्री विशालजी की जय' बोलकर शयन हेतु बिस्तर का आश्रय लिया। प्रात:काल स्नान के पश्चात्, दोनों व्यक्ति के क्रिया साधन संपन्न कर होटल से बाहर आते ही हिमालय के प्राकृतिक सौन्दर्य की मनोमुग्धकारी छटा ने, गत रात्रि की हताशा के प्रभाव के अधिकतर अंश को मिटा दिया। नर-नारायण पर्वत के पीछे की तरफ खड़े उच्च शिखर संपन्न नीलकंठ पर्वत का तुषार-धवल दृश्य था उस समय अति सुन्दर। कुछ देर तक राह में खड़े होकर उसकी तरफ पुलकित नयनों से देखकर विशाल आनंद का उपभोग कर, हमलोग पैदल मंदिर की तरफ बढ़ चले। वहाँ पर मुख्य दरवाजे के भीतर प्रवेश कर, जहाँ से दो सीढ़ियों की श्रेणी ऊपर चढ़ने एवं नीचे उतरने हेतु थी; वहाँ खड़े होकर श्रीश्रीबदरीनाथ का दर्शन करके नयनतृप्त हो गये। उस समय मंगल-आरती का अंतिम पर्व चल रहा था इसीलिए भीतर आरती देखने का स्थान भक्तवृंदों से परिपूर्ण था। आरती का घंटा, मंत्रपाठ, जयध्वनि एवं विभिन्न सुगंधित धूप के सुवास ने मंदिर को सचमुच देवभूमि के देवालय के रूप में परिणत कर दिया था। उसी दरवाजा के समक्ष रखा हुआ था घी का प्रज्ज्वलित प्रदीप तथा भक्तवृंदों हेतु पूजा का प्रसाद एक बड़े पीतल के थाल में रखा था। हाथ बढ़ा कर हमलोगों ने अनायास ही उसे प्राप्त कर लिया। विग्रह की तरफ हाथ जोड़कर श्रीश्रीबद्रीनाथ को बताया, ''भगवान, आज ही आप के प्राचीन धाम को छोड़ कर जाना पड़ेगा, इसीलिए आपके श्रीचरणों में मेरी विनीत प्रार्थना है कि सदा सर्वदा आपकी कृपा एवं आशीर्वाद मिलता रहे एवं यात्रा से पूर्व आपसे विदा चाहता हूँ। आप करुणा कर हमें विदा होने की अनुमति प्रदान करें।'' मन अति दु:खित हो गया, दोनों हाथों को जोड़कर सिर से सटाते ही कूटस्थ में ज्योति का दर्शन हुआ। तब आशीर्वाद से परिपूर्ण श्रीहरि से मैंने प्रार्थना किया, ''मेरे जाने का समय हो गया, विदा करें।'' यह कहकर सीढ़ी से उतरकर मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा कर, बाहर आकर स्वर्गगंगा अलकानंदा के पुल पर से पर्वत से आती हुई गंगा का रूप एवं स्वर्ग की वार्ता वहन कर प्रचार के उद्देश्य से मर्त्य में अवतरण की गतिविधि का अवलोकन कर रहा था। वहाँ से मोबाइल फोन से मंदिर के साथ दोचार छवि खींची थी। उस समय बाहर में कोई भी दुकान खुली नहीं थी, केवल पथ पर भक्तों का आवागमन था। प्रात:काल भगवान श्रीविष्णु के दर्शनोपरांत, लौटकर होटल के समीप रास्ते पर खड़ा होकर देखा कि उस दिन प्रात:कालीन दिवाकर की रक्तिम आभा जो नीलकंठ पर्वत शिखर पर पड़ रही थी, उसका सौन्दर्य उषाकाल की तुलना से भिन्न था, किन्तु उसकी नवीनता का वैचित्र्य था अति अपूर्व। वहाँ के अपूर्व दृश्य की तस्वीर खींचने में भी मैंने भूल नहीं की, मंदिर यात्रा के सहयात्री प्रबोधानंदजी पहाड़ के सुन्दर दृश्य को देखकर आत्महारा हो गये एवं मुझसे कहने लगे, ''वाह! कितना सुंदर दृश्य है।'' उस नीलकंठ पर्वत के पादप्रदेश में अवस्थित नर-नारायण पर्वत की प्राकृतिक अपूर्वता भी कम नहीं थी।

हमलोगों के देवता भगवान श्रीविष्णु हैं स्थिति एवं पालन शक्ति के प्रतीक। वे जगत् के मानव कल्याणार्थ नर व नारायण ऋषियों के रूप में वहाँ (बद्रीनाथ धाम में) तपस्या रत थे। इस जगत् का भार हरण करने के उद्देश्य से भगवान श्रीविष्णु ने (नर व नारायण) दो शरीर धारण कर संसार में अवतार ग्रहण किया था। वह कार्यभार पूर्ण होने पर पुनः वे लौटकर बदरीकाश्रम में तपस्यारत हुए। इस विषय पर महाभारत में एक कहानी है जो इस प्रकार है –

एकबार लोमश ऋषि ने इंद्रलोक में जाकर देखा कि इंद्र और अर्जुन एक ही आसन पर आसीन हैं। ऋषि ने विस्मित होकर देवराज इंद्र से अर्जुन का परिचय जानना चाहा। उन्होंने लोमश ऋषि से भी अधिक विस्मित होकर कहा, उनके समान एक तपस्वी एवं पुराणविद् अर्जुन को नहीं पहचानता! तब देवराज इंद्र ने ऋषि को बताया, 'प्राचीन ऋषिद्वय नर व नारायण जगत् का भार हरण हेतु कुरुकुल में नर ऋषि ने अर्जुन रूप में एवं यदुकुल में नारायण ऋषि ने श्रीकृष्ण के रूप में अवतार लिया है। दिव्य अस्त्र संग्रह हेतु सम्प्रति अर्जुन स्वर्ग पधारे हैं।' फलस्वरूप हमने यह जाना; हिमालय में प्राचीन देवभूमि बद्रीक्षेत्र में अधिष्ठित देवता हैं नर व नारायण ऋषिरूपी स्वयं श्रीविष्णु। पुराण-कथा अनुसार यह विदित है कि उसी विष्णुक्षेत्र में भगवान श्रीकृष्ण ने बारह वर्षों तक कठिन तप किया था और वे जब लीला संवरण हेतु प्रस्तुत हुए ठीक उसी समय उन्होंने तपस्या हेतु उद्धव को उसी बदरीकाश्रम में भेजा था। बद्रीनाथ धाम केदारनाथ की तुलना में लगभग २००० फीट नीचे अवस्थित होने से गृहस्थ भक्तों के मध्य बद्रीनाथधाम की लोकप्रियता अधिक है। बद्रीनाथ ऋषिकेश से लगभग २९७ कि.मी. दूरी पर अवस्थित है तथा ऋषिकेश हरिद्वार से लगभग २४ कि.मी. दूरी पर विराजमान है। इसके अतिरिक्त तिब्बत जाने हेतु वहाँ से दो महत्वपूर्ण पथ हैं। एक जोशीमठ होते हुए निति वालापथ एवं दूसरा बद्रीनाथ होते हुए माना वालापथ, माना-दर्रा (Pass) अतिक्रम कर तिब्बत की तीर्थपुरी एवं भस्मासुर होकर कैलाश-मानसरोवर इत्यादि तीर्थ पथों की सूचना हमलोगों ने पहाड़ के मानचित्र से प्राप्त किया। तत्पश्चात् और भी तीर्थ हैं, मानाग्राम से होकर सर्वप्रथम व्यासदेव की गुहा, तत्पश्चात् उसी पथ में अवस्थित है विख्यात तीर्थस्थल 'वसुधरा', अलोकापुरी, चक्रतीर्थ होते हुए शतोपंथ ताल तथा स्वर्गारोहण पर्वत होते हुए उत्तर दिशा की ओर महाप्रस्थान पथ की यात्रा। जिसपथ पर एकदिन बहुतेरे साधु-संत, महात्मा, ऋषि व माहाभारत के राजपुत्र वधू द्रौपदी को साथ ले कर पंच-पांडवगणों ने गमन किया, जिनके सहचर थे छद्मवेश में श्वानरूपी धर्मराज देवता। बद्रीनाथ के चरण छूकर स्वर्गगंगा अलकानंदा की सृष्टि की है, बद्रीनाथ के उत्तर पश्चिम में अवस्थित 'खाँदु हिमवाह' व 'वसुधरा' जलप्रपात ने जो अलकापुरी पर्वत के पादप्रदेश में स्थित समतल स्थान से निःसृत है। यह हिमवाह शतपंथ शिखर के दूसरी तरफ अर्थात् पूर्व दिशा में अवस्थित है। ये सब स्वर्गराज्य हिमालय के मानचित्र की कथाएँ हैं। श्रीश्रीमाँ की शारीरिक अवस्था एवं आश्रम के कुछ प्रयोजनीय कार्य हेतु श्रीविष्णुतीर्थधाम से कोलकाता लौटने का फैसला हमारी भगवती स्वरूपिणी गुरुमाता ने किया। इसीलिए देवभूमि के कुछ प्राचीन तीर्थस्थानों का दर्शन हमारे लिए संभव नहीं हो सका।

...क्रमशः

–मातृचरणाश्रित स्वामी संवेदानंदजी

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

हमारी अत्यंत प्रिय गुरुभगिनी सुरभि सेखाणी ने नौ फरवरी को इस जगत् से चिरविदाई लेकर पारिवारिक स्नेही जनों के साथ-साथ सभी गुरु भाई-बहिनों के सब्र का बांध तोड़ दिया। श्रीश्रीमाँ के प्रति अत्यंत श्रद्धा और समर्पण रखने वाली हमारी स्नेही सुरभि को हमलोग कभी नहीं भुला पाएंगे। इतनी अस्वस्थता के बावजूद आश्रम के प्रत्येक उत्सव में आने का उत्साह कभी कम नहीं हुआ। सबों के प्रति मृदु एवं आत्मीयता के कारण उसकी कमी हमें हमेशा खलती रहेगी। परम पिता परमेश्वर से हमारी प्रार्थना है कि सुरभि की दिवंगत आत्मा को परम शान्ति की प्राप्ति हो।

योग प्रसंग पर उपलब्धित आलोक

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

प्रश्न ४३ : देवयान मार्ग किसे कहते है?

उत्तर : योगशास्त्र में उल्लेखित है, दायीं नासिका में जिस नाड़ी द्वारा वायु प्रवाहित होती है, उसे पिंगला नाड़ी कहते हैं।

यह पिंगला नाड़ी अग्नि के न्याय तेजोमयी होती है। इसे ही देवयान मार्ग कहते हैं। जो पुण्यवान होते हैं उनकी इसी मार्ग में गति होती है। योगीगण इस नाड़ी में मन को समाहित कर साधन करने के पश्चात् वे ज्योतिर्मय देवपथ पर शीघ्र गमन कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्रिया करते-करते साधन समय में बहुविध ज्योति दर्शन होता है। ये बहुविध ज्योति समस्त शक्तिमान देवता विशेष। इन सभी देवताओं को अर्च्चिदेवता कहा जाता है। इनका वर्ण अग्निवर्ण अर्थात् देहाभ्यन्तरस्थ पंचाग्नि वर्ण। (पंचाग्नि - अग्नि, विद्युत, सूर्य, चन्द्र और कूटस्थ ब्रह्म)। ये समस्त देवतागण ही सूक्ष्मलोक में विराज करते है एवं साधकों को साधन पथ पर अनेक प्रकार की सहायता करते है। ब्रह्मलोक गमनार्थ देवयान पथ पर भिन्न भिन्न बहु देवता जीव को एकस्थान से अन्य उच्चतर स्थान में ले जाते है। किन्तु वे किसी भी जीव को ब्रह्मलोक में नहीं ले जा सकते। विद्युत अधिष्ठात्री देवलोक, (अर्थात् उन्नत स्वर्गलोक, महर्लोक या जनलोक) प्राप्त होने पर ब्रह्मलोक से एक अतिमानव पुरुष आकर, सद्गुरु होकर, उस साधक को या पुण्यवान जीव को ब्रह्मलोक में ले जाता है। देवयान मार्ग से ही योगी का ब्रह्म में प्रवेश होता है।

प्रश्न ४४ : 'गुण' कहाँ से उत्पन्न होते है एवं क्यों उत्पन्न होते है? गुण का स्वरूप क्या है?

उत्तर : परमात्मा की उपाधि ही है स्थूल, सूक्ष्म, कारण देह या प्रकृति। योगशास्त्रानुसार परमात्मा उपाधियुक्त होने पर ही जीवरूप में परिणत होता है। प्रकृति के मध्य जब तक चैतन्य क्रीड़ाशील रहता है तब तक बद्धभाव या जीवभाव रहता है। प्रकृति-पुरुष एक ही है केवल नामान्तर भिन्न है। क्रिया के परावस्था में जब साधक आत्मस्थ होकर गुणों रहित होते हैं तब वे 'निर्गुण पुरुष' उपाधि को प्राप्त होते है, फिर जब वे बाह्यिक विषयों से लिप्त होते है तब वे गुण युक्त हो जाते है, तब उनकी उपाधि होती है 'प्रकृति'। प्रकृति के मध्य तीन गुण है - सत्त्व, रजः और तमः। जब सत्ता की प्रकृति में तमोभाव प्रबल होता है तब वह जड़-विषय रूप में प्रकटित होता है। प्रकृति में रजः और सत्त्वभाव रहने से मनुष्य भाव प्रकटित होता है एवं प्रकृति के मध्य सत्त्व गुण प्रकाशित होने से देवभाव सम्पन्न सत्ता प्रकटित होती है। आत्मा प्रकृतिस्थ होकर 'मन' उपाधि प्राप्त करती है। एवं उस मन से ही सृष्टिकर्मादि परिचालित होते है। आज्ञाचक्र पर्यन्त गुण का स्थान है। जो आज्ञाचक्र में स्थितिलाभ करते है वे प्रकृति पाशमुक्त हो जाते है। जिस स्थान पर्यन्त गुण का स्थान या आरम्भ होता है, वह स्थान हुआ ब्रह्मयोनि अर्थात् सृष्टि का कारण। उस स्थान में योगी के स्थितिलाभ करने पर गुणातीत अवस्था प्राप्त की जा सकती है। आज्ञाचक्र के मध्य ही ब्रह्मयोनि है। सत्त्व-रजः-तमः नामक तीनों गुण प्रकृति से ही उद्भूत होते है। तीनों गुणों की साम्यावस्था को ही प्रकृति कहते हैं। देवी चिदंश, वह चिदंश यथार्थरूप में अव्यय या निर्विकार होता है। दूसरी ओर, गुणत्रय की पृथक रूप से अभिव्यक्ति में प्रकृति के कार्य के लिए जो देह होती है, उस देह मध्य अवस्थित देही को सुख-दुःखादि में आबद्ध करके रहती है। देही की देह को सृष्टिकार्य में चालित करने के लिए गुणत्रय का प्रयोजन होता है।

'गुण' होते हैं प्रकृति-शक्ति। शक्तिमान के मध्य जैसे शक्ति निविष्ट रहती है, उस शक्ति का खेल शक्तिमान की इच्छा होने से ही प्रदर्शित होता है, सर्वदा नहीं होता। ठीक वैसे ही गुणी के मध्य गुण सर्वदा ही निविष्ट रहते है। जब गुणों का प्रकाश होता है, वह स्वाभाविक भाव से ही होता है। जब गुणशक्ति सुषुप्तावस्था में रहती है, सुदीर्घकाल तक जाग्रत नहीं होती वह अवस्था ही 'निर्गुण' भाव, अर्थात् पुरुष-प्रकृति का एकीभूत साम्यभाव। हमारे देहाभ्यन्तरस्थ इड़ा-पिंगला और सुषुम्ना नाड़ीत्रय में रजोगुण, तमोगुण और सत्त्वगुण यथाक्रम में प्राण प्रवाह में प्रवाहित होते रहते है। ये समस्त नाड़ीत्रय प्राण के संचरण की गति एवं स्थिति अनुयायी सत्ता के स्वभाव में प्रकाशित होते है।

–हिन्दी अनुवाद : मातृचरणाश्रित श्रीविमलानन्द

कलियुग में भक्ति देवी श्रेष्ठ

एकबार नैमिषारण्य में मुनिवर–शौनक ने सूत–मुनिवर से पूछा, ''हे मुनिवर! भक्ति, ज्ञान व वैराग्य लभ्य महान विवेक का विकास कैसे होता है एवं साधकगण सर्वप्रकार माया–मोह से स्वयं को कैसे मुक्त करते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव प्राय: आसुरी–स्वभावयुक्त, नानाविध क्लेश से क्लिष्ट है। इस जीव को परिशुद्ध करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? 'चिन्तामणि' केवल लौकिक सुख ही प्रदान कर सकता है और 'कल्पवृक्ष' अधिक से अधिक स्वर्गीय सम्पदादि दे सकता है, किन्तु गुरुदेव के प्रसन्न होने पर भगवान योगी के लिए सुदुर्लभ नित्य वैकुण्ठ धाम भी प्रदान कर सकते है।'' सूत ने कहा – ''हे शौनक! तुम्हारे हृदय में भगवत् प्रेम का वास है, इसीलिए मैं विचार कर तुम्हें सभी सिद्धान्तों का सार सुनाता हूँ जो जन्म–मृत्यु का भय दूर करता है।''

– शुकदेव ने कलियुग में जीव को कालरूपी सर्पग्रास में पतित होनेवाले महाभय से रक्षा करने हेतु श्रीमद्भागवत शास्त्र पर प्रवचन किया है। राजा परीक्षित को यह भागवत् कथा सुनाने हेतु शुकदेव जब सभा में समासीन थे, तब अमृत कुंभ लेकर देवगण उनके निकट आये। अपनी कार्यसिद्ध में अत्यंत कुशल देवगणों ने महर्षि शुकदेव को प्रणाम कर कहा, ''आप यह अमृत कुंभ ग्रहण कर इसके बदले में अपना कथामृत हमें प्रदान करें। इस प्रकार हमारे कथामृत व अमृत विनिमय द्वारा महाराज परीक्षित अमृत पान करें एवं हम सभी श्रीमद्भागवत रूपी अमृत का पान करे।'' इस संसार में काँच और महा मूल्यवान मणि जैसे हैं उसी प्रकार कहाँ अमृत और कहाँ भागवत् कथा, यह सब विचार कर शुकदेव ने देवताओं के आग्रह को हँस कर उड़ा दिया। देवताओं को भक्तिहीन जानकर शुकदेव ने सुरगणों को कथामृत प्रदान नहीं किया। इसी कारण श्रीमद्भागवत कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है ऐसा कहा गया है।

प्राचीन काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होते देखकर ब्रह्मा भी विस्मित हुए थे। उन्होंने सत्यलोक के सभी साधनों के भार को, श्रीमद्भागवत के भार से तुलना कर पाया कि वजन में श्रीमद्भागवत ही अपने माहात्म्य से सर्व साधनों से भारी है। यह देखकर समस्त ऋषि–मुनि आश्चर्य चकित हो गये। उन्होंने यह सिद्धान्त किया कि कलियुग में यह भगवत्स्वरूप भागवत के पाठ एवं श्रवण से तत्काल मुक्ति संभव है। सप्ताह विधि के अनुसार श्रवण से श्रीमद्भागवत निश्चित रूप से भक्ति प्रदान करता है। पुराकाल में दयालु सनकादि ऋषिगणों ने देवर्षि नारद को यह शास्त्र सुनाया था। देवर्षि नारद ने यद्यपि ब्रह्माजी से इस शास्त्र का श्रवण किया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि को सनकादि ऋषिगणों ने ही उन्हें समझाया था।

एकदिन सनकादि चार पवित्र ऋषिगण सत्संग हेतु 'विशाल' नगरी में पधारे। उनलोगों ने वहाँ नारद को देखा। सनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया – ''हे ब्राह्मण! आपको इतना व्याकुल क्यों देख रहा हूँ ? इतनी क्यों चिंता करते हैं? इतनी द्रुतगति से कहाँ चल रहे हैं ? और आप कहाँ से आ रहें हैं? जिसका सर्वस्व लूट गया हो उस व्यक्ति की तरह आप व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे निरासक्त पुरुष को ऐसी व्याकुलता शोभा नहीं देती। इसका क्या कारण है बताइए?'' नारद ने कहा, ''पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ लोक समझकर मैं यहाँ आया हूँ। यहाँ के पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग एवं सेतुबन्ध रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण किया है मैंने, परन्तु कहीं भी मेरे मन को शान्ति नहीं मिली। वर्तमान में अधर्म का सहायक कलियुग पृथ्वी को अपार कष्ट प्रदान कर रहा है। अभी यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया, दान इत्यादि कुछ भी नहीं है। हतभाग्य जीवगण केवल अपने उदर पूर्ति की चिंता में ही व्यस्त है, वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि एवं उपद्रवग्रस्त हैं। साधु–संत जिन्हें कहा जाता है, वे सभी पाशंडाचार में लिप्त हो गयें हैं, देखने में जो वैरागी लगते हैं वे स्त्रीधन आदि निर्विकार रूप से ग्रहण करते हैं। उनके गृह पर स्त्री का राजत्व है स्त्री का भाई (श्यालक) ही परामर्श दाता है, लोग लोभवश कन्या–विक्रय करते हैं एवं स्त्री–पुरुष के मध्य नित्य ही कलह होता है। महात्माओं का आश्रम, तीर्थ और पवित्र नदियों को विधर्मियों ने दखल कर लिया है, उनसब दुर्वृतों ने बहुत सारे देवालयों को ध्वंस किया है। वर्तमान में पृथ्वी पर ना कोई योगी है और न कोई सिद्धपुरुष, न तो कोई ज्ञानी पुरुष है और ना कोई सत्कर्म परायण मनुष्य। जो भी साधन हैं सब इस कलिरूप दावानल में भस्मीभूत हो गये है।

इस कलियुग में प्राय: सभी लोग अन्न विक्रय कर रहे है, ब्राह्मणगण अर्थ विनिमय द्वारा वेदशिक्षा प्रदान कर रहें हैं और स्त्रियाँ वेश्यावृत्ति द्वारा जीविकोपार्जन कर रही है। इस प्रकार कलि के समस्त दोषों को परिलक्षित करते-करते पृथ्वी परिभ्रमण क्रम में मैंने यमुना-तट पर भगवान श्रीकृष्ण की लीलाभूमि पर उपस्थित हुआ। हे मुनिगण! सुनिए वहाँ मैंने एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा! एक तरुणी विषण्ण मन से बैठी थी। उनके समीप दो अवचेतन वृद्ध पुरुष दीर्घ नि:श्वास ले रहे थे। वह स्त्री कभी उनकी सुश्रूषा द्वारा सज्ञान करने का प्रयास कर रही थी तो कभी उनके समक्ष बैठ कर विलाप कर रही थी। इसी अवस्था में वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा का दसों दिशाओं में दर्शन कर रही थी। सैकड़ों रमणियाँ उसे परिवृत कर पँखा झेल रही थी और सांत्वना प्रदान कर रही थीं। दूर से ही इस घटना को देखकर कौतुहलवश मैं उस युवती के पास गया। मुझे देखकर वह खड़ी हो गयी और अत्यंत आकुलता से बोलने लगी।

युवती ने कहा – ''हे महात्मन्! कृपा कर क्षणभर ठहरें एवं मुझे दुर्भावना से मुक्त करें। आपके दर्शन से मनुष्य के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। आप के उपदेश से मेरा दु:ख शमित होगा। बड़भागी ही आपका दर्शन पाते हैं।'' नारद ने कहा, मैंने तब उस नारी से पूछा, ''देवी! तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते है? तुम्हारे चारों तरफ अवस्थित ये कमलनयना नारियाँ कौन हैं? अपने कष्ट का कारण विस्तार से मुझे बताओ।'' *...क्रमश:*

–मातृचरणाश्रित श्रीगौर गोपाल घोष

हिन्दी अनुवाद–मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

श्रीश्रीमाँ का आध्यात्मिक कथोपकथन

(१)

श्रीश्रीमाँ - ''तपस्या करने के लिए, सत्य को जानने के लिए, लोकालय विहीन स्थान में चले जाना चाहिए। उस दौरान किसी के भी साथ संपर्क नहीं रखा जा सकता। सम्पूर्ण रूप से सिर्फ एक ध्यान, एक लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुए वर्ष पर वर्ष काटने पड़ते है। हजार-हजार वर्षों से ऋषि-मुनि हिमालय के दुर्गम गुहाकक्ष में बैठकर ध्यान कर रहे हैं किसी ना किसी आध्यात्मिक अवस्था में उपनीत होने के लिए - ऐसा नहीं है क्या? इसीलिए ध्यान के क्षेत्र में लक्ष्य ही है मुख्य। किसी न किसी उपाय का अवलम्बन करते हुए -meditation करने से spark light अनेक को ही दर्शन होती है। किन्तु ये प्रकृत दर्शन नहीं हैं। योग के क्षेत्र में 'दर्शन' विषय सम्पूर्ण रूपेण अलग होता है। योगमार्ग में मुद्रा साधन की सहायता से दर्शन, स्पर्शनादि अनुभूतियाँ साधक प्रत्यक्ष कर सकता है, लेकिन प्रयोजन है दीक्षा का चिन्मय बीज सम्पन्न होना। सद्गुरु के आश्रित ना होने पर आध्यात्मिक जगत् में प्रवेशाधिकार नहीं होता। सद्गुरुकरण करने में बहुत रुपये या धन-सम्पत्ति नहीं लगती; चाहिए विश्वास, श्रद्धा, भक्ति एवं साधक-अन्तर की शुभ-इच्छा। सद्गुरु के समीप अंगप्रायश्चित्त के लिए एक हरितकी या शुद्धफल एवं मात्र पाँच रुपये लगते है। योग साधना द्वारा तुम्हारी देह को मंदिर बनाना। देखो, तुम्हारी अनुभूति में spark का देखना और हठात् चिन्ताशून्य हो जाना - ऐसा तुम्हारे साथ होता है कि नहीं? श्रीश्रीमाँ के निकट उपविष्ट लड़के ने बताया कि उसके साथ ऐसा ही होता है। तब श्रीश्रीमाँ ने कहा - ''तुम क्या जानते हो यह अवस्था कैसे आती है? तुम्हारे spark के संबंध में बोलने के साथ-साथ तुम्हारी परवर्ती अनुभूति को मैंने कैसे जान लिया! - तुम्हारे मध्य एक चिन्ता की तरंग, अक्षर, भाषा के आकार में आती है। मान लो, तुम्हें जिन्होंने दीक्षा दी, उनका गुरु के साथ संयोग था। उन्होंने एक तरंग जब तुम्हारे प्रति निक्षेप की, तो वही तरंग spark के आकार में आती है। तुम्हारे ध्यान के समय जब उस spark का दर्शन होता है तब वह तुम्हारी चिन्ता की तरंग को मिटा देती है। कुछ बुरी शक्तियाँ यह कार्य कर सकती है। मेरे जीवन में भी इस प्रकार बहुत हुआ है। हठात् शून्य कर देती है - अर्थात्, जैसे ही चिन्ता करती हूँ उसी ध्यान से उस चिन्तन को पौंछ देती है। कुछ अच्छा लिख रही हूँ, उस समय हठात् मन से वह विषय हट जाता है! तब सूक्ष्म दृष्टि व्यवहार कर के देखती हूँ कि दूर में एक Evil छाया खड़ी है। अथवा कोई दुष्ट प्रेतात्मा खड़ी है disturb कर रही है। इसे हमलोग साधना में विघ्न या astral disturbance कहते है। मन की शुद्ध तरंग को शून्य कर देना। वास्तव में चिन्तन-तरंग शून्य नहीं होती। medi-

tation में या अन्तर्मुखी साधन के समय साधक को लगातार प्रणव की ध्वनि श्रुत होती रहती है। तुम यह जानते हो कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। प्रणव की ध्वनि जानते हो? लगातार प्रणव की ध्वनि -ओम्-ओम्-ओम्-ओम्-ओम्-ओम् इसी अनाहत ध्वनि, अन्तर आकाश के शब्द को ध्यान मनन करना पड़ता है। प्रत्येक सिद्ध महात्माओं ने कहा है शब्द (नाद) एवं सुरत या आलोक (ज्योति), इनमें मन निविष्ट होना चाहिए। यही है सटीक meditation। सद्गुरु की कृपा से इस अवस्था में प्रत्येक साधक को उपनीत होना पड़ेगा। पहले से ही -''meditation करूँगा'' बोलने से ही नहीं होता। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये सारे साधन के सोपान है। ध्यान में साधक-मन स्वत: ही उपनीत होता है, करना नहीं पड़ता। *...क्रमश:*

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

उन्मेष

(२२)

बुद्धपूर्णिमा - (दिनांक - ९/०५/०९)

क्रियायोग साधना के सम्बन्ध में श्रीश्रीमाँ के वचनामृत–

गतांक से आगे...

जनैक – आपने समर्पण कहा है तो; भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन को कहा था - ''सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज'' – यह वही 'समर्पण', आपने जो कहा था यही ठीक है।

श्रीश्रीमाँ – 'समर्पण' अर्थात् स्वयं को अर्पण करना। अपने कर्तृत्वाभिमान का समर्पण करना। मैं मेरे लिए नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए - तुम जो बोलोगे मैं वही करुंगा - तुम जो मुझसे करवाओगे, मैं वही करुँगा। 'मैं तुम्हारा' इस भाव को सर्वदा हृदय में धारण करके रखना। 'मेरा, मेरा' बोध रहने से अहंकार मन में अपना स्थान बना लेता है एवं 'तुम्हारा' सोचने से निज का कर्ताभाव या अहंकार नहीं रहता। 'मैं तुम्हारा' यह बोध हृदय में दृढ़ कर लेने से तब धीरे -धीरे अन्तर में भगवान की शक्ति स्वत: ही जाग्रत हो उठती है; भगवान का अर्थ भगवत्शक्ति को दर्शाता है। भगवत्शक्ति जब स्वयं के मध्य जाग्रत होती है तब उसके आलोक में निज को और भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि निज का स्वरूप कैसा है? भगवान ने मुझे या मेरी सत्ता का कैसे सृजन किया है? – भगवत्शक्ति से साधक के हृदय में विशुद्धज्ञान का स्फुरण होता है; उस विशुद्ध ज्ञानालोक से ही समझा जाता है कि उसका स्वरूप ही 'मेरा' स्वरूप है। इसलिए उसकी चिन्ता करने से ही 'मेरा'अस्तित्व रहेगा 'मेरे' एकाकी हो जाने से स्वयं का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कारण, भगवत्सत्ता से ही सम्पूर्ण चराचर जगत् सृष्ट हुआ है।

क्रियायोग के मध्य महामुद्रा नामक एक विशेष पद्धति या साधन कौशल है। क्रियायोग की धारा में बहुत लोग हठयोग की ही महामुद्रा करते हैं ऐसा मैंने देखा है। हठयोग की मुद्रा द्वारा कुण्डलिनी शक्ति जाग्रत हो भी सकती है और नहीं भी। कारण, कुण्डलिनी शक्ति के जागरण का संबंध गुरुशक्ति के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि, गुरुकृपा होने पर ही साधक का अन्तर्मुखी प्राणायाम होता है एवं तभी वह सम्भव हो पाता है। किन्तु क्रियायोग में जो महामुद्रा साधनी पड़ती है, वह महामुद्रा साधन करने पर समझोगे कि कितने आसन और मुद्रादि समस्त एकसाथ एक ही समय में साधित होते हैं उस कौशल साधन के माध्यम से। जैसे मानों, उड्डीयान बन्ध, जालन्धर बन्ध, मूलबन्ध - ये त्रिमुद्राएं होती है। यह त्रिबन्ध करके इड़ा-पिंगला और सुषुम्ना में पूर्णांग प्राणायाम के सहयोग से आघात द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को जाग्रत किया जाता है एवं सुषुम्ना मार्ग पर उत्तोलित किया जाता है। महायोगीगण कुण्डलिनी शक्ति को सुषुम्ना द्वारा उठाते हुए आज्ञाचक्र में कुम्भक करके जप की सहायता से शक्ति को धारण करके रखते हैं। कुम्भक में जो जप होता है कूटस्थ के त्रिकूटी मध्य, वहाँ प्रणव को स्मरण करने पर तब प्रणव स्वत: ही – उत्थित होता है कूटस्थ के आकाश मार्ग में से; कारण, सुषुम्ना मार्ग होता है आकाश मार्ग। सुषुम्नामार्ग में जब साधक अवस्थान करता है तब उसे कोई दर्शन नहीं होता - अंधकार आकाश के अलावा और कुछ भी दर्शन नहीं होता। बीच-बीच में ब्रह्मनाड़ी या वज्रानाड़ी का जो वैद्युतिक आभास, प्रकाश या झलक है वह दिखाई देती है। और विभिन्न चेतनाओं के स्तर के मध्य जो जगत् है, जो सृष्टि के यन्त्रादि है जैसे-त्रिकोण मण्डल, चतुष्कोण वर्गक्षेत्र, चन्द्रमण्डल इत्यादि, सत्व-रज:-तम: गुणों का व्यक्तरूप या

ज्योतिर्मय शिवलिंग – सर्वस्तर पर ही शिव और शक्ति की समरस्यता लिंगाकार में अधिष्ठित है, वे स्वरूपादि प्रकाशित होते हैं –एकबार, दोबार, अनेकों बार, होकर ही पुनः दर्शन अंधकार हो जाता है। चेतना के प्रत्येक स्तर पर आलोक के मध्य जो अंधकार है उस अंधकार का ज्ञान जब साधक के मध्य प्रस्फुटित होने लगता है, अन्तर–अनुभूति बुद्धि द्वारा साधक जब उस सुषुम्नामार्ग के अंधकार को ज्ञात करने में सक्षम होता है तभी उसकी प्रकृत योग साधना होती है, उसके पूर्व में नहीं।

क्रियाह्निकों को प्रथमावस्था में दीक्षा के पश्चात् अनेक रूप से कूटस्थ में बहुत प्रकार के आलोक दर्शित होते हैं किन्तु कुछ दिन पश्चात् वे सब न जाने कहाँ चले जाते हैं! और कुछ भी नहीं देखपाते – आनन्द भी नहीं रहता; किन्तु क्रिया में ज्योति–दर्शन का जो आनन्द है, वह भी है स्थूल आनन्द। सूक्ष्म ज्योति देखकर स्थूल आनन्द होता हैं– लेकिन तब भी वह उस ज्योति के समीप नहीं पहुँच पाता – मानसिक रूप से नहीं पहुँचता – वह उससे अलग या वियुक्त होकर ही रहता है। जब उस ज्योति के साथ वह एक हो जाएगा; तब वह और कुछ नहीं देख पाएगा – अर्थात् दृश्य–दर्शन–द्रष्टा एक हो जाने पर – उस ज्योति के मध्य जो अंधकार है –तब साधक की अन्तरदृष्टि दर्शनहीन अवस्था में पहुँचकर उस अंधकार को ही भलीप्रकार से प्रत्यक्षरूप से देखेगी और अनुभव करेगी। देखते–देखते धीरे–धीरे दर्शनहीन अवस्था की चेतना उसके मध्य बोध–चैतन्य के रूप में जाग्रत हो उठेगी। दिन के आकाश में सूर्य के तेज को सब समय देखा नहीं जा सकता, ठीक है की नहीं! किन्तु कुलकुन्डलिनी ऐसा एक चिन्मय सूर्य है कि उसकी आलोक ज्योति इतनी स्निग्ध तेजोमय है कि उसे अन्तर के मानस चक्षु से देखने पर खूब आराम मिलता है, बहुत शीतल लगता है, देह और मन ताजा हो उठते हैं एवं मन में एक प्रकार के आनन्द बोध की सृष्टि होती है। इस दर्शन के फलस्वरूप मन जो आनन्द पाता है उसमें भी एक प्रकार की चंचलता निहित है। इससे सूक्ष्म रूप से अन्तर आन्दोलित और चंचल हो उठता है, तभी स्थिरत्व से विच्युति घटती है एवं मन और श्वास की गति बहिर्मुखी होने से दर्शन भी विलुप्त हो जाते है। – ऐसी ज्योति दर्शन करने पर भी जब साधक के मन में कोई चिन्तन की तरंग नहीं उठती, श्वास स्थिर रहता है, तब देखोगे एवं अनुभव करोगे कि क्रमशः ज्योति का प्रकाश क्षीण होकर अन्धकाराच्छन्न हो गया एवं अवशेष में अन्धकार आकाशवत् हो जाएगा – बीच–बीच में अग्नि के स्फुलिंग दिखाई देंगे – तब उस आकाश के वक्ष पर साधक कभी रूप देखेगा और कभी अरूप देखेगा – इस प्रकार रूप और अरूप का खेल चलेगा – तब क्रमशः साधक अपने अन्तःस्थित बोध की सहायता से उस स्तर के विषय का ज्ञान अर्जन कर पाएगा। इसीलिए, यह जो अंधकार नक्षत्रखचित आकाश मण्डल है, प्रत्येक मास में देखोगे नक्षत्र मण्डल की छवि या दृश्य परिवर्तित हो जाते है। ग्रह–नक्षत्रादि का स्थान परिवर्तन होता है। ठीक वैसे ही कूटस्थ के मध्य भी अन्तःचेतना के सम्वर्द्धन के फलस्वरूप अन्तराकाश के दृश्यों में परिवर्तन होता है। तुमने संध्या या रात्रि में अपने घर की छत से आकाश को अच्छे से कभी देखा है? देखना, कितना अपूर्व सुन्दर लगता है देखने में। इस स्थूल आकाश मण्डल में ही स्थूलजगत् का सूक्ष्म रूप भी देखा जा सकता है। स्थूल जगत् के सूक्ष्म स्तरादि भी देखे जा सकते है। अंधकार का भी एक अपूर्व रूप है। अंधकार के आकाश वक्ष पर पूर्णिमा का चाँद उगने से और भी सुन्दर लगता है! प्रत्यह ही चन्द्रमा की कला अल्प–अल्प करके वर्द्धित होती है। बहिर्जगत् के आकाश–मण्डल पर चाँद की जिस प्रकार कला बढ़ती है ठीक वैसे ही हमारे कूटस्थ में आज्ञाचक्रस्थित आकाशमण्डल में आज्ञाचक्र के भेद हो जाने पर – यहाँ सहस्रार के पथ पर जाने से एक अर्धचन्द्रमा सदृश मण्डल है, उसके ऊपर नादबिन्दु, वह नादबिन्दु भी कला के सदृश वर्द्धित होता रहता है। धीरे–धीरे नाद और कला चेतना की प्रसारता से वर्द्धित होते–होते एक ही बार में नादलिंगाकार में सहस्रार के केन्द्र में चन्द्र के साथ जाकर सम्मिलित होती है। वैष्णव साधक कपाल पर तिलक और टीका लगाते हैं कि नहीं ? श्रीश्रीजगन्नाथदेव के भी कपाल पर तिलक लगाया गया है। वह बिन्दु ही जब ऊर्द्धगामी होता है कूटस्थ मध्य नादबिन्दु से आलोक रश्मि सहस्रार की ओर जाती है – वह नादबिन्दु ही है प्रणवेश्वर शिव। नादबिन्दु के ऊपर ही है – शिवलिंग। – आज्ञाचक्र के बाद से ही भक्तियोग की साधना शुरु हो जाती है। इसीलिए वैष्णव लोग कपाल पर तिलक लगाते है। विभिन्न सम्प्रदाय की साधना के भाव अनुयायी विभिन्न प्रकार के तिलक का प्रचलन है। *...क्रमशः*

(श्रीश्रीमाँ सर्वाणी द्वारा रचित बंगला ग्रंथ 'उन्मेष' से उद्धृत)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती सुशीला सेठिया

चन्द्रकान्ता नदी–माहात्म्य कथा

श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

विश्वविजय के क्रम में एकबार श्रीकृष्ण–पुत्र प्रद्युम्न अनेक देशों को जय करते हुए जब हिरण्मय खण्ड में त्रिशृंग राज्य में प्रवेश किया तो जाकर देखा कि वहाँ के लोग शृंगधारी है। त्रिशृंग गिरि के पार्श्व में दिव्य स्वर्ण–चर्च्चिका नगरी विराजित है। स्वर्ण सौधमयी रत्नप्राचीर शोभिता, स्वर्ण–वर्ण पुरुष और सौदामिनी–वर्णा नारियों से परिवेष्टित यह नगरी नाग एवं नागकन्यावृत भोगवती के सदृश शोभित है। चन्द्रकान्ता नदी के तट पर मंगलालय इन्द्र के अमरावती के तुल्य शोभित इस पुरी में प्रद्युम्न उपनीत हुए। उस स्थान के राजा महाबल महावीर 'देवसख' थे। देवसख ने देवर्षि नारद से प्रद्युम्न के शौर्य–वीर्य और माधुर्य के विषय में सुनकर स्वर्णमय–कर ग्रहण करके परम भक्ति भाव से प्रद्युम्न की पूजा की। तब महाबाहु प्रद्युम्न ने उनसे जिज्ञासा किया – ''तुम सभी की चन्द्र तुल्य शोभा क्यों हुई? वह शीघ्र ही मुझसे कहो।'' देवसख ने कहा –''पितृपति अर्यमा ने कूर्मरूपी रमापति के पादद्वय का प्रक्षालन किया था, उसी पवित्र जल से महानदी उत्पन्न हुई है। हे यदुवर! यह नदी श्वेत पर्वत के शृंग से अवतीर्ण हुई है। एकदा गुरु वशिष्ठ कर्तृक गोरक्षा के लिए नियुक्त 'पृषध्र' नाम के मनु–पुत्र ने रात्रि में सिंह समझकर गुरु की कपिला गाय की हत्या कर दी। तब वशिष्ठ के शाप से शिष्य शुद्रत्व को प्राप्त हुआ एवं कुष्ठरोग से पीड़ित होकर तीर्थ सेवार्थ पर्यटन करने लगा। तीर्थ–भ्रमण करते–करते पृषध्र दैवयोग से इस तीर्थ पर आ पहुँचे। तब कुष्ठरोगयुक्त मनु–तनय पृषध्र ने इस नदी में स्नान किया एवं उसके पश्चात् ही वे रोगमुक्त होकर चन्द्रतुल्य शोभा सम्पन्न हो गये। तब से हिरण्मय–खण्ड में यह नदी 'चन्द्रकान्ता' नाम से प्रसिद्ध हुई। कुष्ठरोगयुक्त मनुनन्दन चंद्रकांता में स्नात होकर रोग–मुक्त हुए, अतएव हम सभी भी स्नान कर भूतल पर चन्द्रतुल्य हो गये, इसमें कोई संशय नहीं है।'' यह उपाख्यान सुनकर महाबाहु प्रद्युम्न ने यादवगणों के साथ चन्द्रकांता नदी में स्नान किया और बहुतेरे दान भी किया।

(*गर्गसंहिता के विश्वजित् खण्ड से संग्रहित*)

हिन्दी अनुवाद – मातृचरणाश्रिता श्रीमती ज्योति पारेख

गुरुगीता

(मूल अन्वय, बंगानुवाद व यौगिक और साधारण अर्थ सम्मिलित)

योगीराज श्रीहरिमोहन बन्धोपाध्याय

(१८)

नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्।
नित्यबोधं चिदानंदं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्।। ५९

नित्यं, शुद्धं, निराभासं, निराकारं, निरंजनं, नित्यबोधं, चिदानंदं, गुरुं ब्रह्म अहं नमामि।। ५९

वह नित्य हैं अर्थात् असीम में जा कर सम्पूर्ण वस्तुओं का लय होता है इसलिए वह सब अनित्य है, परन्तु उसकी कहीं भी गति नहीं हैं एवं वे ही गतिशील जगत् की शेष सीमा है इसलिए वह नित्य हैं। मलयुक्त रहने से ही अशुद्ध होता है, परन्तु उसमें जगत् का मलादि स्पर्श कर नहीं सकता इस कारण वे शुद्ध हैं। जड़वस्तु का आभास वाह्यभाव में प्रकटित होता है, (जैसे वृक्ष एवं तदीय आभास–स्वरूप वृक्ष की छाया); उसी प्रकार जड़वस्तु के छाया स्वरूप भाव या आभास को जीव का मन ग्रहण कर सकता है, परन्तु शून्य सर्व्वभाव वर्जित है इसलिए ब्रह्मरूप का आभास नहीं है, अतएव मन उसको ग्रहण नहीं कर सकता, इस कारण वह निराभास कहकर कथित हैं। आकारयुक्त वस्तु ही मन ग्रहण कर सकता है (कारण उसका आभास मन ग्रहण करता है), परन्तु वह निराकार हैं इसलिए मन उसको ग्रहण नहीं कर सकता है, अतएव वाक्य के द्वारा उसका नामकरण नहीं होता, इसीलिए मन उस अवस्तु को वस्तु कहकर कल्पना द्वारा स्थिर कर लेता है एवं उसको निराकार कहता है। यह जगत् ही कलंकयुक्त है, परन्तु वह कलंकशून्य है इसलिए वह निरंजन हैं। उसके निकट आने पर ही जीव की नित्यत्व के सम्बंध में अवगति होती है, अन्यथा जगत् के बारे में नित्यत्व बोध नहीं होता – जीव जड़सम्पर्क में देख रहा था कि सब ही अनित्य है परन्तु ब्रह्म सम्पर्क में आकर जीव ने देखा कि वह नित्य हैं, अतएव वह नित्य–बोध रूपी हैं।

जीव जगत् सम्पर्क में अज्ञानतावशत: जागतिक सुख को ही नित्य सुख कहकर सोचते थे, परन्तु सुख का अवसान दु:ख में होता है, यह जीव प्रत्यक्षभाव में उपलब्ध करते है; अब ब्रह्म के निकट उपस्थित होकर जीव उपलब्ध कर रहा है कि, जगत् की क्षणिक स्थिति है इसलिए यहाँ का सुख भी क्षणिक के लिए ही होता है। चित् अथवा ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के संस्पर्श में आकर जीव का अज्ञान मिट जाता है एवं चित्संग में नित्यानंद की उपलब्धि होती है। ऐसे लक्षण विशिष्ट गुरु को नमस्कार।। ५९ *...क्रमश:*

(कलकत्ता आदिनाथ-आश्रम के सौजन्य से प्राप्त)

हिन्दी अनुवाद – श्रीश्रीमाँ सर्वाणी

आश्रम समाचार

१४ जनवरी – श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं के आसन प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर अखण्ड महापीठ आश्रम में वार्षिक उत्सव अनुष्ठित हुआ। इस दिन ब्राह्ममुहूर्त में श्रीश्रीमाँ ने पूर्ण-सन्यास दान किया ब्रह्मचारिणी शिप्रा (साध्वी शमितानन्दमयी), ब्रह्मचारिणी अमृता (साध्वी अमृतानन्दमयी), ब्रह्मचारिणी आराधना (साध्वी शान्तानन्दमयी), ब्रह्मचारिणी विशुद्धा (साध्वी विशुद्धानन्दमयी) और ब्रह्मचारिणी अर्चना (साध्वी अमितानन्दमयी) को। उसके पश्चात् श्रीश्रीगुरुमहाराजाओं की पूजा और यज्ञ अनुष्ठित हुए। दोपहर में हमारे गुरुभाई और बहिनों के अक्लान्त परिश्रम से अनेक भक्तवृन्दों ने अत्यंत परितृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया। संध्या में हुए सांस्कृतिक अनुष्ठान में पण्डित गिरिधारी नायक के ओड़िसी आश्रम' के शिक्षार्थियों ने नृत्यपरिवेशन किया। अनुष्ठान के प्रारम्भ में हिरण्यगर्भ की पूर्ववर्ती संख्या प्रकाशित हुई।

२२ जनवरी – इस दिन हमारी श्रद्धेया गुरुभगिनी नियतिदी (श्रीमती नियति विश्वास) ने अपनी स्थूल काया का परित्याग किया।

२६ जनवरी – इसदिन आश्रम में श्रीश्रीमाँ के दर्शनों के लिए गंगासागर से आगत योगोदा सत्संग सोसाइटि के सदस्य श्रीशुद्धानन्दगिरि महाराज जी के साथ पधारे।

४-६ फरवरी – श्रद्धेय श्रीश्रीटाटबाबा ने दो दिन अखण्ड महापीठ में अतिवाहित किए।

४ फरवरी – श्रीश्रीमाँ आश्रमस्थ कुछेकजनों के साथ होटोर आश्रम के वार्षिक उत्सव में गई। वहाँ पर श्रीश्रीमाँ की पूजा और आरती के माध्यम से श्रद्धाज्ञापन किया साध्वी सुचेतानन्दमयी और साध्वी पुण्यानन्दमयी ने। आश्रम की अन्य ं सन्यासिनियों और शिष्याओं ने एक-एक करके श्रीश्रीमाँ को श्रद्धा निवेदन किया। परिशेष में आश्रम के विद्यार्थियों ने एक सुन्दर सांस्कृतिक अनुष्ठान का परिवेशन किया।

१४ फरवरी – शिवरात्रि की संध्या में श्रीश्रीमाँ ने स्वयं एकान्त में शिव पूजा की। मध्य रात्रि में यज्ञगृह में श्रीयज्ञनारायणदा ने शिवरात्रि का यज्ञकार्य सम्पन्न किया।

१८ फरवरी – इस दिन आश्रम में रवीन्द्रसंगीत परिवेशन किया सुप्रसिद्ध गायक श्रीसुब्रत सेनगुप्त ने। उनके श्रुतिमधुर संगीत ने

उपस्थित भक्तों को विमोहित कर दिया।

२ मार्च – दोल पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आश्रम में दोपहर में श्रीश्रीराधामाधव को भोग निवेदित किया गया। पण्डित गिरिधारी नायक की शिष्याओं ने वसन्त-उत्सव पर आधारित मनोरम नृत्यानुष्ठान परिवेशित किया।

४ मार्च – इस दिन प्रसिद्ध सुगायिका श्रीमती ऋद्धि बन्दोपाध्याय ने आश्रम में भक्ति-संगीत परिवेशन किया। उनके सुमधुर कंठ से नि:सृत संगीत ने श्रोताओं को मुग्ध कर दिया।

१८ मार्च – आध्यात्मिक सभा के २६ वे पर्व पर कठोपनिषद् प्रसंग पर मातृचरणाश्रित श्रीश्रीमाँ के संतान डा. वरुण दत्त ने अपुर्व व्याख्यान दिया। उनके साथ computer-में सहयोग किया डा. पार्थ प्रतीम चक्रबर्ती ने।

२५ मार्च – नवरात्रि की अष्टमी तिथि में प्रात:काल श्रीश्रीअन्नपूर्णामाँ की पूजा सम्पन्न हुई अन्नपूर्णा मंदिर में। पूजा और भोग निवेदन के पश्चात् उपस्थित समस्त शिशुओं और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दिन की पावन संध्या पर आश्रम मंदिर में रामनवमी के उपलक्ष्य पर श्रीश्रीमाँ के अपूर्व गीतों से सुन्दर भजनों का अनुष्ठान हुआ।

३० मार्च - श्रीश्रीमाँ के आगमन हेतु बहु भक्तवृन्द गुरुभ्राता राजेन्द्र सेठिया के गृह पर एकत्रित हुए थे। संध्याकाल में संगीत एवं सत्संग के पश्चात् भक्तवृन्दों ने परितृप्ति के साथ प्रसाद ग्रहण किया।

Sri Bijoykrishna Goswami Prabhu
A Great Rishi's Re-Appearance

A firebrand social reformer was walking along the ghats of the river Ganga in Varanasi. Though he was born in an illustrious Gaudiya Vaishnava family, he had discarded the traditional Hindu ritualistic methods and had begun following the Brahmo Samaj that had attracted the new-age intellectuals. They were interested in the reform of the Hindu religion during British times in an attempt to rid the religion of some of its deeply rooted superstitions. Great leaders of the movement during that time included Maharshi Debendra Nath Tagore, Keshab Sen, etc. Feeling for the ordinary people who were generally left out of the leadership by the prosperous who had garnered control of the Brahmo movement, this spiritually inclined extra-ordinary scholar and orator had challenged the leading lights of the flourishing Brahmo Samaj to remove its elitist tag. He was part of the group which set up the popular Sadharan Brahmo Samaj and was one of its main leaders, preacher and spokesman. Yet, something about the Ganga, its ancient environs, the ritual mantra chants, the devotional songs attracted him and often pulled him deeply inwards. Constant meditation of the formless Brahman sometimes made his mind very dry. Some of the older devotional practices that he wanted to disown still haunted him. It was something he could not explain or come to terms to with his Brahmo fervour.

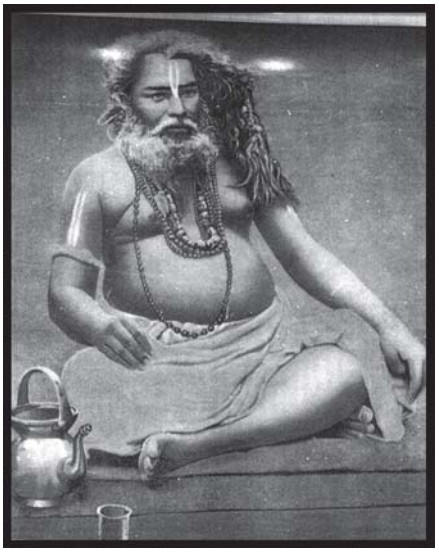

Sri Bijoykrishna Goswami

As he was walking along the ghats of the Varanasi Ganga in an internalized mood, he saw the legendary Trailanga Swami walking towards him. As he stopped to pay his respects to the great yogi saint, often called the moving Vishwanath, Mahatma Trailanga said, "Bijoykrishna, I have been instructed by the Supreme to give you a mantra". Bijoykrishna Goswami immediately recoiled and said that he has stopped following the traditional Hindu methods now and began to retract his steps. A hilarious scene ensured on the ghats of the Ganga with a retreating Bijoykrishna refusing to accept the mantra from an insistent Trailanga Swami. The people were awestruck. They had rarely seen Trailanga Swami so beseechingly request someone to receive a mantra. Eventually Trailanga, arguably one of the greatest siddha yogis of the last few centuries, had his way. "What will I do with this?" asked Bijoykrishna. "I have done my job as directed by the Supreme. The mantra will do its work. You are born to work for God. You have no option. Your Guru will come soon," replied the great yogi and walked away.

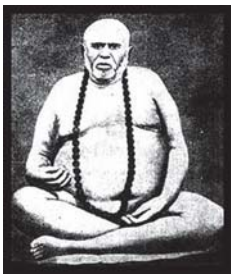

Sri Trailanga Swami

Bijoykrishna was born in the illustrious household of Sri Advaita Acharya, close

companion of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Bijoykrishna was a tenth successor in this lineage. Their ancestral home and divine deity Sri Sri Shyamsundar was located in Santipur in Nadia district of West Bengal. His parents had received several indications of Bijoykrishna's spiritual future even before he was born. He went on to study medicine and left Medical College in his final year to join the Brahmo Samaj and became a preacher. Subsequent to his interaction with Trailanga Swami, Bijoykrishna was in the company of Sri Ramakrishna Paramhansa, who received him with great love and would always seek his presence. Sri Ramakrishna would remark that "Bijoy will soon undergo a transformation on meeting his divine master", but declined to be his Guru. Other great saints who inspired him included Sri Gambhirnath-ji of Gaya, Shri Chaitanya Das Babaji of Kalna, Sri Bhagawandas-ji and the like. But none initiated him. He began to yearn for his pre-destined spiritual master and in deep frustration even attempted suicide, with his life being miraculously saved by some spiritual giant or the other in every case. Eventually, one day while he was in Gaya, he heard of the presence of a mahatma in the Akash Ganga hills. He rushed there and the great yogi told him, "I have come from Manasarowar just for you." The great yogi saint Brahmananda initiated him with the divine seed and left saying, "Whenever you need, I will come for you."

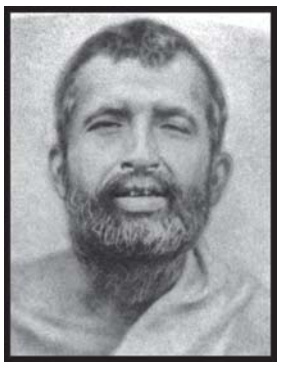

Sri Ramkrishna Dev

A major transformation came upon Bijoykrishna after his initiation. His latent inner samskaras began flowing out. Devotion began expressing in him like never before. His family deity Shyamsundar who had already begun his leela with him, continued his loving play in full form. When he came to Sri Ramakrishna again, the saint was delighted to note the transformation and remarked, "The sprouting fountain is overflowing within Bijoy now." Such was his devotion to atma-karma that his Guru would ask him to reduce his japa, which had become a constant involuntary companion – namely, ajapa. During his prayers, honey used to ooze out of his body, hair and even leaves of the tree under which he meditated. Sri Bijoykrishna Goswami soon became a spiritual giant, well known as 'Jatia Baba', because of his overflowing matted hair and matted beard (jata). His wife (Jogamaya Devi) and son (Sri Jogjivan) and several disciples including Kuladananda Brahmachari, Darbesh-ji, etc., formed a divine sangha like a rishi ashram of ancient times. Countless seekers came to him for spiritual succour. He initiated many in the path of devotion and some in the path of yoga. With him and through him the eternal leela of the Supreme Lord as demonstrated by Chaitanya Mahaprabhu was re-transmitted.

My personal recollection is vivid. Since my mother's house was in Santipur, as a child I used to go to the ancestral house of Gosai-ji and sit before Sri Shyamsundar, wondering at the beauty of the deity which appeared so live. Every visit to my 'Mama-r Bari' would mean an hour spent in divine silence with Shyamsundar Jiu and Radha-ji. There was nothing special spiritually, but an enchanting attraction for no explainable reason. Eventually my marriage also happened in this illustrious family of descendants of Advaita Goswami Prabhu.

However, it was only in the company of Sree Sree Maa that many insights were obtained about this great saint.

Sree Sree Maa recounted, "It was 1986. During those times every night some great Mahatma would grace with an appearance and blessings. It was probably the day after Jhulan Purnima. After my Kriya at night, I began to hear a reverberating recitation of the famous sloka of Krishna Vasudeva Mantra. Immediately through the door entered a luminous figure with a staff in his hand. It was Sri Bijoykrishna Goswami Prabhu. As he stood in front of me, I knelt down for a pranam and offered him a seat pointing to a chair with a handle. With a gentle smile he sat down and talked to me like a near and dear one. "Keep yourself fully dedicated to Lord Sri Krishna", he advised. He then got up and left just like he had come, leaving behind the echo of the vibrating mantra. I returned to my senses. I constantly bowed my head on the chair. Later I procured his and Jogamaya Devi's photo and kept them in my room. When I read books written about him, I learnt that he was born on Jhulan Prunima itself. I used to wonder how he could transcend time and space in such a manner to come and bless me. On reading the story of Sree Ranga Maa's divine initiation by Sri Gosaiji, I was convinced that the great Guru had attained a divine body which he could materially manifest at will for some purpose of his choice.

Sree Ranga Maa, while residing in Puri, was approaching the temple of Lord Jagannath for his darshan. On the way her attention was diverted by a matted haired and bearded sannyasi sitting under a tree, his face radiating with an unusual glow. She stopped and began to look at him. The sannyasi signalled her to come to him which she did. On reaching him, he asked her whether she had received any diksha mantra. Ranga Maa recounted her childhood experience of a supernatural diksha. The sannyasi then told her, 'I am giving you the same mantra again. I have come here for you. This is a very powerful mantra. Please perform japa diligently every day. The ordinary will find it very hard to bear its shakti.' He then imparted the mantra diksha. Ranga Maa immediately went into Samadhi. She regained consciousness after a whole day and it took even more time to attain normalcy. She had become a completely transformed personality now. Later on returning to Kolkata, she went to Kalighat to offer worship to the divine Mother. On her way back, she came across a shop where she saw a photograph of the same sannyasi whom she had seen in Puri. On enquiry she learnt that he was Sri Bijoykrishna Goswami Prabhu and he has left his mortal coil more than a quarter century back!

The story of Sree Ranga Maa created a stir within me. I was convinced that he was an extra-ordinary personality and was very keen to know who he really is, his original satta. What is his relationship with Ranga Maa? Why did he come to me? Unless there is a strong connection, why would he pierce space and time to come and connect? After a few years, when I attained self-realization, in a state of Samadhi, the answer came to me through a divine proclamation within me. Sri

Bijoykrishna Goswami was none other than Brahmarshi Atri and Sree Ranga Maa was his daughter Rishi Vishwabara. I also came to understand that Sree Jogamaya Devi was his highly spiritually elevated spouse Devi Anasua. His great disciples like Sri Kuladananda Brahmachari, Sri Kiranchand Darbesh-ji, and others were all part of the same Atri family, his great rishi sons. Their whole sangha had descended on instructions of the Supreme for spiritual upliftment. My heart was filled with great joy.

Sree Jogmaya Mata

Later when I went to Varanasi, I happened to visit the ashram of the great Aghor saint, Kinaram Baba. I had been there before and used to feel a deep attraction for the place. This time an unusual incident happened. As I performed pranam before the statute of Sri Kinaram Baba, I saw the figure of Sri Bijoykrishna Goswami sitting there. Taken aback, I looked at it multiple times unable to believe what I was seeing. I then asked a sevak, 'Where is the statue of Kinaram Baba?' He pointed out the same statue to me. When I looked at it again, I saw Saint Kinaram! I was bewildered. I requested the sevak for a photo and books of Kinaram Baba. Later during sadhana, I was able to realize that they are both the same, different embodiments of Brahmarshi Atri. After reading the lives of the two great saints, Kinaram Baba and Bijoykrishna Goswami Prabhu I could see how the great saint Atri was so spiritually accomplished, ranging from aghor shakti on one hand, yoga and supreme bhakti on the other. Subsequently when I visited the sadhana place of Siddhimata in Varanasi I again realized the divine presence of Goswami Prabhu. Through his divine blessings he clarified to me that he and Siddhimata are Param Purush and Parama Prakriti, meaning Siddhimata, herself a great saint was none other than Jogamaya Devi in a later birth. For many lives he has descended in this world to advance and spread spirituality and enable descent of the Supreme Divine."

Sree Sree Maa stopped. My curiosity could not be contained. "Descent of the Supreme Divine, you said. Do you mean ….?" I was stopped midway, "Yes he was the great Advaita Goswami Prabhu of Santipur – connected with your 'mamar bari' and 'shoshur bari' – on whose call Chaitanya Mahaprabhu descended on earth. That is why he came again as Bijoykrishna Goswami in the same family when Chaitanya Mahaprahu came again as Haripurush Sri Sri Jagatbandhu Sundar", replied Maa and exploded a bombshell within me. For a while I was stunned. I have been to those places so many times for an unknown attraction.

Later when I was a bit settled, I again asked, "You mentioned that he was the great Atri Rishi. How do you know him as sage Atri and Devi Anasua so well?" There was a twinkle in her eyes, "Our Ashrams were situated next to each other in ancient times. Anasua is my sister. Our children are great rishi friends." She changed the topic.

–her Blessed Child,

Prof. Partha Pratim Chakrabarti

If you are to be mad, be it not for the things of the world. Be mad with the love of God.
–Sri Ramkrishna Paramahansa Dev

The Philosophy of Truth

The Proof of Unreality of the World

Chapter 10

Mahatma continues: My son! This unreal existence seems to be impenetrable like the thunder and appears true to one who is not yet awakened or attained the feet of the Absolute. This temporal world takes its name and form and brings misery to the stupid, similar to the fear of ghost that haunts one with the childhood prejudice, till his death. Like mirage in a desert, which baffles the stupid mind as water, this unreal world appears true to the unwise as a mistake. This world with its characteristic ego and sentiments is nothing but a long dream. If you investigate into this visible world, you will find that it is neither true, nor false but indescribable. Like snake and the rope. That which is seen to be mistaken is not real and that which is found out by investigation is neither false. With this twofold argument it is inferred that the world is indescribable. That is, it is neither real like paramatma and false like snake-rope analogy. The snake and rope analogy is also indescribable, i.e. neither true nor false. Had it been true, then there would have been no dearth of this snake and had the snake been unreal it would not have been visible. My son! Humans feel their body-superimposition perpetually, hence this becomes their habit. As there is superimposition of one's underlying truth, it appears that the world is real. Such is the proficiency and marvel of maya that it projects and convinces us something which is actually non-existent. Like the dream scenes become wiped out on waking up, similarly the elemental visible world and the ego-centric body superimposition disappear with the dawn of wisdom. This is similar to the disappearance of the snake with the knowledge of the rope.

The common people take this samsara to be real and truly existent. Depending on the absence of sadhana and the difference of intellect, some will say that this world is real, some will say that it is indescribable and others will state that the world is false or temporal. This world is false and unsubstantial to a wise man, indescribable to a man with limited knowledge and real to one who is ignorant and with worldly cravings. There are plenty of examples in the philosophies speaking volumes on the fact that the visible world is false and non-existent.

My son! It is not that the Hindus residing in India only believe and realize that the creation is unreal akin to dream. Nearly five thousand years before, the ancient philosophers of China also have declared that this visible creation is false and imaginary. This creation is unreal, it 'appears to exist' like the dream experience or the mirage in the desert. The dream experience seems to be real and existent until the ignorance pertaining to the dream state remains. Similarly the worldly people will also consider this visible creation 'true and existent' until the darkness of ignorance wards off and realization of Brahman dawns in. This means that the world has no absolute existence but only relative existence. This world can be considered as an admixture of real and unreal. Like dream experience, the phenomenal existence of the world stays till the time the world is utilized.

...to be continued

(Excerpts from Sri Kalikananda Abadhoot's "Satya-Darshan" in Bengali)

-Translated into English by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Gems From the Garland of Letters

[Letters of Bhagwan Kishori Mohan]

(26)

Spiritual Advice Towards a Disciple

(...Continuing)

The sacred scriptures have described the *Paramatma* variously as attributed (characterized by qualities), un-attributed (beyond all qualifications) or even dual-attributed, in different places. The Shruti proclaims,

"*Pado-asya vishwa bhutani*
tripad-asya amrtam divi."

Meaning: The manifested world is but one part of Him (The *Paramatma*), other three parts are eternal and in heaven.

This verse indicates to the *Paramatma's* dual-attributed existence. The *Samkhya Darshan* has also designated *jara prakriti* (unilluminated nature — devoid of consciousness) as the essential cause of creation. This inference has been drawn from the fact that all material bodies in creation have the tri-attributed traits (*trigunatmic*), *sattwah, rajah and tamah*, at their causal origin – thus, referring to non-spontaneous (*jara*) nature.

However, as the world displays insensate non-spontaneity, we also simultaneously behold conscious spontaneity—otherwise, how can sensate insects originate and flourish within an insensate lump of cow dung? The Vedanta analyses thus—the harmonious unison of both spontaneous consciousness (*chetanatwa*) as well as His non-spontaneous reflection (*achetanatwa*) may be observed in the world, and hence, the same the same unanimous intermingling of *chetanatwa* and *achetanatwa* may be considered to be at the source of its causal origin. This is the Universal Consciousness, *Brahman*, and His primordial Divine Force, *Shakti* — the very essence of spirituality (*Ishwaratwa*).

Jara-shakti cannot be assumed to be the sole architect of this entire creation. The wondrous design finesse and the delicate systematic orchestration of creation, sustenance and destruction cannot be directed by the non-spontaneous *jara-shakti* — it is governed by consciousness (*chetan*). The *Shruti* says,

"*Yato va imani bhutani jayante;*
Yena jatani jivanti;
Yat prayanty abhisamvisanti;
Tad vijijnasasva; tad brahmeti."

Meaning: That from which the entire universe is created, That which is responsible for the sustenance of the entire universe, That unto which occurs dissolution of the entire universe... That is the *Brahman*.

The above Vedic hymn refers to Brahman as the creator. Similarly, the phrase, "*Janmad-asya-yatah*" (*janma-adi*—creation, sustenance and destruction; *asya*—of the manifested universe; *yata*—from whom) in *Vedanta Darshan* refers to *Brahman* as the governor of creation, sustenance and destruction. The aphorisms starting with, "*Ikshate-naa-shabdam*" (the One who witnesses is beyond words) in the *Brahma Sutras* refute the tenet that establishes *jara-shakti* as the principal cause of creation. We further find, "*Tad-ikshat praja srijeyang*" (The creation is designed and instituted by the One who witnesses) and "*Ritam-cha satyam-chabhiddhat-tapaso dhyajayat*" (The universal order (*Ritam*) and the Truth (*Satyam*) were born through the intense (*Abhiddhat*) will of the Consciousness (*Tapas*)). Thus, creation, sustenance and destruction are structured

through Divine Consciousness—and this Consciousness is God Himself. Creation cannot be accomplished by *jara-shakti* alone. The *Vedanta Darshan* says, "*Attya charachar grahanat*." (At the time of the ultimate dissolution, God engulfs and immerses within Him the entire creation. This is why God has been referred to as "*Atya*" (annihilator) or "*Bhakshayita*" (devourer)—He devours the universe. It is incorrect to assume that God becomes powerless during the ultimate dissolution. Otherwise, how does it become possible for Him to initiate a new creation at the completion of the dissolution phase? The divine Nature attains dynamism through the will of God, and thereby, the commencement of a new creation is initiated.

Just as union with the male sperm makes the woman pregnant, God infuses the seed of the entire creation, both physical and astral, within the divine Nature. Mother Nature then becomes expectant with the birth of both the inanimate and animate worlds. The Bhagavat Gita expresses,

"*Mama-yonir-mahad-brahma,*
tasmin garbham dadhamyaham
Sambhavo sarva-bhutanam
tata bhavati bharata."

Meaning: I impregnate the seed of individual consciousness into the womb of the primordial all-pervading divine Nature (*mahad-brahma*), and this subsequently makes the birth of the entire material creation, possible.

Here, the word "*Mahad-Brahma*" highlights the fact that, just as God (*Brahma*) is all-expansive, similarly all-pervading is *Prakriti*, His divine Nature. *Mahad-Brahma* remains unparalleled in Her supremacy even after She has given birth to this manifested world—creation cannot even marginally diminish Her uniqueness and divinity. The Gita then says,

"Sarva-yonisu kaunteya
murtayah sambhavanti yah,
Tasam brahma mahad yonir
aham bija-pradah pita."

Meaning: O son of Kunti, for all species of life (refers to all physical and astral embodied forms) that are produced in this world, the all-expansive divine Nature is the womb, and I am the seed-bestowing Father. The Gita further proclaims,

"Mayadhyaksena prakritih
suyate sa-characharam
Hetunanena kaunteya
jagad viparivartate."

Meaning: The cosmic expression comprising moving and non-moving entities, is manifested by the eternal illusory force (*maya*) under my superintendence. This is the reason why the universal manifestation is expressed repeatedly.

Therefore, without the will and resolve of God, Nature by Herself cannot create and sustain this cosmic manifestation; all this must be directed and supervised by Consciousness and cannot be accomplished by the non-spontaneous *Shakti* alone. Although Nature possesses active energy, God is the Governor. Be devoted, surrender yourself and remain ever attached to God, comprehending and assimilating these core ideas—this is the Supreme Yoga.

—Her blessed child,
Sri Arnab Sarkar

The moment I have realized God sitting in the temple of every human body, the moment I stand in reverence before every human being and see God in him - that moment I am free from bondage, everything that binds vanishes, and I am free. **Swami Vivekananda**

Sri Sri Saroj Baba as Spiritual Supremo

(48)

Mr. Ghoshal or Ghoshalda, one of our senior gurubrothers and an advanced kriyayogi was a disciple and friend Sri Sri Baba. Sri Sri Baba was both a guru and an intimate companion of Ghoshalda. Ghoshalda narrated us a strange incident while talking about Sri Sri Baba - "Our Lahirida used to go forward to help any patient suffering from leprosy or a leper having liquefied matter, be it on the road or in the train compartments, which the common people usually avoid. One morning Lahirida was walking from Sri Nitaibaba's house to his own house. When he crossed the famous physician of Kolkata, Dr. Shital Ghosh's residence and headed towards the rail crossing, he suddenly saw a leper with liquefied organs extending his hand and asking for help from everyone, trying to get up and cross the rail line but everybody was avoiding him and passing by. Our Lahirida immediately went near him, embraced him and pulled him to make him stand. Immediately, to the amazement, the leper took the body of Sri Nitaibaba, who put his hands on Lahirida's shoulder and said, "Saroj! You have nicely succeeded in this test" - this incident was narrated by Lahirida to Ghoshalda in a state of trance. Ghoshalda used to call him Dada. They used to have hearty conversations as Ghoshalda was both the 'friend and disciple' of Lahiribaba.

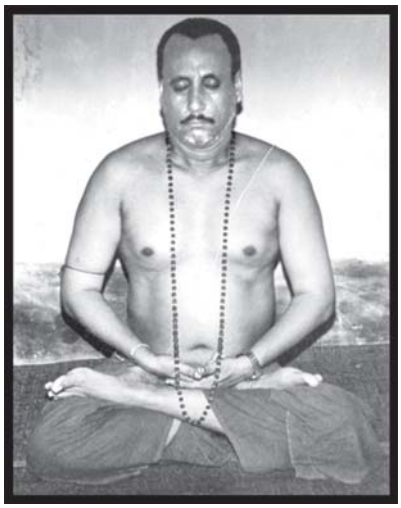

(49)

The following episode is narrated by Asimda (Sri Asim Lahiri) about his own life. Asimda started, "I used to stay at Puratan Nabanaritala in a rented house with tiled-ceiling and used to go and sit with Guruji whenever I had time. I used to perform my daily kriya, bestowed upon me by Guruji, with utter dedication and used to be immersed in the sublime thoughts of Guruji. One night, there was incessant rainfall and water percolated through my dilapidated tiled-ceiling and flooded my house. I could not take shelter anywhere in the house, my bedding were all wet and seeing no other alternative, I started to perform pranayama on my asana with whole hearted surrender to my Guru. After some time, I understood that though there was heavy rain outside, in fact the shower became heavier, there was no leakage of water inside my house and no dripping of water even through the wall. I could realize the grace of the Guru and submerged in deeper pranayama.

(50)

I (Bapi) narrate here an unprecedented episode in the life of his Guruji Sri Nitaibaba in the words of Lahiribaba –

I went along with a few of my gurubrothers and Nitaibaba to a jungle in Purulia and we were having a special discussion regarding sadhana, in a cottage inside the jungle. Suddenly a din and bustle was heard nearby. We saw that the people started fleeing away in various directions, being gripped by the fear of death. We interrogated and came to know that a

huge herd of elephants came down from the Dalma hills and were approaching towards our room. Suddenly I saw Nitaibaba stood up and stayed for a few minutes with one hand up like Bhagawan Narayana holding his sudarshana chakra. We felt very cold like the Eskimos feel inside the igloo. It seemed that Nitaibaba had created a profound barrage of ice around the cottage by his yogic feat. Afterwards when we came out we saw the surrounding trees, a few cottages were stamped to the dust. The entire area exhibited a picture of awful devastation, amidst which our small cottage was standing normally and erect.

The fully enlightened mahatmas have tremendous yogic power like the yogishwara but they never exhibit their supranormal powers to the ordinary masses to ventilate their ability. Only in times of acute necessities he utilized their yogic powers to protect the devotees from impending danger. The mahatmas are ever highly modest.

...to be continued

-Sri Pradip Chattopadhyay, Shibpur

-*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Barun Dutta**

Biography of Manicklal Dutta

[A disciple of Mahavatar Sri Sri Babaji Maharaj]

(5)

Kanu junction and the familiarity with Buthnathbabu—

Sri Bhagawan exhorts in the Gita – "My devotee is bereft of companions." Manicklal was fond of lonely and solitude atmosphere since his childhood. Manicklal's life, who resorted to the advaita parambrahman,

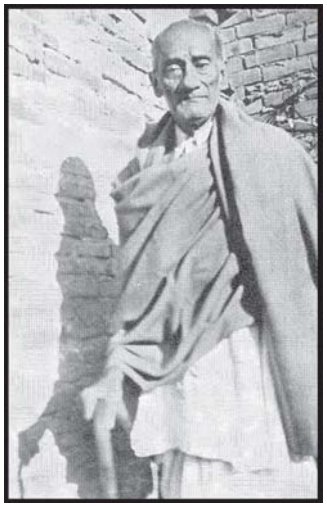

manifested the immortal sayings of the Gita since his childhood. He had intense desire of the company of pious aspirants and judicious mahatmas since his childhood and the fervidity of drinking the nectar of their immortal sayings overwhelmed him.

Once the teen-aged Manicklal sat on a courtyard below a pipul tree at Shandeswartala at Chinsurah, fixed his gaze at the Ganga and concentrated his hearing on the conversation between two old men sitting nearby. One of them was telling the other, "a Dewan of Baroda Raj estate at Channagram named Jatindranath Mukhopadhaya has retired from his job and presently residing in a small hut at the burning ghat of Channa. He is especially educated and is a great sadhak. His wife has taken shelter in a nearby village and provides him with food regularly that she cooks in the village. Many sadhus and aspirants assemble where he stays." Manicklal became intensely eager to have darshan of that great sadhak and his heart started bubbling in joy. He took the detailed and correct whereabouts of the place, which was three miles away from Kanu junction (presently called Khana junction) and started for the darshan of sadhu Jatindranath the next morning.

As he got down at Kanu junction, an unexpected incident happened. As he

handed over the train ticket to the ticket collector, an old Brahmin, who was waiting there, caught hold of his hand and ordered to follow him. Being caught hold all of a sudden by an unknown and unidentified old man, Manicklal became apprehensive and said, "Why did you catch hold of me, I have not done any wrong." Manicklal then felt definitely that the old man was a CID. In those days, if any young man was found to visit an ashram of a sadhu or sanyasi or was found possessing a Gita with him, the police used to look at him with suspicion and regarded him as against the British imperialism. In such cases, the suspicious youth was arrested, taken to nearby police station and interrogated.

Seeing the fear-stricken condition of Manicklal, the old man assured him and said, "His gurudev had shown him Manicklal on previous night and told him to bring him to his house. The reason was unknown to him." Manicklal looked at the holy thread on his shoulder, his uncovered body, fair complexion and the gentle countenance of the old man and then warded off all untoward thoughts for him.

The old Brahmin instructed Manicklal to wait in the station-master's room and went out for a while. Manicklal also kept total faith on his words and started waiting in the station-master's room. The Brahmin went into yogic contemplation in a room adjacent to the station and confirmed that this youth was the one that he saw on the previous night in his vision. Later on he requested Manicklal to come to his house near the station and said that everybody in the station knows him as he is a local doctor. Manicklal ventilated the actual reason of his advent to Kanu junction to the old Brahmin who assured that visiting the nearby burning ghat of Channagram and meeting the sadhak would be very easy from his house. He added, "I have no other intention of bringing you to my home apart from divine command and I am posting a letter in front of everybody in the letter box at station, bearing the news of your advent to Kanu junction and stay at my house to alleviate your doubt" and he did that immediately. The old Brahmin was the popular doctor of Kanu junction and the surrounding areas named Sri Bhutnath Mukhopadhaya. Thereafter the station master and the other local people enlightened Manicklal about the magnanimity, greatness and sadhana of Bhutnathbabu which erased the baseless fear and apprehension from his mind and removed all doubts regarding the statements of Bhutnathbabu. Everybody present stated that the whole chain of events is of divine dispensation, the true reason of which will only be exposed later on. Then Manicklal followed Bhutnathbabu with an amicable mind.

...to be continued

—Sri Ardhendu Sekhar Chattopadhyay

Translated into English
by Her Blessed Child **Dr Barun Dutta**

Notice

A set of earlier publications of Hiranyagarbha from June 2008 to October 2014 along with all three issues of the journal Bhargajyoti, published during the period 2007-08, are available for sell at the Hiranyagarbha counter. The total price of the set is Rs. 535/- (excluding postal charges). The offer is valid still stocks last.

Unmesh

[Soul's Blooming - Part I]

Sree Sree Maa Sharbani

Sree Sree Maa in Satsang (30/07/08)

Presently, I observe a serious dearth in the capacity of deep thinking among people. Spiritual poverty arises from this lack of power of deep contemplation. Common people are unable to offer anything to the Divine. They keep everything for meeting their own needs driven by the littleness of self-centric egos. This 'me-my' oriented approach deludes and disorients their mental faculties. Thus sprouts distorted desires sometimes also referred to as 'sinful' desires that prevent realization of the true self.

To break beyond this and attain supreme truth, one needs to perform tapasya with infinite patience and utmost steadfastness. Only ones with unshakeable composure and unflinching effort can reach the destination. Unperturbed patient perseverance is attained when the real nature of mind and maya are revealed to the aspirant ushering in true insight. This determined calmness enables a yogi to enter into dhyana (meditative state). The dhyan-entered yogi gains knowledge of truth and becomes a 'manishi' (lord of the mind, capable of using the mind to its fullest) or learned.

Such deep meditation rests in the heart's firmament. Knowledge of the fundamental principles of consciousness that produce the laws of material nature is called pragyan or supra-knowledge leading to profound wisdom. Through dhyan-yoga established in pragyan, a yogi begins to gradually expand the horizon of his knowledge of self-existence. Eventually, within the expanse of his heart, Vak – the dhwani of Brahman manifests its presence as Brahmaghosh or announcements of Brahman. Piercing through the heart-consciousness it reverberates in the yogi's ears. This is called the Anahata Vani or the unstruck proclamation. This is Pranav expressed in sound form, as the sound of Omkar. Its other name is 'Shrav'.

Divine deities or forces of the supreme respond when invoked with appropriate mantras presented in a correct rhythm (internally and externally). Their response is first experienced as pulsation in the heart's consciousness which then transforms into 'Ghosh' or the unmanifested announcement and is finally expressed as Vaikhari Vak in the form of sound heard internally in the ear. This continued expansion of the Yogi's inner realms through Vak is called the state of Pragyan or Pravid (or supra-knowledge). Nothing can happen without the descent of the supreme's shakti within the heart of the yogi. It is through this germination and flowering of the infinite expanse of consciousness within oneself that a yogi begins to acquire the power of the universal consciousness that spans the great Void and permeates all.

Purification of life force (Prana) is essential. Bringing the restless prana to a steady state is called purification of the life force. With increased purification of the life force within, the darkness covering inner consciousness begins to get dispelled and manifestation of light occurs. Then spiritual science (Vigyan) and mantra consciousness (essence of mantras and their workings) awaken within the meditative yogi. Meditative yogis purify the life force by "Manisa" (lord of the mind). Manisa is the science beyond the working mind.

Sree Sree Maa's Discourse – (04/08/2008)

According to Hatha yoga or Tantra yoga, there are two 'nadis' (subtle channels) – surya (sun) nadi and chandra (moon) nadi. One is the vehicle of pravritti (instinct) while the other is of nivritti (refrain). When flow of life force in these two nadis are harmonized, that is when instinct and forbearance are in equilibrium, the path of shusumna (central spinal) nadi opens up. The fiery flow of kundalini shakti begins to move upstream like flashes of lightning strikes. The experience is visualized within the agna chakra in between the two eyebrows. In the Upanishads this is referred to as "Nirodh Yoga".

The surya nadi and the chandra nadis culminate and join at the middle of the two eyebrows. If the mind can be fixed at this position then pravritti and nivritti attain equilibrium. According to the Vedas, this is the harmony of Mitra and Varun; Mitra is manifested light, Varun is un-manifested light. They coalesce through dawn and evening. Dawn is the harbinger of the sun and evening is the forerunner of the moon. Through the balance of their equilibrium they uplift the mind into the upper realms and enable an upsurge to the sahasrara through the inner sky of the agna chakra.

Here the play of 'Marudgana' or prana vayu (aerial forms of life force) ensues as storms of effulgence in the expanse of inner agna consciousness. Natural forces metamorphose into supernatural forces here being expressed as fiery illuminations in between the eyebrows. This is made possible through a yogi's arduous and courageous endeavor or virya. The yogi's shusumna (spinal) channel opens up when undulating swings between the ida (surya nadi) and pingala (chandra nadi) ceases and rests in the middle. Then along the shushumna path, the life force flows upstream with great vigor. Simultaneously, in this state of equilibrium of the life forces, from the sahasrara, a joyous stream of 'soma' flows down. The lord of the universe manifests this stream of 'soma' in the inner sky of 'kutastha' whose doors lie in the agna. Through this confluence, the consciousness of a satta (or being) merges and transforms into universal consciousness. Here the lord of the universe refers to that eternal fundamental causative entity, The Supreme Being.

According to the Vedas, 'Mitra' and 'Varun' are the manifested and unmanifested glows of the Great Effulgence or 'Brahman'. In the Vedas, Varun has been mentioned as the God of infinitude. When the sun of consciousness arises within the heart cavern of a practicing yogi, resulting in the condensation of joyous consciousness of manifested and un-manifested infinite, then Overlords of infinitude, whose true nature is integral with the Supreme's nature of existence-consciousness-bliss, pave the way of this internal awakening by shearing the darkness of unconsciousness. After establishment of immortal consciousness within form, the internal flow of joy of 'being in divine rhythm' (rhita-chhanda) blossoms and manifests in the sadhaka's nature. The condition of this equilibrium of a yogi's nature is called 'Brahma-Sangsparsha' – to be constantly "In touch with Brahman".

In this situation, within a yogi's body, the restless condition of the life force {Prana} reaches a steady state within the heart center. Then the yogi attains the stage of experientially attained realization {Anubhava}. The name of this stage is "Brahma-Avolakan" {seeing the Brahman and its workings}. Now "Brahma-Sangsparsha" and "Brahma-Avolakan", both are intermingled. – This is the stage of 'Shantam, Shivam, Sundaram', of omnipotent Lord Shiva. —*Translated into English by Her Blessed Child* **Dr Durgesh Chakrabarty**

News in Brief

14th January: The 9th anniversary of the enthronement ceremony of the Guru Maharajas was conducted with full majesty. At dawn on this day, Sree Sree Maa initiated Brahmacharini Shipra (Sadhvi Shamitanandamoyee), Brahmacharini Amrita (Sadhvi Amritanandamoyee), Brahmacharini Aradhana (Sadhvi Shantanandamoyee), Brahmacharini Vishuddha (Sadhvi Vishuddhanandamoyee) and Brahmacharini Archana (Sadhvi Amitanandamoyee) into the full-sanyasa order. Thereafter, puja of the Guru Maharajas was conducted by Sri Jagna Narayanda followed by yajna and offering of prasad among all devotees. In the evening, a cultural session was organized where an enchanting dance program was conducted by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak. The previous issue of Hiranyagarbha was also released.

22nd January: Our respected Guru-sister Niyati-di (Smt. Niyati Biswas) departed for her heavenly-abode on this day.

26th January: Sri Shuddhananda Giri Maharaj of Yogoda Satsanga Society, along with many Devotees, visited Akhanda Mahapeeth Ashram to meet Sree Sree Maa.

4th to 6th February: Sri Sri Taat Baba spent these two days at Akhanda Mahapeeth.

4th February: Sree Sree Maa along with a few Ashramites visited 'Hotor Ashram' on their annual programme. Sadhvi Suchetanandamoyee and Sadhvi Punyanandamoyee welcomed Sree Sree Maa through arati and garlanding. The students and brahmacharinis of the Ashram also paid their homage to Sree Sree Maa. The children of the Ashram performed a beautiful cultural programme.

9th February: Our beloved Guru-sister Smt. Surbhi Sekhani departed for her heavenly-abode.

14th February: On the auspicious occasion of 'Shivaratri', Sree Sree Maa performed puja of Lord Shiva in personal solitude. Thereafter, Sri Jagna Narayanda performed the yagna.

18th February: On this evening Sri Subrata Sengupta presented Rabindra Sangeet in presence of Sree Sree Maa at Akhanda Mahapeeth. His melodious voice enchanted the devotees present.

2nd March: Prasad was offered to Sri Sri Radhamadhava in the Ashram premises and 'dol-purnima' was celebrated through a cultural evening where a beautiful dance recital on 'Vasant Utsav' was performed by the troupe of Pandit Sri Giridhari Nayak.

4th March: Smt. Riddhi Bandopadhyay presented a beautiful collection of songs written

by the five great poets (*Pancha-Kavi*) of Bengal. Her charming voice enthralled the audience.

18th March: The 26th 'Adhyatmik Sabha' was organized. Our brother disciple Dr. Barun Dutta continued the discourse on 'Kathopanishad'.

25th March: On the auspicious occasion of Asthami tithi of the Navaratri festival, puja of Mata Annapurna was held at the Annapurna temple. Prasad was distributed among the children and devotees. In the evening, a mesmerizing program of bhajans was held in the Ashram marking the occasion of Ram Navami.

30th March: A large gathering of devotees and disciples occurred at guru-brother Sri Rajendra Sethia's residence due to visit of Sree Sree Maa at the place. The evening was spent heartily amongst songs and satsang. The visitors enjoyed the prasad at the end.

Forthcoming Events

Buddha Purnima: 29th April, Sunday
Spiritual Congregation: 17th June, Sunday
Guru Purnima: 27th July, Friday

Statement about ownership and other particulars about HIRANYAGARBHA to be published in the first issue every year after the last day of february.

1. Place of publication : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

2. Periodicity of Publication : Quarterly

3. Printer's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

4. Publisher's Name : Dr. Barun Dutta
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

5. Editor's Name : Sri Arnab Sarkar
Nationality : Indian
Address : Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than one per cent of the total capital.
: Mata Sharbani Trust,
Plaza Housing, Vill. : Jagannathpur(Shibrampur)
P.O. : Ashuti, 24 Parganas(S), West Bengal, PIN : 700141

I, Dr. Barun Dutta, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledege and belief.

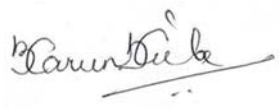

Date: 15th April, 2018 Signature of the Publisher

Subscription for Hiranyagarbha

Hiranyagarbha is a quarterly journal. The subscription fee for the journal in case of hand collection is **Rs. 80.00** and for postal delivery is **Rs. 100.00** per year (within India). Subscription forms may be obtained at the Ashram premises or by emailing to akhanda.mahapeeth@gmail.com. For information and help, contact Sri Arnab Sarkar (Mob. 094748-96776), Smt. Keya Chakraborty (Mob. 094324-56831), Sri Mohit Shukla (Mob. 094321-70365); Website : www.akhanda-mahapeeth.org.

হিরণ্যগর্ভের গ্রাহক হবার জন্য অথবা গ্রাহকত্ব পুণর্নবিকরণের জন্য
নিম্নের ফর্মটি পূরণ করে আশ্রমের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন।

Form No. .....

Akhanda Mahapeeth
Mata Sharbani Trust

Hiranyagarbha Subscription Form/Renewal Form

1. Subscription in Favour of (Name) : .....
2. Address : .....

.....

.....

3. Phone No. 1..... 2..... Email : .....
4. Period of Subscription : ☐ 1 year / ☐ 2 years / ☐ 3 years.

   From (Date) : ..... To (Date) : .....
5. Delivery Mode : ☐ Hand Collection / ☐ Postal Delivery.
6. Payment Mode : ☐ Cheque / ☐ Cash. Amount in Rs. .....

.....

Details of Cheque (drawn in favour of "Mata Sharbani Trust").....

.....

7. Checked by (Name) : .....

Signature :.....Date :.....

Publication List